গীতরত্নাকর।

দ্বিতীয়খণ্ড।

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ,
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

[আগ্নেয়]

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক
রচিত এবং সঙ্কলিত।

কলিকাতা,
২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৮। ১০ই মাঘ।

মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

ব্রহ্মস্তোত্রম্।

নমোঽকিঞ্চননাথায় নমোঽমৃত নমোঽভয়।
অন্তর্য্যামিন্নন্তরাত্মন্ নমোঽনন্তাক্ষরায় তে॥
নমোঽগতিগতে তুভ্যং নমস্তেঽখিলকারণ।
অরূপায় নমোঽনাথবন্ধো অধমতারণ॥
নমস্তুভ্যং কাতরাণাং শরণায় কৃপোদধে।
[illegible]ানিধয়ে কল্পতরো কলুষনাশন॥
[illegible]মোগুণনিধানায় গতিনাথায় চিন্ময়।
চিন্তামণে চিদানন্দ নমশ্চিরসখে নমঃ॥
নমস্তে জগদাধার জীবানাং জীবনায় চ।
জ্যোতির্ম্ময় জগন্নাথ জগৎপালন তে নমঃ।
নমস্তুভ্যং দয়েশায় দারিদ্র্যভঞ্জনায় তে।
দীনবন্ধো দর্পহারিন্ রত্নায় দুর্লভায় চ॥
নমোদেবায় দীনানাং পালকায় নমোনমঃ।
দয়াময়ায় তে ধর্ম্মরাজায় ধ্রুব নিত্য চ॥
নমস্তুভ্য[illegible]নিরুপম নিষ্কলঙ্ক নিরঞ্জন।
নিত্যা[illegible]নিখিলাশ্রয়ায় নয়নাঞ্জন॥

নমস্তে নির্ব্বিকারায় পিত্রে পাত্রে নমোস্তু তে।
পরাৎপর পরব্রহ্মন্ পাষণ্ডদলনায় তে ॥
নমঃ প্রস্রবণশ্রীতেনমঃ পতিতপাবন।
পুণ্যালয় পরিত্রাতঃ পূর্ণ প্রাণধনায় চ ॥
নমঃ প্রেমন্ পুরাণায় পবিত্রায় পরেশ্বর।
প্রভো প্রসন্নবদন পরমাত্মন্ প্রজাপতে ॥
নমোবিশ্বপতে ব্রহ্মন্ বিপদ্বারণ তে বিভো।
বিজয়ায় বিধাতস্তে নমোবিঘ্নবিনাশন ॥
নমোভক্তবৎসলায় নমোভুবনমোহন।
ভূমন্ ভবাব্ধিকাণ্ডারিন্ * ভবভীতিহরায় চ ॥

নমস্তে মঙ্গলনিধে নমস্তে মহিমার্ণব।
মুক্তিদাতর্মহন্ মোক্ষধাম্নে মৃত্যুঞ্জয়ায় তে ॥
নমোনমোস্তু যোগেশ শান্তেরাকর শুদ্ধ চ।
শ্রীনিবাস স্বর্গরাজ স্বয়ম্ভো স্বপ্রকাশ তে ॥
নমঃসদ্গুরবে সারাৎসারায় সুন্দরাখ্য চ।
সর্ব্বব্যাপিন্ সর্ব্বমূলাধারায়াস্তু নমোনমঃ ॥

---

* কাণ্ডারঃ = কোনিপাতঃ।

নমোস্তু সর্ব্বারাধ্যায় নমোস্তু সর্ব্বসাক্ষিণে।
সুধাসিন্ধো সিদ্ধিদাতঃ সুখ স্নেহময়ায় চ॥
নমঃ স্রষ্ট্রে নমঃ সর্ব্বশক্তিমংস্তে নমোনমঃ।
সনাতনায় সত্যায় নমঃ সর্ব্বোত্তমায় চ॥
হৃদয়াভিরঞ্জনায় হৃদয়েশ নমোনমঃ।
নামান্যেতানি গৃহ্নন্তং পতিতং মাং সমুদ্ধর॥
ইত্যষ্টোত্তরশতনাম্না ব্রহ্মস্তোত্রং সমাপ্তম্।

সূচিপত্র।

গীত রত্নাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।

রাগিণী বসন্তবাহার।—তাল তেতালা।

দেশের দুর্গতি চেয়ে দেখ হে একবার। রোগে শোকে দুঃখে তাপে করে সবে হাহাকার।

লক্ষ লক্ষ নর নারী, হয়ে পথের ভিখারী, অনাহারে দ্বারে দ্বারে করিছে ভ্রমণ; নিরাশ্রয় অসহায় বিষাদিত মন, ভাবনায় তাহাদের হই-য়াছে অস্থি সার।

জীর্ণ শীর্ণ অবয়বা, চির দুঃখিনী বিধবা, অবিরল অশ্রুজল করে বিসর্জ্জন; বঞ্চিত সকল সুখে বন্দীর মতন, কেহ নাই এ বিপদে করিতে তাদের উদ্ধার।

ঘোর অজ্ঞানআঁধারে, দুর্নীতি দূষিতাচারে, পশু প্রায় রহিয়াছে জনসাধারণ; দাসত্বে কাটায়

তারা অমূল্য জীবন, পরাধীন চিরদিন বহে সকলের ভার।

সুবিদ্বান্ গুনবান্, কত ভারতসন্তান, অকালে হারায় প্রাণ করি সুরাপান; অতি শোকাবহ তাহাদের পরিণাম, ভাসিছে অনন্ত দুঃখে তাহাদের পরিবার।

ওহে ভদ্র সহৃদয়, করহে কিছু উপায়, সার্থক হউক জন্ম পরের সেবায়; থেকো না নিদ্রিত আর সুখের শয্যায়, ঈশ্বরের নামে কিছু কর জীবের উপকার। ৬০৪।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়াঠেকা।

ওহে চির পরাধীন দুর্ব্বল বঙ্গসন্তান। গৃহবিবাদ অনল করহে কর নর্ব্বাণ।

দেশের হিতসাধনে, জাতীয় সুখ বর্দ্ধনে, এক প্রাণ হয়ে সবে কর হে জীবন দান।

অপ্রেম ভ্রাতৃবিচ্ছেদে, হিংসা দ্বেষ মতভেদে, সমাজবন্ধন হল শিথিল প্রীতি-বিহীন; বলবীর্য্য

হারাইয়ে, আছি মোরা দুঃখী হয়ে, কাপুরুষ বলে লোকে করে কত অপমান।

চাহিয়ে ঈশ্বরপানে, চেষ্টা কর প্রাণপণে, সত্যের বলেতে হবে সব দুঃখ অবসান। ৬০৫।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়াঠেকা।

বিলাপ ক্রন্দন ছাড়ি কর হে কিছু এবার। অসার বাক্য বিন্যাসে নাহি কিছু উপকার।

যথাসাধ্য প্রাণপণে, জ্ঞান অর্থ পরিশ্রমে, কর কর বিমোচন দেশের দুঃখের ভার।

আলস্য স্বার্থপরতা, পরনিন্দা শিথিলতা, কপট উৎসাহ কথা কর ভাই পরিহার; অপরের মুখ চেয়ে, থেক না নিশ্চিন্ত হয়ে, দেখাও দৃষ্টান্ত আগে জীবনেতে আপনার। ৬০৬।

রাগিণী পরজ।—তাল একতালা।

উঠেছে আনন্দ রবে, বঙ্গবাসী ভাই সবে, সত্যের জয় নিশ্চয় হবে, কর কর্ত্তব্য সাধন।

চল যাই চল নির্ভয় অন্তরে, বীর বেশ ধরি সম্মুখ সমরে, যায় যদি প্রাণ দেশহিততরে, সার্থক হইবে জীবন।

জাতিভেদ উপ-ধর্ম্মের শাসনে, গতানুগতিক নিয়ম পালনে, বিষময় ফল করিছে প্রসব কর সব নিবারণ; ভীরু কাপুরুষ হয়ে কত দিন, থাকিবে বল হে পাপের অধীন, কর সংস্কার, দেশ পরিবার, ধর অকপট আচরণ। ৬০৭।

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেকা।

স্বাধীন হইবে যদি তবে সত্য পথে চল। স্বার্থ সুখ পরিহরি চরিত্র কর নির্ম্মল।

কি হইবে বাহুবলে, সংগ্রামে বুদ্ধি কৌশলে, পরপ্রেমী না হইলে সকলি জেন বিফল।

চির দাসত্ব বন্ধন, অন্যায় রাজশাসন, কে করিবে খণ্ডন, হইয়ে ভীরু দুর্ব্বল; পরদুঃখে না কাঁদিলে, আত্মসুখ না ত্যজিলে, অসার উৎসাহে বৃথা বাক্যে নাহি কোন ফল।

হও আগে জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধাচারী সত্যপ্রিয়;
তা হলে পাবে নিশ্চয়, প্রকৃত স্বাধীন বল। ৬০৮।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট।—তালঠুংরি।

হয়ে এক প্রাণ মন।
কর সবে স্বজাতির মঙ্গল সাধন।
স্বদেশের হিততরে, উদার সরল অন্তরে,
অপ্রেম বিরাগ দূরে কর বিসর্জ্জন।
কলহ ভ্রাতৃবিচ্ছেদে, দ্বেষ হিংসা মতভেদে,
কতদিন ভারতবক্ষ হইবে দহন।
ত্যাজি গর্ব্ব অভিমান, রাখ জাতীয় সম্মান,
প্রমুক্ত হৃদয়ে কর প্রেম সম্মিলন। ৬০৯।

রাগিণী সুরট বাহার।—তাল কাওয়ালী।

তোমরা কেন বৃথা কর লোকভয়।
একবার বলহে জয় সত্যের জয়; আশায়
সাহসে বাঁধ যতনে হৃদয়; যা হবার তাই হবে, ত্বরা
করি চল সবে, বিনাশ বিনাশ পাপাচার সমুদয়।

কোন্ প্রাণে আছ ঘুমে অচেতন, নিজসুখে হয়ে মগন; কাঁদিছে অনাথা কত, দিবা নিশি অবিরত, শুনহে শুন যুবক সহৃদয়। ৬১০।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল কাওয়ালী।

হায়! সোণার ভারত আজ প্রভাহীন।

দুঃখেতে মলিন, পরের অধীন, হয়ে বল বীর্য্য-হত চিরদাসত্বে কাটায় দিন।

কোথা সে হিন্দুরাজত্ব, বিপুল আর্য্য মহত্ত্ব, স্বপন সমান হয়েছে বিলীন; উপন্যাস প্রায়, এবে সমুদায়, আসিবে না কিম্বে আর ফিরে সে সুখের দিন।

দুর্নীতি দূষিতাচারে, বাঁধিয়া দৃঢ় নিগড়ে, রেখেছে করে সকলে প্রাণহীন; কি ছিল তখন, কি দেখি এখন, ভীরু অলস কপট সবে ঘোর বিষাদে মলিন। ৬১১।

রাগিণী কাফি।—তাল ঠুংরি।

হে প্রিয় মিত্র, বিধির আদেশ, কায় মনোবচনে পাল রে।

হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা প্রবঞ্চনা যতনে পরিহার কর রে; সরল হৃদয়ে, প্রাণ মন দিয়ে, সর্ব্বজনে ভালবাস রে।

আত্মসুখে দিবানিশি মত্ত হয়ে চিরকাল ভুলে থেক নারে; অনাথ দীন জনে, অন্ন পান দানে, কর সেবা সাধ্য অনুসারে।

ধৈর্য্য ক্ষমা শান্তি বিদ্যা বিনয় প্রেমে সবে বশীভূত কর রে; হয়ে জিতেন্দ্রিয়, ন্যায় সত্যপ্রিয়, পরসুখে সুখী হও রে।

ধন যৌবন জাতি কুল অভিমান, ত্যজি সাধু-ভাব ধররে; জানিহ নিশ্চয়, সকলি হবে লয়, কেহ নাহি সঙ্গে যাবে রে।

সুখ প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে কভু বিপথে গমন করো না রে; ভগবতাধীন হয়ে চির দিন, পুণ্য উপার্জ্জন কর রে। ৬১২।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়াঠেকা।

কর ধন্যবাদ তাঁরে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে। যাঁর গুণে হলে সুখী জ্ঞানালোক নিরখিয়ে।

যিনি সর্ব্ব মূলাধার, পরম মঙ্গলাকর, গাও মহিমা তাঁহার, সবে কৃতাঞ্জলি হয়ে।

সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁর গুণ, রহিয়াছে বর্ণন, করি জ্ঞান উপার্জ্জন থেক না তাঁরে ভুলিয়ে; বিদ্যা বিনয় ভূষণে, দয়া ভক্তিপ্রেম পুণ্যে, ভূষিত হয়ে সকলে থাক তাঁর পদাশ্রয়ে। ৬১৩।

রাগিণী পরজ।—তাল একতালা।

ত্যজ জ্ঞান অভিমান। ওহে যুবক ধীমান, বিনীত উদার ভাবে কর সবে প্রেম দান।

অপার জ্ঞানসিন্ধু নাহি যার সীমা, এক বিন্দু পেয়ে কেন হে গরিমা, অজ্ঞান অবোধে, কর নাক ঘৃণা, হও নম্র দয়াবান্।

ফলভরে নত তরুশাখাগণ, মাটিতে মিশায়ে থাকয়ে যেমন, বিদ্যারসভরে অবনতশিরে তেমনি থাকহে বিদ্বান্; সাধু ব্যবহার সুমিষ্ট বচনে, কর বশীভূত অনভিজ্ঞ জনে, পেয়েছ যে ধন, কর বিতরণ, তাহলে বাড়িবে মান। ৬১৪।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়াঠেকা।

পর দোষানুসন্ধানে কেন হে কর ভ্রমণ।
বিবেকদর্পণে হের বারেক নিজ আনন।
অসার নীচ বাসনা, অমঙ্গল কুকল্পনা, যতনে আদরে হৃদে করো না কভু পোষণ।
আত্মদোষ সংশোধনে, চেষ্টা কর প্রাণপণে, তা হলে পরম সুখে থাকিবে চির জীবন।
সমভাবে সকলেরে, দেখ সরল অন্তরে, প্রমুক্ত হৃদয়ে সবে দাও প্রেম আলিঙ্গন। ৬১৫।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়াঠেকা।

আছি মোরা বড় সুখে ব্রিটিশ সুশাসনে।
রাজভক্তি হয়োদয় মহারাণীর স্মরণে।

ছিলাম ঘোর অন্ধকারে, বন্দী হয়ে দেশাচারে, বহু দিন জ্ঞানালোক না হেরে নয়নে ; বিধাতার কৃপাবলে, সুখী হইলাম সকলে, সার্থক হইল জন্ম বিদ্যারস আস্বাদনে ।

আমরা অক্ষম দীন, চিরদিন পরাধীন, কেমনে কৃতজ্ঞ হব কিছুই জানিনে ; ধন্য সেই পরমেশ্বরে, অনন্ত করুণাকরে, শুভ সংঘটন সব হয় যাঁর কৃপাবিধানে । ৬১৬ ।

রাগিণী ভৈরবী ।—তাল পোস্ত ।

কিবা শোভা মনোলোভা হেরি কুসুম কাননে ।
সাজিছে প্রফুল্ল ফুলে যেন তরু লতাগণে ।

মন্দ মন্দ সমীরণ, করে সুগন্ধ বহন, পুলকিত হয় মন, পরিমল আস্বাদনে ।

বিচিত্র বিহঙ্গকুল, আনন্দে হয়ে আকুল, পান করি ফুলমধু গায় গীত কুঞ্জবনে ।

ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, করেছেন এ সব যিনি, না জানি কত সুন্দর দেখিতে তাঁরে নয়নে । ৬১৭ ।

রাগিণী ইমন্।—তাল কাওয়ালী।

সুখ বসন্ত ঋতু আগমনে। বহিল, অনিল, সাজিল প্রকৃতি সতী, বহুরূপা বসুমতী, অভিনব বসন ভূষণে।

তরু লতা রসভরে, দোলে মলয় সমীরে, বনস্থলী নিনাদিত বিহগকণ্ঠস্বরে; মুকুলিত বিকসিত,ফলফুলে সুশোভিত, নবীন শাখা পল্লবগণে।

মধুকর মধুলোভে, গুন্ গুন্ গুন্ রবে, কুসুম কাননে ভ্রমে আমোদে মাতিয়ে সবে; চারি দিক্ সুখকর, নয়ন মনোহর, জয় জয় জগতবন্দনে। ৬১৮।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল ঠুংরী।

ঘন নিবিড় নব নীরদ জালে, ঢাকিল অনন্ত নীল নভস্থল।

মৃদু মন্দ পবনে, চলে গগনপ্রাঙ্গনে, রবিকিরণে ধরে কত বরণ উজ্জ্বল।

গরজে ভীম রবে, শুনে সচকিত সবে, বরষে অবিরল কত নিরমল জল।

তড়িত হার অঙ্গে, ঢুলিছে নানা রঙ্গে, আঁধারে আলোক কিবা করে ঝলমল।

কিবা হরিদ্ বরণ, প্রান্তর উপবন, দেখে হর-ষিত মন নয়ন যুগল।

তটিনী নির্ঝর, নদী সরোবর, নব সলিল-তরঙ্গে সদা করে টলমল।

আনন্দে ভেকগণে, কেলি করে প্রীত মনে, মেঘ নিনাদ শ্রবণে নাচে শিখীদল। ৬১৯।

রাগিণী আলেয়া।—তাল ঠুংরি।

গভীর বিষাদে, বিষম প্রমাদে, সোণার ভারত আঁধার হইল।

আহার বিহনে, মরিছে পরাণে; দরিদ্র অনাথ মানব সকল।

বিকট বদন, করিয়ে ব্যাদান, ভীষণ অকাল, নিকটে আইল।

কাতর ক্ষুধায়, কাঁদিছে তনয়, দেখিয়ে মায়ের হৃদয় ফাটিল।

ভাবনায় অবশ, দুঃখেতে নিরাশ, করিছে হাহা কার হইয়ে আকুল।

সঞ্চিত সম্বল, সকলি ফুরাল, নিবাতে দারুণ জঠর অনল।

বল হে কিরূপে, সুখেতে ঘুমাবে, দ্বারে যে ভিখারী জীবন ত্যজিল।

এ ঘোর বিপদে, কে পারে বাঁচাতে, দয়ালু ঈশ্বর ভরসা কেবল। ৬২০।

বিভাস।—তাল তেতালা।

বিষাদে হিয়া বিদরে। অনাথ বিধবা বলে, কে চাহিবে দয়া করে।

দুঃসহ জীবন ভার, বহিতে পারিনে আর, এ বিষম অত্যাচার, কেন অবলারোপরে।

শোকেতে শুষ্ক হৃদয়, সব দেখি শূন্যময়, কাঁদিব আর কত হায়, নয়নে জল না ঝরে।

কে আছ লহ একবার, দুঃখিনীর সমাচার,
বিপদে কর উদ্ধার, এ ঘোর দুঃখ সাগরে। ৬২১।

সিন্ধু মল্লার।—তাল কাওয়ালী।

হায় বাল্য বিধবা দুঃখিনী! হয়ে চির পরা-
ধিনী, কাঁদে শোকে দিবস যামিনী।

মলিন মুখকমল, ঝরিছে নয়নে জল, রোদন
মাত্র সম্বল, বাণবিদ্ধ যেন কুরঙ্গিনী।

নাহি সুখ পান ভোজনে, বিচিত্র বসন ভূষণে,
প'ড়ে সদা ধরাসনে,যেন মেঘে ঢাকা সৌদামিনী।

যাতনায় শরীর শীর্ণ, কালিমা হয়েছে বর্ণ,
বিষাদে সদা বিষণ্ণ, মাতঙ্গ দলিত নলিনী।

একা বসিয়ে বিরলে, ভাসিতেছে অশ্রু জলে,
কেহ নাই ভূমণ্ডলে শুনে তার দুঃখের কাহিনী।

ওহে বঙ্গবাসী সবে, কত আর নিদ্রা যাবে,
অবলার শোক বিলাপে, ফাটিল যে গগন
মেদিনী। ৬২২।

রাগিণী কুকব।—তাল ঠুংরি।

দুঃসহ সন্তাপে তাপিত হৃদয়, মনের বেদনা বলিব কাহায়।

কালকুট সুরা করিয়ে পান, পতি পুত্র মোর হারাল প্রাণ; আমি একাকিনী, হয়ে অনাথিনী, মরি যে এখন শোক জ্বালায়।

এ হেন বাদ সাধিল কে হায়, বিষম গরল আনিয়ে হেথায়; ধনে প্রাণে বিনাশ, করিল সর্ব্বনাশ, কি করি কি হবে দেখি না যে উপায়। ৪২৩।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

ধরি দুটী পায়, বলি গো তোমায়, ক্ষান্ত হও পিতা ত্যজ সুরাপান।

দেখ গো একবার, ডুবিল সংসার, আমাদের প্রতি হও কৃপাবান্।

জীবিত থাকিতে তুমি গো ধরায়, রহিব কি

মোরা হয়ে নিরাশ্রয়, চিরদুঃখী দীন হীন নিরু-
পায়, অনাথ দরিদ্র-বালক সমান।

তোমার অত্যাচারে জননী আমার, কাঁদেন
দিবানিশি করি হাহাকার, শোকে ভগ্ন দেহ অস্থি
চর্ম্ম সার, দেখিলে সে দুঃখ বিদরে পাষাণ। ৬২৪।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল যৎ।

অসার আমোদ লোভে কেন কর সুরাপান।
হবে কুপ্রবৃত্তি বলবতী প্রকৃতি পশু সমান।

শরীর হইবে শীর্ণ, বল বীর্য্য তেজহীন, পরি-
ণামে মনস্তাপে দুঃখেতে ফাটিবে প্রাণ।

বুদ্ধি বিবেচনা স্মৃতি, সদাচার ধর্ম্মনীতি, হারা-
ইয়ে হবে শেষে পদে পদে অপমান।

অনাহারে পরিবার, করিবেক হাহাকার,
চিরদুঃখে তাহাদের হবে দিন অবসান।

পান কর ধর্ম্মামৃত, সুখে থাকিবে সতত,
পাইবে আনন্দ কত নির্ম্মল শান্তি আরাম।

তত্ত্বরস সুধা পিয়ে, থাক প্রেমে মত্ত হয়ে,
ইহকাল পরকালে পাবে সুখ মোক্ষধাম। ৬২৫।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল ঢিমে তেতালা।

মনোদুঃখে হৃদয় বিদরে। (হায় হায় রে)
হইল সংসার ছারখার সুরাপান করে।
জনক জননী মোর, হইয়ে শোকে কাতর,
ত্যজিলেন কলেবর অন্নবিনা অনাহারে।
পতিব্রতা প্রাণপ্রিয়ে, অশেষ ক্লেশ সহিয়ে,
অনাথিনী প্রায় এবে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে।
জনম দুঃখী সন্তান, ক্ষুধায় মৃত সমান, তার
আর্ত্তনাদ আর শুনিতে না পারিরে।
সঞ্চিত ধন সম্বল, যা ছিল সকল গেল, দুষ্কর্ম্মের
প্রতিফল হাতে হাতে পেলাম রে। ৬২৬।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

ও ভাই মোজো না সুরাপানে।

বলি বিনয় করে, দুটী পায়ে ধরে, রাখ অনুরোধ থাক সাবধানে।

কত গুণবান্ প্রিয়দরশন, ভারত মাতার হৃদয়-ভূষণ, যৌবন বয়সে, মজে সুরারসে, অকালে মরিল প্রাণে।

ভাসায়ে সকলে দুঃখের পাথারে, চির শোকা-নল জ্বালিয়ে অন্তরে, পিতা মাতার কোল গেল শূন্য করে, বিষম শেল বুকে হেনে; দেখ দেখ কত যুবা বলবান্, মদে মত্ত হয়ে হারাইল জ্ঞান, সাংঘাতিক রোগে সদা ম্রিয়মাণ, না পায় সুখ জীবনে। ৬২৭।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়াঠেকা।

সুরাদলন সংগ্রামে সাজ সবে বন্ধুগণ। কর চূর্ণ মদপাত্র পাপ শুণ্ডিকাভবন।

প্রচণ্ড অসুর দল, প্রচারি সুরাগরল, দিলে সব রসাতল, ধর্ম্মনীতি জ্ঞান ধন।

কাঁদিছে বিধবা কত, হইয়ে সর্ব্বস্ব হত, শুনিলে বিদরে প্রাণ ঝরে দুনয়ন; ব্যভিচার কুদৃষ্টান্তে, প্রবল কলঙ্ক স্রোতে, করিতেছে সর্ব্বনাশ ঘোর অনিষ্ট সাধন। ৬২৮।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

অসৎ সঙ্গে রসরঙ্গে কেন সুরারসে মন মজিল।

না জেনে বিষপান করে, পরিণামে এই ফল হইল।

মরিলাম ধনে প্রাণে, কুমন্ত্রণা শুনে কাণে, এই হল পরিণামে পাপের পিপাসা ক্ষুধা বাড়িল।

কালকূট ফণিমুখে, চুম্বিলাম মহাসুখে, এখন মরি মনোদুঃখে, অনুতাপানলে হিয়া দহিল। ৬২৯।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

হৃদয় পিঞ্জরের পাখি কোন দেশে উড়ে গেল।
তাহার বিরহ শোকে প্রাণ হয়েছে আকুল।
উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে, সমভাবে ভাবী হয়ে সুখে কাটাইতাম কাল; ভাঙ্গিল সুখের বাসা, ঘুচিল ভরসা আশা, কার মুখ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল।
প্রণয়প্রতিমা তার, জাগিছে হৃদে আমার, ভাসিছে নয়নে সদা সেরূপ উজ্জ্বল; চির প্রেমের বন্ধনে, বাঁধা আছি তার সনে, হায়! বিধি হেন জনে কোথায় লুকায়ে রাখিল।
রাখিব অঙ্কিত করে, হৃদয় পটে তাহারে, প্রেম আলিঙ্গন দানে করিব প্রাণ শীতল; পবিত্র প্রণয়ব্রত, রক্ষা করিব নিয়ত, স্মরি তাঁর গুণরাশি নিবারিব শোকানল। ৮৩০।

রাগিণী ঝিঁঝিটখাম্বাজ।—তাল আদ্ধা।

কে আর তেমন করে, আমারে ভালবাসিবে।
মধুর প্রণয় ভাষে তাপিত প্রাণ জুড়াবে।
স্নেহরঞ্জিত নয়নে, প্রীতি প্রফুল্লাননে, কুশল বারতা মম বারে বারে জিজ্ঞাসিবে।
হেরিয়ে যাহার মুখ, ভুলিতাম সব দুঃখ, হায় সে প্রেয়সী শোকে কেমনে প্রাণ বাঁচিবে।
জাগিছে সে মুখশশী, হৃদিমাঝে দিবা নিশি, এমন অমূল্য নিধি পুন কি বিধি মিলাবে। ৬৩১।

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল কাওয়ালী।

হৃদয়বন্ধু বিহনে সকলি আঁধার রে।
লোকারণ্য মাঝে একা প্রাণ কেঁদে উঠেরে।
আত্মীয় কুটুম্বগণে, চাহিনে আর চাহিনে, কপট প্রণয়ে মন তৃপ্তি কি আর হয় রে।
স্বার্থের সম্বন্ধ যত, ভাই বন্ধু দারা সুত, কেহ নয় আপনার সব মায়ার বিকার রে।

মনের মানুষ পেলে, রাখি তারে হৃদকমলে,
উভয়ে প্রেমেতে গলে, এক হয়ে যাই রে।
সর্ব্বস্ব সঁপিয়ে তারে, ভালবাসি প্রাণ ভরে,
ইহ পরলোকে তার সঙ্গে বাস করি রে। ৬৩২।

রাগিণী মূলতান।—তাল আড়া।

আপন বলিয়ে কারে করিব হে আলিঙ্গন।
নাহি হল কারো সনে প্রাণের চিরবন্ধন।
সুহৃদ্ বান্ধব মিত্র, সম্পদের বরযাত্র, বিপদে দুঃখ দুর্দ্দিনে করে তারা পলায়ন।
এ সংসারের প্রণয়, বিনিময় ব্যবসায়, নাহি তাহাতে হৃদয়, পলকে হয় নিধন।
কোথা হে করুণাসিন্ধু, অধম জনের বন্ধু, তুমি বিনা আর বন্ধু নাহি দেখি অন্য জন। ৬৩৩।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়াঠেকা।

নিঃস্বার্থ সরল প্রেম সংসারে অতি বিরল।
অন্ধ অনুরাগে মিছে কেন আমার আমার বল।

সুখ সম্পদের কালে, বান্ধব অনেক মিলে,
কিন্তু বিপদে পড়িলে,তুমি কার কে তোমার বল।
ভালবাসা দেখ যত, সব অবস্থা ঘটিত, নহে
হৃদয়প্রসূত বণিকবৃত্তি কেবল।
বিশুদ্ধ প্রেমমিলন, পরম অমূল্য ধন, নিত্য
সুখ আস্বাদন ধর্ম্ম সাধনের ফল।৬৩৪।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও প্রবঞ্চিত।
বিপদ কালে দেখিবে কে তব সুহৃদ কত।
রূপ গুণ ধন যৌবনে, শ্রুতি মধুর বচনে,
বিমোহিত হয় যেই সে অতি অবোধ চিত।
অদ্য যে প্রেয়সী শোকে, করাঘাত হানে বুকে,
কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত।
নয়নান্তরাল হলে, কে কাকে আপনার বলে,
সরল হৃদয়ে ভাল বেসে হয় আনন্দিত।

প্রেমের আকর যিনি, তাঁরে ভাল বাস তুমি,
পাইবে অক্ষয় শান্তি নিত্য সুখ অবিরত। ৬৩৫।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ। তাল আড়া।

এমন প্রাণসুহৃদ কোথায় পাইব বল।
দেখিলে নয়নে যারে হৃদয় হবে শীতল।
সুখে দুঃখে সমভাগী, প্রেম দানে অনুরাগী,
জীবনের সহযোগী চিরনির্ভরের স্থল।
আমি হইব তাহার, সেও হইবে আমার,
উভয়ে উভয় হৃদে রহিব অনন্ত কাল। ৬৩৬।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

কে আছে এমন, মায়ের মতন, করিতে যতন,
এ সংসারে।
সে প্রেম আনন হইলে স্মরণ, ঝরে দুনয়ন
প্রেমের ভারে।

কিবা সুকোমল মধুর বচন, মরি কি সুখের স্নেহ আলিঙ্গন, সকল সন্তাপ হয় নিবারণ, মা বলে একবার ডাকিলে যাঁরে।

স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাতলে, সুকুমার শিশু লয়ে নিজ কোলে, কত সাবধানে স্তনদুগ্ধ দানে পালন করেন তারে; এত ভালবাসা ক্ষমা সহিষ্ণুতা, ভূমণ্ডলে আর নাহি দেখি কোথা, প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা চিরদিন বল কে করিতে পারে।

ধন্য রে তাঁহারে করি নমস্কার, জননীর জননী যিনি সবাকার, মাতার হৃদয়ে স্নেহ রস দিয়ে রেখেছেন সবে মোহিত করে। ৬৩৭।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

কোথায় রহিলে প্রিয় জননী আমার।
তোমা বিহনে সকল দেখিতেছি অন্ধকার।
শোকে কাতর হৃদয়, দুঃখে প্রাণ ফেটে যায়, হইল শ্মশান প্রায় এ সুখের সংসার।

কে আর আদর করে, স্নেহ গদ্‌গদ স্বরে, ডেকে জিজ্ঞাসিবে মোর শুভ সমাচার; কার মুখ চেয়ে আর, বহিব দুঃখের ভার, 'আমার ভাবনা বল ভাবিবে কে আর। ৬৩৮।

রাগিণী কাফি।—ঠুংরি।

প্রিয়জন সমাগমে আজি মন, আনন্দে পুল-কিত হইল।

বহু দিন পরে, দেখিয়ে তোমারে, প্রীতিসরো-বর উথলিল; কর হে বিতরণ, প্রণয়ালিঙ্গন, নির্ব্বাণ কর বিরহানল।

আশা ভয়ে মন, ছিল এত দিন, উচাটন সদা চঞ্চল; অদ্য শুভ দিনে, হেরি তোমা ধনে, সকল ভাবনা ঘুচিল।

পুরবাসিগণ, আত্মীয় স্বজন, আহ্লাদ সাগরে ভাসিল; পরিবার মাঝে, আনন্দ বিরাজে, প্রেম স্রোত হৃদে বহিল।

যাঁর দয়াগুণে, বন্ধু দরশনে, বিচ্ছেদে মিলন হইল ; কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, তাঁহারে প্রণমিয়ে, সুখে থাক সবে চিরকাল। ৬৩৯।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

সংসারসুখের লীলা সাঙ্গ হইল। জনক জননী, স্বজন বান্ধব, একে একে সকলে ফেলিয়ে গেল।

যাদের উপরে ছিল মোর ভরসা, করিতাম কত যে সুখের লালসা ; স্বপন সমান দেখিতেছি এখন, কালের আঘাতে সব কোথা মিলালো।

কি করি কোথা যাই কেহ নাই সংসারে, গভীর শোকেতে হৃদয় বিদরে ; রহিলে কোথায় এমন সময়ে, বিপদভঞ্জন ভকতবৎসল। ৬৪০।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—তাল আদ্ধা।

সংসার ভোগবিলাসে প্রবোধ মানে না মন। সকলি হইল ক্রমে রসহীন পুরাতন।

চঞ্চল ভ্রমর প্রায়, চিত্ত নানা দিকে ধায়,
কোথাও না পায় শান্তি নিরন্তর উচাটন।
দেখিলাম বিধিমতে, সুখী হতে এ জগতে,
কিছুতে সুখপিপাসা নাহি হল নিবারণ।
মায়ায় ভুল্‌ব না আর, ভেবেছি সার এবার,
হরিপদে সঁপে প্রাণ করিব প্রেম সাধন। ৬৪১।

বাউলের সুর।

সংসারের উজন স্রোতে যাও বেয়ে। ওরে ও ভাই ও ভাই প্রেমরসিক নেয়ে।
চল কিনারা ঘেঁসে, হাল ধররে কসে, দেখ যেন উল্‌টো দিকে যায়নাক ভেসে; চালাও দিবা নিশি জীবনতরী, ও ভাই থেক না অলস হয়ে।
তুলে প্রেমের বাদাম, বদনে বল হরি নাম, আনন্দে ক্ষেপণী ফেলে চল অবিশ্রাম; যখন ভক্তি জোয়ার আস্‌বে বেগে, তখন সহজে যাবে লয়ে।

শুন শুন ওরে মন, কুসঙ্গে কোরনা গমন, ভরা-ডুবি করে তারা করবে পলায়ন; থেক সাধু মহাজনের সঙ্গে অকপট হৃদয়ে। ৮৪২।

রামপ্রসাদী সুর।

(তোমার) কবে অবসর হবে, বল তবে, যদি গত হয় জীবন এই ভাবে।

সময় নাই সময় নাই বলে, সমস্ত জীবন কা-টালে, একবার ভাব্‌লে না দুদণ্ড বসে পরিণামে কি হইবে।

বাল্যকাল শিক্ষা পাঠে, সকল সময় গেল কেটে, যৌবনে ধন উপার্জ্জনে দিনের দিন ফুরায়ে যাবে।

সম্পদের কোলাহলে, বাল্য যৌবন যাবে চলে, শেষ বৃদ্ধকালে সংসারের কীট বিষয়ের দাস হয়ে রবে।

দিনান্তে একবারও যদি পরমার্থ না চিন্তিবে, তবে মনে ভেবে দেখরে ভাই মরিবার দিনে কি করিবে।

সাধুকার্য্যের নাহি সময়, যখন কর তখনই হয়, যদি চাহরে কল্যাণ যাহা উচিত তা শীঘ্র করিবে। ৬৪৩।

রাগিণী ললিত।—তাল যৎ।

দেখহে মানব দেখ কি সুখে বিহঙ্গগণ, আনন্দে গগন পথে করে সদা বিচরণ।

কল্য কি খাবে জানে না, বোনে না সঞ্চয় করে না, তথাপি তাদের রূপে মুগ্ধ হয় প্রাণ মন।

যথা ইচ্ছা যায় উড়ে, দেশ হতে দেশান্তরে, জগৎপতির ভাণ্ডারে করে সুখে পান ভোজন।

বসি তরুশাখা পরে, গাইছে মধুর স্বরে, অশন বসন তরে ভাবে না কভু কখন।

ধন্য হে আকাশের পাখি, তুমিইতো পরম

সুখী, হেরিলে জুড়ায় আঁখি তোমার সুখের জীবন। ৬৪৪।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

কি সুখে সংসারে ভুলে থাক্‌ব আর। সংসারের সুখ সম্পদ স্বপন সম অসার।

ইন্দ্রিয় ভোগ বিলাসে, বৃথা আমোদ উল্লাসে, তৃপ্তি নাহি হয় মন কাঁদে প্রাণ অনিবার।

আমার হৃদয় ব্যাকুল যাঁর তরে, বল কোথায় গেলে পাব তাঁরে, বিনে সেই প্রাণের ঈশ্বরে দেখছি সব অন্ধকার। ৬৪৫।

রাগিণী পিলু ভৈরবী—তাল যৎ।

অসার ভব সংসারে আসিয়ে দু'দিনের তরে, সার সম্বল পুণ্য ধন লও হে সঞ্চয় করে।

ধন মান উপার্জ্জনে, পরিবার প্রতিপালনে, মত্ত হয়ে দিবানিশি থেক না ভাই একেবারে।

আত্মীয় পুত্র পরিবার, সকলই মায়ার ব্যাপার, এদের ফাঁদে পড়ে দেখ যেন আসল কর্ম্ম ভুল না রে।

যে কয় দিন থাক এখানে, এই কথাটী রেখ মনে, হরিনাম বিহনে শেষের দিনে কেহ সঙ্গে যাবে নারে। ৬৪৬।

রামপ্রসাদী সুর। তাল একতালা।

কি আশায় মন আছ ভুলে। তোমার হবে না তৃষ্ণা নিবারণ বিষয় মরিচিকার জলে।

কেউ নহে কার সকল ফাঁকি দেখ একবার মুদে আঁখি, এই ভবের মেলা মায়ার খেলা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে যাবে চলে।

ষড়রিপুর সেবা করে সুখ পাবে না কোন কালে, তবে মিছে কেন বিড়ম্বনা, দুধের তৃষা কি ভাঙ্গে ঘোলে।

হরিনামামৃত সুধা, পান করিলে যাবে ক্ষুধা, প্রেমদাসে ভনে, নাম বিহনে, গতি নাই ভাই অন্তিম কালে। ৬৪৭।

বাউলে সুর।—তাল ঐ।

এই বিষম সংসারের গুরু ভার। প্রভু বইতে যে পারিনে আর।

খেটে মরি দিন রজনী, তবু কাজের শেষ মরে না থাকে যেমন তেমনি; পড়ে অকূল ভবসিন্ধু জলে, হল ওষ্ঠাগত প্রাণ আমার।

অসার ভবিষ্যতের ভাবনায়, গায়ের রক্ত শুকিয়ে গেল শীর্ণ হল কায়; হায়! কার জন্যে বা মরি ভেবে কেউত নহে আপনার।

যাদের জন্যে দিলাম এ জীবন, পেলাম না এক দিনের তরে তাহাদেরও মন; এখন দয়া করে দীনবন্ধু বিপদে কর উদ্ধার। ৬৪৮।

ঐ সুর।

আর ভাল লাগে না সংসার। মুখে রক্ত উঠে, খেটে খেটে অস্থি চর্ম্ম হল সার।

পরের মন যোগাতে দিন গেল, আসল কর্ম্ম পুণ্য ধর্ম্ম কিছুই না হল; বিনা সম্বলে কেমনে বল হব ভবনদী পার।

মোহে অন্ধ হয়ে কত কাল, বহিব ভূতের বোঝা পাপের জঞ্জাল; মরি যাদের জন্যে এত করে তারা কেউ নয় আপনার।

কোথা ওহে জীবনসহায়, চরম কালের বন্ধু প্রভু দয়াময়; আমি দেখ্‌লাম ভেবে, অসার ভবে, তুমি বিনা সব অসার। ৮৪৯।

রাগিণী খাম্বাজ বাহার—তাল কাওয়ালী।

বৃথা অভিমান কেন কর আর, ওরে মন আমার। বিদ্যা ধন যৌবন সম্ভ্রম সকলি অসার।

এসে দুদিনের তরে, অনিত্য ভব সংসারে,

করিও না কারু প্রতি মন্দ আচরণ ; হিংসা দ্বেষ পরনিন্দা অনিষ্ট সাধন ; কায় মনোবাক্যে সদা কর কুশল বিস্তার।

হয়ে রিপুর অধীন, স্বার্থপর দয়াহীন, দিও না কাহারো প্রাণে মর্ম্ম বেদনা ; এ দিন তোমার চির দিন রবে না ; উদার প্রেমিক হয়ে কর প্রেমেতে বিহার। ৮৫০।

রাগিণী সিন্ধু।---তাল একতালা।

অনিত্য সুখ সাধনে জীবন ফুরায়ে গেল।
তথাপি হৃদয় মোর পরিতৃপ্ত না হইল।

ধন মান বিদ্যা সম্পদে, পান ভোজন আমোদে, যে কিছু আনন্দ শান্তি তড়িত সম চঞ্চল।

অদ্য যাহা স্পৃহণীয়, চরম পরম প্রিয়, কল্য তাহা পুরাতন যেমন শুষ্ক কমল।

হায়! কোথা পাব এমন, নিত্যসুখ প্রস্রবণ, সুধাময় আস্বাদন নূতন অনন্ত কাল। ৮৫১।

বাউলের সুর। খ্যামটা।

কেন রে ভাই কিসের এত অহঙ্কার।
ঐ সুখের শরীর দুদিন পরে পুড়ে হইবে ছার খার।

যখন যমে ধর্‌বে তোকে, পড়িবি ঘোর বিপাকে, সরষের ফুল দেখ্‌বি চোখে, পলকে হবে আঁধার; তখন হয়ে রবি হতভম্বা, লেগে যাবে ভ্যাবা চেকা, শিঙ্গে হাঁতড়াবি শুয়ে হাপু গুণ্‌বি বারে বার।

চাঁদ মুখ মলিন হবে,চক্ষে ছানি পড়িবে, দাঁত-গুল বেরিয়ে রবে, ধরবি অদ্ভুতাকার; তোর গায়ের গন্ধে ভূত পলাবে, দূরে থেকে দেখবে সবে, গোবর ছড়া দিয়ে বিদায় করিবে প্রিয় পরিবার।

খাট পালং কেড়ে নিয়ে, ছেঁড়া কপ্‌নি পরায়ে, আত্মীয়গণে মিলে বল্‌বে হরি দুই একবার; তারা প্রথম দুই চার দিন কাঁদিবে, তার পরে ভুলে যাবে, কে কোথা পড়ে রবে, তুমিই বা কার কে তোমার।

হাত পা ঠাণ্ডা হবে, ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে, পড়ে পড়ে খাবি খাবে, ক্রন্দন হইবে সার; যত পাপের কথা পড়্‌বে মনে,মোহ নিদ্রা যাবে ভেঙ্গে, অনুতাপে প্রাণ ফাটিবে, কর্‌তে হবে হাহাকার।

ধন মান বিদ্যা মদে, ভুলে আছ আহ্লাদে, ভেবেছ নিরাপদে কেটে যাবে এই প্রকার; তোর কোথায় রবে টাকার থলে, স্ত্রী পুত্র ছেলে পিলে, দাঁড়িয়ে ভবনদীর কুলে দেখবে সকল নৈরাকার।

কার তরে মর খেটে, মুখেতে রক্ত উঠে, আন পরের ধন লুঠে, ভাবনাক একটী বার; ও তোর পাপের ভাগী কে হইবে, সুখের ভাগত সবাই লবে, নিজে কেবল মর্‌বে ডুবে, খেটে ভূতের ব্যাগার।

দীন প্রেমদাসে বলে, থেক না মায়ায় ভুলে, দেহাভিমান সকলে কর রে ভাই পরিহার; ভজ হরির চরণপদ্ম, ছাড়ি কোলাহল দ্বন্দ্ব, মাটির মানুষ হয়ে সদা কর জীবের উপকার। ৬৫২।

বাউলের সুর। একতালা।

এখনও কি মিটে নাই তোর আশা, অসার সংসার সুখপিপাসা।

মহা পাপে ঘেরিল জীবন, পাপেতে প্রাচীন হইলে পাপেতে মরণ; যদি এইরূপে জীবন চলে যায় কি হইবে শেষের দশা।

থাক্‌তে সময় কররে উপায়, নৈলে বিপদে পড়িবে জানিও নিশ্চয়, বিশাল যমদণ্ডে এক দণ্ডে ভেঙ্গে দেবে সুখের বাসা। ৬৫৩।

বাউলে সুর। খ্যামটা।

ওরে মনপাখী চাতুরী কর্‌বে বল কত আর।

বিধাতার প্রেমের জালে পড়্‌বে না কি একটী বার।

সাবধানে ঘুরে ফিরে, থাক সদা বাহিরে, জাল কেটে পলাও উড়ে ফাঁকি দিয়ে বারেবার; তোমায় এক দিন ফাঁদে পড়তে হবে, সব

চালাকি ঘুচে যাবে, শরণাগত হয়ে কর্‌বে দুঃখে হাহাকার।

যে দিনে ব্যাধের বাণে, কাল ভুজঙ্গ দংশনে, জ্বলে মরিবে প্রাণে দেখ্‌বে চক্ষে অন্ধকার; তখন আপনা হতে পোষ মানিবে, তাড়াইলেও নাহি যাবে, পিঞ্জরে বসে হরিগুণ গাইবে অনিবার। ৬৫৪।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল আড়া।

প্রেম পরম ধর্ম্ম সার জেন এ সংসারে।
নির্ব্বিশেষে ভালবাস নরনারী সবাকারে।
যিনি সর্ব্বসুখদাতা, বিশ্বপালক বিধাতা, প্রেম-ময় পিতা বলে আগে প্রীতি কর তাঁরে।
তাঁহার সন্তানগণে, ভ্রাতৃ স্নেহ সম্বোধনে, প্রেম আলিঙ্গন দিয়ে রাখ হৃদয় মাঝারে। ৬৫৫।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল যৎ।

অদ্ভুত প্রকাণ্ড কাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি চমৎকার।
অবাক্ হয়ে আছি দেখে বাক্য নাহি সরে আর।
মহা বেগে ঘূর্ণমান, শূন্যমাঝে লম্বমান, রবি শশী গ্রহ তারা যেন মণিরত্ন হার।
পরস্পর আকর্ষণে, রাখিয়াছে যথা স্থানে, কেহ কারে নাহি জানে, কিন্তু সখ্য ব্যবহার।
যাঁহার শক্তি প্রভাবে, আছে সবে নিরালম্বে, অনন্ত মহিমা তাঁর, করি তাঁরে নমস্কার। ৬৫৮।

বাউলে সুর।—খ্যামটা।

ধন্য বিধি যাই তোমায় বলিহারী। কত গুণ ধর তুমি কিছুই বুঝিতে নারি।
দেখে তোমার রচনা, মুখে কথা সরে না, পরাভব মানে মহা কবির কল্পনা; কত বিচিত্র কৌশলে পূর্ণ সুন্দর কারীকুরী।

জ্ঞানী পণ্ডিত বিদ্বান্, তারা না পেয়ে সন্ধান, পঞ্চভূতের কার্য্য দেখে হল হতজ্ঞান; করে কুসিদ্ধান্ত, হয়ে ভ্রান্ত, আত্মতত্ত্ব পাশরি।

কেহ বলে ভূতের সংযোগে, অন্ধশক্তি প্রভাবে, আপনা হতে জড় জীব হয় এই ভাবে; কর্ত্তা বিনা কর্ম্ম হল, কি বুদ্ধি আহা মরি!

তোমার কীর্ত্তি সমুদায়, যেন ভোজবাজী প্রায়, সহজে সামান্য জ্ঞানে বুঝা নাহি যায়; এক মাটি হতে প্রকাশিলে কত রসের মাধুরী। ৬৫৭।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল যৎ।

মানবতত্ত্ব আদি অন্ত কেবা জানিতে পারে।

বুদ্ধির অগম্য ঢাকা দুইদিক্ অন্ধকারে।

বাহ্য শোভা দেখে সবে, মুগ্ধ হয়ে আছে ভবে, এত ছায়া বাজির পুঁতুল কেবল ঘুরে বেড়ায় কলের জোরে।

আসল মানুষ অন্তঃপুরে, কেহ দেখতে পায় না

তারে, দেহের মধ্যে থাকে তবু কোথায় কেহ বুঝ্‌তে নারে।

বিধাতার বলে বলী, দেহযন্ত্রে করে কেলি, সময় হলে যন্ত্র ফেলে চলে যায় লোক লোকান্তরে।

নাম তার্ আত্মারাম, অমর চেতনবান্, করে হরি নাম গান পিঞ্জরে বসে মধুর স্বরে। ৬৫৮।

রাগিণী বাহার।—তাল যৎ।

ধন্য প্রভু মহিমা তোমার। কি বলিব আর, প্রকৃতিরে লয়ে কত ভাবে করিছ বিহার।

বসে তরু লতামূলে, বিচিত্র জ্ঞান কৌশলে, বিকাশিছ সুগন্ধ কুসুম মনোহর, যার পরিমল লোভে ভ্রমে মধুকর; বিতরিছ জীবে কত ফল শস্য উপহার।

সুন্দর বিহঙ্গগণ, করে সুখে বিচরণ, রমণীয় উপবন কানন ভিতর; গায় কল কণ্ঠে তব গুণ নিরন্তর; তাদের গান শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ভার।

ওহে গুণের ঈশ্বর, সুনিপুণ কারীগর, অতুল তোমার কীর্ত্তি বুঝে সাধ্য কার; অপূর্ব্ব রচনা তব সুখের আধার; কি আর বলিব করি ও চরণে নমস্কার। ৬৫৯।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

হে জগদীশ, পরম দয়াল, প্রেমসিন্ধু গুণাকর; নিত্য বিভু হৃদাধার।

পিতা মাতা সখা সুহৃদ বান্ধব, তুমি হে করুণা-সাগর, মঙ্গলময় প্রাণেশ্বর।

দয়াময় তুমি কৃপানিধান বিধাতা; ধন জীবন সুখ শান্তি আনন্দদাতা; প্রতিপালক প্রভু বিপদ ভয় দুখহারী; অনাথনাথ আশ্রয় পরম উপকারী; ভবজলধির কাণ্ডারী। ৬৬০।

রাগিণী বেহাগ।—তাল কাওয়ালী।

ধন্য ধন্য জগদীশ দয়াময়, ধন্য প্রভু দয়াময়।

কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু পরাৎপর, পরম মঙ্গলালয়।

অপূর্ব্ব রচনা, নাহিক তুলনা, অনন্ত মহিমা তোমার; অশেষ কৌশলে, জগৎ সৃজিলে, সুন্দর অতি চমৎকার।

মঙ্গল শাসনে, সুচারু নিয়মে, পালিছ বিশ্ব সংসার; বিবিধ বিধানে. পরম যতনে, দিতেছ সুখ অনিবার।

করিতে পোষণ, জীবের জীবন, করেছ কত আয়োজন; সুরস অন্ন জল, প্রচুর শস্য ফল, যাহার যত প্রয়োজন।

বিদ্যালোক দিয়ে, আঁধার নাশিয়ে, বিতরিলে তত্ত্বজ্ঞান; ধর্ম্মামৃত দানে, দীন হীন জনে, দেখালে মুক্তি সোপান।

হইয়ে প্রহরী, দিবা বিভাবরী, নিকটে আছ পিতা তুমি; কৃতজ্ঞ অন্তরে, আমরা তোমারে, ভক্তিভরে প্রণমি। ৬৬১।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

ওহে দয়াসিন্ধু, চরমকালের বন্ধু, দেখা দাও একবার অন্তিম কালে। এ ঘোর শ্মশানে, নাথ তোমা বিনে, কে দিবে অভয় লয়ে নিজ কোলে।

বিষম ব্যাধিতে হল দেহ ক্ষয়, যন্ত্রণায় কাতর জীবন সংশয়, ভয়ে প্রাণ কাঁপে, দহে মনস্তাপে, (দেখা দাও হে) ডাকি বিপদে পড়ে ভব নদীর কূলে।

করিয়াছি কত অপরাধ ঐ পদে, মত্ত হয়ে পাপ অহঙ্কার মদে, এখন আর উপায়, নাহি দয়াময় (ক্ষমা কর হে) লয়ে যাও সঙ্গে হাতে ধরে পরকালে। ৬৬২।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল কাওয়ালী।

হরি নামের গুণ কত তা জানিনে। ভক্তগণ জেনেছিল কিঞ্চিত ধেয়ানে।

দেবঋষি নারদ মুনি, করিতেন সদা হরিধ্বনি, বীণাযন্ত্রে মধুর তানে; শুকদেব জনকাদি, যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, জীবন্মুক্ত হয়ে ছিল এই নাম সাধনে।

ধ্রুব প্রহ্লাদ নামের বলে, মোক্ষধামে গেল চলে, তার প্রমাণ আছে পুরাণে; ভক্তিভাবে করে যে জন, এই হরি নাম সংকীর্ত্তন, পায় সে অন্তিমে স্থান হরির চরণে।

নিতাই গৌর দ্বারে দ্বারে, হরি নাম ঘোষণা করে, দিলেন ভক্তি অভক্ত জনে; জগাই মাধাই ভাই দুই জনে, তরে গেল নামের গুণে, অমর হইল হরি নামামৃত পানে। ৬৬৩। (সংশোধিত)

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

তোমার সঙ্গে বিবাদ করে কত দিন আর বাঁচিব বল। তুমি হে জীবনাশ্রয়, এক মাত্র সম্বল।

করিলে পালন পরম যতনে, দেবের অধিকার

দিলে নিজগুণে; না শুনে তোমার মঙ্গল বিধান.
এই হল শেষে তার প্রতিফল।

হইয়ে এখন অনন্য উপায়, লইলাম নাথ তোমার পদাশ্রয়; রাখ হে আমারে আপনার করে, অনুগত কৃতদাস চিরকাল। ৬৬৪।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়াঠেকা।

তোমার কি দোষ দিব সকলি নিজ দোষে করে।

বলিবার পথ রাখি নাই কিছু আর বলিতে তোমারে।

কেমনে আর এ পাপ মুখে, ডাক্‌ব তোমায় পিতা বলে, অবাধ্য সন্তানের প্রতি নাথ চাহিবে কি ফিরে; ইচ্ছা হয় কেঁদে গিয়ে, পড়ি আবার তোমার পায়ে, কিন্তু প্রাণ কাঁপে ভয়ে, পাপরাশি মনে করে।

কত পবিত্র ভূষণে, বহুমূল্য নানারত্নে, সাজাইয়ে দিয়েছিলে যতন করে; হায় কোথায় সে দেবস্বভাব, কোথায় সে পবিত্র ভাব, পাপাগুণে দগ্ধ করিয়াছি নিজ করে। ৬৬৫।

রাগিণী মুলতান।—তাল আড়াঠেকা।

শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে কর শান্তি বরষণ। ওহে শান্তির আঁধার জীবের জীবন ধন।

মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, ছিলাম তোমারে ভুলিয়ে, সকলই অসার ভবে দেখিতেছি হে এখন।

আত্মীয় প্রিয় বান্ধব, মান সম্পদ বিভব, জানিলাম মিছে সব কেবল মায়ার ভ্রম।

আপনার বলে যাহারে, রেখেছিলাম যত্ন করে, একাকী ফেলে আমারে করিল সে পলায়ন। ৬৬৬।

বাউলের সুর।—একতালা।

ও মন কার সঙ্গে কর তুমি প্রবঞ্চনা। চির দিন সমান যাবে না, এক দিন মরিতে হবে কি জান না।

যিনি হে চরমগতি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি, তাঁর সঙ্গে বিবাদ রেখ না; যে দিন দেহলীলা সাঙ্গ হবে, সকলে বিদায় দিবে, কোথায় রবে বুদ্ধি বল, চাতুরী কৌশল, (তখন) নাহি অন্য গতি তিনি বিনা।

পরের কথা শুনে কাণে, মত্ত হয়ে অভিমানে, পরিণাম চিন্তা করলে না; যবে কৃতান্ত ধরিবে কেশে, পড়িবে কালের গ্রাসে, তখন দিব্যজ্ঞান পাবে, দর্প চূর্ণ হবে, আমোদ পরিহাস আর চল্‌বে না।

যে জন শঠতা করে, ফাঁকি দিতে চায় তাঁরে, পড়ে সে চিড়ের বাইশ ফেরে; যিনি সর্ব্বদর্শী অন্তর্যামী, তাঁরে কি ঠকাবে তুমি, হায়! অবোধ

ভ্রান্ত নয়, ইহাতে তোমার, হবে কেবল আত্ম-বিড়ম্বনা। ৬৬৭।

কীর্ত্তন।

(লোফা)—আহা কে দিবে এনে ও সেই হৃদয়নাথে, আমার যাঁর লাগি প্রাণ কাঁদে। (হায়)

আমি কি লইয়ে থাক্‌ব এ সংসারে, হারায়ে জীবনসর্ব্বস্ব ধনে।

হায় কোথায় গেলে আমি তাঁরে পাব, দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াইব।

যদি একবার দেখ্‌তে পাই তাঁরে, বলি মনের দুঃখ প্রকাশ করে। ৬৬৮।

(খ্যোমটা) একবার ডাক্‌রে দিন যায় বয়ে।

ডাক তাঁরে দয়াল বলে হৃদয় ভরিয়ে।

(একবার ডাক্ ডাক্ রে। ডাক তাঁরে সবে মিলে ব্যাকুল হৃদয়ে (একবার ডাক্ ডাক্ রে) নামের

গুণে তরে যাবে ভব পার হয়ে। (পতিত পাবন নামের গুণে রে) কি করিলে ভবে আসি জনম লইয়ে। (কেবল এলে আর গেলে রে) শমন নিকটে তোর রহেছে বসিয়ে, (চেয়ে দেখ দেখ্ রে)। ৬৬৯।

নগর সঙ্কীর্ত্তন।

(তেওট) কর সার ব্রহ্মপদ রে মন আমার। এই অসার ভবে সে ধন বিনা সকলি যে অন্ধকার।

কি লোভে রয়েছ ভুলে হয়ে নিঃসম্বল, ভজ প্রাণারাম সচ্চিদানন্দে ভজরে কেবল; লহ পুণ্য সঞ্চয় করে, যে কয় দিন থাক সংসারে, ডাক তাঁহারে; সেই শেষের দিনে কি করিবে ভেবে দেখ একবার।

(খয়রা) তবে ছাড়রে বিষয় বাসনা। ও মন আর বিলম্ব কোর না রে। (দিনত ফুরাইল) হয়ে অনু-রাগী প্রেমবৈরাগী, কর প্রেম সাধনা। (লোফা)

দীনহীন কাঙ্গালের বেশে, চল যাই তাঁর উদ্দেশে, কাঁদি গিয়ে চরণে লুটায়ে; (আর যে গতি নাই রে) বহিতে পারিনে আর, এ পাপজীবন ভার, সে শ্রীপদে সঁপি প্রাণ মন রে; ব্যাকুল হৃদয়ে, করিলে ক্রন্দন, দূরে যাইবে দুঃখ যন্ত্রণা।

(খয়রা) প্রেম ভক্তি উপহারে,আশাপূর্ণ অন্তরে, করিব তাঁর সাধনা। প্রেমপূর্ণা শান্তি সুধা, দিবেন তিনি প্রাণ ভরে। সংসার বন্ধন, হবে তাহে মোচন, মিলে সাধুসঙ্গে দয়াময়ের করিব জয় ঘোষণা। (প্রেমে মত্ত হয়ে) প্রেমযোগে যোগী হব, যোগানন্দে মাতিব, (ভুলে থাকিব নারে, অসার সংসারে) দেখে হৃদয় মাঝে স্বর্গধাম পুরাইব বাসনা। ৮৭০।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়াঠেকা।

জনক (জননী) বিয়োগ শোকে দহিছে আমার প্রাণ। কোথা হে পরম পিতা কর আসি শান্তি দান।

যাঁর স্নেহ বক্ষোপরে, পালন করিলে মোরে, ত্রিজগত সংসারে কে আছে তাঁর সমান।

পারি নাই সাধ্য মতে, পিতৃ (মাতৃ) ঋণ শোধ দিতে, সেবা ভক্তি কৃতজ্ঞতা করিয়ে তাঁহারে দান; হইয়ে অবাধ্য কত, করিয়াছি অপরাধ, না বুঝিয়ে করিয়াছি কত অপমান।

ও হে পতিতপাবন, এই মম নিবেদন, পরলোকে দিও তাঁরে তোমার চরণে স্থান; ইহ পরকালে তুমি, সকল জীবের স্বামী, পরলোকগামী পিতায় (মাতায়) কর আশীর্ব্বাদ দান। ৬৭১।

কীর্ত্তন।

হরিহে কর পাষণ্ড দলন। ওহে দর্পহারী পতিতপাবন। তোমার সোণার রাজ্য হ'ল মলিন, (দেখহে ও জগতপতি) পাপ অবিশ্বাসে ধর্ম্মহীন।

এবার সাজহে সমরবেশে, (রাজ রাজেশ্বররূপে হে) পাপরিপুকুল সংহার এসে। তোমার অপ-

মান আর সয়না প্রাণে, শত্রুবিনাশ ন্যায় দণ্ডদানে। হুঙ্কার রবে, (সুগভীর গরজনে) কাঁপাও ভুবন, শুনে পলাবে অসুরগণ। একবার দেখাও তোমার পরাক্রম, ফিরাও পাপীর পাষাণ মন। হয়ে সেনা-পতি ধর বজ্রদণ্ড, কর অধর্ম্ম খণ্ড বিখণ্ড। আমরা তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব (বিজয় নিশান ধরেছে) ব্রহ্মনামের ডঙ্কা বাজাইব। শত্রুহৃদিমাঝে রাজ-সিংহাসনে, বসে বিলাও প্রেম সর্ব্বজনে। ভক্তি-রসহীন যত কর্ম্মী জ্ঞানী, সবে হউক প্রেম ধনে ধনী। (তোমার আশীর্ব্বাদে) তোমার প্রেমের জয় ঘোষণা করে, আমরা ভাসিব সুখসাগরে। (সকলে মিলে)। ৬৭২।

ভৈরবী।—তেওট।

ঘুচাতে ভবভার, নাশিতে অন্ধকার, পাঠালে জগতে নব বিধান।

আপনি দণ্ড ধরি, রিপু সংহার করি, রাখিলে পুণ্যবলে ভক্তের মান। (হরি)

বহু পুরাকালে, প্রাচীন আর্য্যকুলে, সৃজিলে কত যোগী ব্রহ্মধ্যান্ ; বেদ বাইবেল নীতি, কোরাণ শ্রুতি স্মৃতি, প্রকাশি' বিতরিলে তত্ত্বজ্ঞান।

পুরাণ ভাগবতে, গীতা মহাভারতে, শিখালে প্রেম ভক্তি যোগ ধ্যান ; শুক জনক শিব, শ্রীরাম রাঘব, সকলে প্রচারিল হরি নাম।

প্রহ্লাদে শিশুকালে, নানা বিপদে ফেলে, করিলে জীবগণে ভক্তি দান ; নানক শাক্য ধ্রুব, নারদ বাসুদেব, লীলার সহায় পুরুষ প্রধান।

দাউদ ইসাইজা, জেরিমায়া মুশা, জিহোবা নাম করেছিল গান, একেশ্বরবাদী, মহোম্মদ আদি, তোমারি প্রেরিত প্রিয়-সন্তান।

য়িহুদীবংশধর, সুপুত্র নরবর, ভক্তরাজ ঈশা-মসি গুণধাম ; তাহারে শত্রুহাতে, বধিয়ে ক্রুশা-ঘাতে, দেখালে দাস্যমুক্তির প্রমাণ।

চৈতন্তের সন্ন্যাস, মহাভাববিলাস, তোমারি লীলাবিস্তার বিধান ; পরাভক্তি দিয়ে, তাঁহারে পাঠাইবে, করিলে বিগলিত পাপীর প্রাণ।

যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম, সর্ব্বরস পরিপূর্ণ, বর্ত্তমান যুগধর্ম্মবিধান ;—লইয়ে অবশেষে, আসিলে বঙ্গদেশে, দিতে জগতজনে পরিত্রাণ।

এই সব বিধানে, সাধু দেবাত্মাগণে, হইলেন ধর্ম্মরাজ্যের প্রধান ; তোমারি অনুমতি, অখণ্ড রাজনীতি, বুদ্ধি যুক্তির নাহি অভিমান।

সকলে এক হয়ে, ব্রাহ্মগণে লয়ে, করিছে তোমারি মহিমা গান ; ভেদাভেদ গেল দূরে, সকলে এক সুরে, বলিছে জয় জয় ভগবান। ৬৭৩।

কীর্ত্তন।

দয়া কর হরি হে দীনবন্ধু পতিতজনে।

ভক্তের প্রাণধন কাঙ্গালশরণ চাহ কৃপানয়নে।

পাপবিকারে অন্ধ, প্রবৃত্তিশৃঙ্খলে বদ্ধ, উন্মত্ত বিষয়রস পানে। অশুচি শরীর মন, জীবনে মরণ সম, বাঁচাও চরণামৃত দানে। সংসারবাসনানলে, অনুক্ষণ হিয়া জ্বলে, নাহি সুখ শান্তি এ জীবনে।

বিকৃত-বিবেক-মতি, তব নামে নাহি রতি, কঠিন হৃদয় ভক্তি বিনে। ভক্তিসুধা রসেহে, মাতাও অধম গতিহীনে। যে ভক্তিতে শ্রীচৈতন্য, প্রেমে হয়ে অচৈতন্য, মত্ত করিলেন সর্ব্বজনে। সেই প্রেম সেই ভক্তি, ভাব রস অনুরক্তি, দিয়ে রাখ দাসে শ্রীচরণে। ৬৭৪।

(তেওট) প্রাণ আকুল হল। না হেরিয়ে প্রভু তোমারে; মন যে কেমনে করে, প্রকাশিব কেমনে বল।

(দশকুশী) আমি সহিয়ে অনেক দুখ, চেয়ে আছি তব মুখ, আশা মনে পাব পরিত্রাণ; (দুঃখ পাশরিব হে—তোমায় হেরে) করি দয়াল নাম সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে হব মগন, প্রেমধারা নয়নে বহিবে। (তাপিত হৃদয় শীতল হবে হে।)

সদা বিরলে তোমার সনে, রহিব মগন ধ্যানে, রূপ হেরি জুড়াব নয়ন; (অরূপ রূপ মাধুরী হে অনিমেষ নয়নে) নামামৃত পান করি,

আনন্দে দিবা শর্ব্বরী, ভক্তিভাবে সেবিব চরণ। (মনের আশা পূর্ণ করে হে)।

(লোফা)দয়াময়! সেই বিচিত্র মূরতি, যাহা প্রাণভরে কভু দেখি নাই নাথ! (বড় সাধ মনে হে ;—প্রাণভরে হেরি) আমি অপরাধী পাপেতে মলিন, পাপান্ধ নয়নে হেরিব কেমনে হে।

তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু, আশা পূর্ণ কর হে, (দরশন দিয়ে) তোমার অদর্শনে, (পিতা পাপীর দিন কি এমনি যাবে হে) বাঁচিব কেমনে, আর নাহি সুখ এ পাপজীবনে হে।

ও হে পাপেতে হয়ে মলিন, আছি নাথ চির-দিন, কোথা গিয়ে জুড়াব হৃদয় হে ; আর সহে না কাতর প্রাণে, দয়াকর প্রেমদানে, দেখা দিয়ে পুরাও বাসনা। ৬৭৫।

(লোফা) কত আর সয়, পাপীর প্রাণে হে, ও নাথ মনের দুঃখ মনে লয় হয়।

তোমার প্রেমসিন্ধু তীরে বসে, পিপাসায় বিদরে হৃদয়।

(দশকুশী) ওহে দয়ার সাগর তুমি, অনাথ দরিদ্র আমি নাথ, তুমি পিতা আমিত সন্তান হে; বিলম্ব কোর না আর, হয়েছি বড় কাতর নাথ! ঘুচাও দুঃখ জনমের মতন হে; (আর যে সহে না সহে না) (নবজীবন দানে)

আমার দুঃখের কথা মনে হলে, শোকসিন্ধু উথলে, বাঁচিতে আর হয় না বাসনা হে; (কিবা সুখ আছে আর—এ পাপ জীবনে)

তোমার বিরহে প্রাণ, হৃদয় করে দহন. নয়নজলে হয় না নির্ব্বাণ হে; (অন্তরের জ্বালা) (চক্ষে জলও আর ঝরে না, সব শুকায়েছে)।

(লোফা) হল যাতনার উপরে যাতনায়, কঠিন হৃদয়, কপট ক্রন্দনে প্রেম না হয় উদয়; অনুরাগ বিহনে সকলি যে অরণ্যে রোদন হে।

ওহে দুঃখের কাহিনী মম, সকলিত পুরাতন, জানাইতে বাকি কিবা আছে; (এখন বিচারে

যা হয় কর,—নিরুপায়ের উপায় তুমি হে) প্রভু তোমার নামে শুস্কতরু মুঞ্জরে; আর কে করিবে স্নেহ মমতা, তোমায় ছেড়ে যাব কোথায় হে। ৬৭৬।

(লোফা) প্রাণ চায় না যে আর, তোমায় ছেড়ে থাকিতে আর সংসারে। (তোমায় ছেড়ে ফিরে যেতে সংসারে) (ফিরে যাবই কোথা তাই)

মোহ কোলাহলে, পাছে তোমা ধনে বঞ্চিত হই তাই বড় দুঃখের ধন তুমি তাই।

বড় সাধ মনে গোপনে নির্জ্জনে, থাকি কিছু দিন তোমার সনে।

ভক্তিযোগে হইয়ে মগন, করি দরশন, ঐ অপরূপ হৃদয়রঞ্জন;—

প্রভু তোমার চরণ প্রান্তে, একান্তে পরমানন্দে, থাকি সদা এই আকিঞ্চন; (অনুরাগে মজেছে) বলিব তোমার কাছে, যা কিছু বলিবার আছে, শুনিব ঐ শ্রীমুখের বচন; (শুনে প্রাণ

শীতল হবে) বলিব দুঃখের কাহিনী, শুনিব আশ্বাস-বাণী, চক্ষু কর্ণের ভাঙ্গিব বিবাদ; (তোমায় দেখে শুনে হে) তোমার পুণ্যময় সহবাসে, রাখিতে হবে এ দাসে, (চির দিনের তরে হে) এই মম হৃদয় বাসনা; প্রভু তোমার গুণ চিন্তনে, শ্রবণ মনন গানে, এই দেহ করিব পতন। (জীবন ধন্য হবে হে) ॥ ৬৭৭।

(তেওট) করযোড়ে করি পিতা এই নিবেদন।
যদি সহস্র দুঃখে করে নির্য্যাতন, তবু প্রাণান্তেও ছাড়ি না যেন চরণ।

মনে ভয় হয়, ওহে দয়াময়, পাছে আবার তোমায় ছেড়ে যাই কোথায়; তাই ডাকি হে বারে বারে, আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যেন পাপ-সাগরে আবার না হই মগন।

পিতা সদাকাল থেক আমার সম্মুখে, কভু চরণছাড়া কোর না পাপীকে; পাপ প্রলোভন

চারিদিকে, আতঙ্কে প্রাণ কাঁপে, কখন কোন্ বিপদ্ ঘটে তার নাহি নিরূপণ।

দিয়ে ন্যায়দণ্ড কর হে বিচার, সকল অপরাধ হতে কর হে নিস্তার; করি কাতরে প্রার্থনা, আর পরীক্ষায় এন না, এখন এই কর যাতে রক্ষা পায় এ পাপীর জীবন। ৬৭৮।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়াঠেকা।

বল আর কারে ভয়।

ব্রহ্মপদে চির দিন থাকে যদি এ হৃদয়।

তাঁহার নাম করিলে, সব দুঃখ যায় চলে, গভীর মর্ম্ম বেদনা নিমেষে হয় বিলয়।

সেই প্রভুর প্রসাদে, সকলি পারি সহিতে, তাঁহার মঙ্গল পদে চির শান্তির আলয়।

তিনি বিপদের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, মনের আনন্দে সদা গাইব তাঁহার জয়। ৬৭৯।

রামপ্রসাদী সুর।

মিছে আর কেন ভাবনা। ও মন ভেবেত কভু কূল পাবে না।

ভেবেই বা কি করবে বল, ক্ষমতায়ত কুলাবে না; এই অনন্ত বিশ্ব মাঝারে তুমি ক্ষুদ্র কীট বইত না।

সর্ব্বমূলাধার যিনি তাঁরে কেন ভার দাও না; হয়ে অবিশ্বাসী দিবানিশি কোর না বৃথা সূচনা।

স্বয়ং হরি নিরবধি ভাবিছেন জীবের ভাবনা; ছেড়ে কুটিল বুদ্ধি, মন্দমতি কর তাঁর উপাসনা। ৬৮০।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

নমো বিশ্বপতি, অনাদি, অশেষ, অপার, অগম্য, পুরাণ, মহেশ।

নিত্য, সত্য, বিভু, ব্রহ্ম, সনাতন, আদিদেব,

স্রষ্টা, পাতা, নিরঞ্জন; অখিলনাথ, অবিনাশী, প্রাণেশ্বর, অক্ষয়, অনন্ত, জীবনআধার।

স্বয়ম্ভু, ভূমা, সর্ব্বশক্তিমান, অখণ্ড, অচিন্ত্য, জগজনবন্দন; অনন্ত গুণাকর, পরমপরাৎপর, অতীন্দ্রিয়, পরিপূর্ণ, মহান।

নমো জগদীশ, পুরুষ পরমাত্মন, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রভু, কারণকারণ; স্বপ্রকাশ, সর্ব্বব্যাপী, সারাৎ-সার, অসীম, অরূপ, মহিমাসাগর।

অন্তরাত্মা, সারবান, মূলাধার, বিশ্বম্ভর পর-মেশ, নিরাকার; জীবন্ত, উদার, প্রশান্ত, গম্ভীর, ধর্ম্মরাজ, বিশ্বেশ্বর।

প্রবল প্রতাপশালী, মহাপরাক্রান্ত, বিশাল বিক্রম, প্রত্যক্ষ, জ্বলন্ত; অটল, অচল, পরম উজ্জ্বল, নির্ব্বিকল্প, জগন্নাথ।

অজর, অমর, অশোক, অভয়, অদ্ভুত, অচ্যুত, অনির্ব্বচনীয়; চিন্ময়, শাশ্বত, কল্পনাতীত, পুরু-ষোত্তম, মৃত্যুঞ্জয়।

জ্ঞানময়, সর্ব্বসাক্ষী, অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ,

চৈতন্য, ব্রহ্মাণ্ডস্বামী; জাগ্রত, প্রহরী, হৃদয়-বিহারী, পুণ্যপাপদর্শী, চিদঘন।

ন্যায়বান, অভ্রান্ত, বিচারক, পাষণ্ডদলন, দণ্ড-বিধায়ক; মহাপ্রভাবান্বিত, সর্ব্বগুণান্বিত, রাজা-ধিরাজ, দর্পহারী।

সদানন্দ, প্রেমময়, শান্তিদাতা, সুধাসিন্ধু, সুখস্বরূপ দেবতা; নিত্যানন্দধাম, চিত্তবিনোদন, হৃদয়রঞ্জন, প্রাণারাম।

সুন্দর, মনোহর, অমৃতনিকেতন, নয়নঅভি-রাম, প্রিয়দরশন; হৃদয়বল্লভ, দেবেরদুর্ল্লভ, রসসাগর, প্রীতিপ্রস্রবণ।

বিচিত্রশোভন, অতুল, অনুপম, সচ্চিদানন্দ, অপরূপ, প্রিয়তম; সৌন্দর্য্যেরসার, প্রেমের আকর, চিত্তহারী, প্রেমজনন।

অমূল্যনিধি, হৃদিভূষণ, পরশমণি, চিরন্তনধন, পরমার্থ, প্রেমাস্পদ; জীবিতেশ্বর, সুখশান্তি-সরোবর, শ্রীনিবাস, প্রেমচন্দ্র, সুধাকর।

মঙ্গলময়, বিধাতা, প্রজাপতি, অনাথশরণ,

অগতিরগতি ; পিতা, মাতা, সখা, সুহৃদ, বান্ধব, হিতকারী, সিদ্ধিদাতা।

দয়ারসাগর, কৃপাঅবতার, দীনবন্ধু, দুঃখ-দারিদ্র্যভঞ্জন ; কাঙ্গালশরণ, বিঘ্নবিনাশন, শুভাকাঙ্ক্ষী, চিরকল্যাণদাতা।

বিপদকাণ্ডারী, বহুরূপধারী, প্রতিপালক, গুরু, সর্ব্বপাপহারী ; চরমসহায়, করুণানিলয়, অভয়দাতা, অবলম্বন।

ভক্তবৎসল, দীনদয়াল, ঠাকুর, অকিঞ্চননাথ, স্নেহের সাগর ; দুর্ব্বলের বল, জীবনসম্বল, কল্পতরু, সর্ব্বসুখদাতা।

সেবকআশ্রয়, পরমআত্মীয়, প্রাণসখা, দীননাথ, দয়াময় ; দরিদ্রের ধন, অন্ধের নয়ন, কৃপাজলধি, ভবখণ্ডন।

এক, অদ্বৈত, অধিরাজ, পরমপদ, সর্ব্বাধিপতি, শেষগতি, চিরসম্পদ ; ভকতসেবিত, যোগীজনবাঞ্ছিত, পরমারাধ্য, সম্ভজনীয়।

ভক্তিভাজন, মোক্ষসেতু, জ্যোতির্ম্ময়, নির্ব্বি-

কার, পরিশুদ্ধ, পুণ্যালয়; নিরমল, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, অধমতারণ, পতিতপাবন।

পবিত্ররূপ, পরমাত্মা, মুক্তিদাতা, নিষ্কলঙ্ক, দেব পাতকনাশন; উদ্ধারকারী, হরি, পাপসন্তাপহারী, কলুষান্তক, পরিত্রাতা।

কলঙ্কভঞ্জন, লজ্জানিবারণ, মহাপ্রভাকর, দুর্গতিহরণ; বিশ্বজনত্রাতা, সুখমোক্ষদাতা, পাপীগতি ভবকর্ণধার। ৬৮১।

সংকলিত এবং সংশোধিত।

রাগিণী মূলতান।—তাল একতালা।

তাঁর গুণে পূর্ণ জগত।

ব্রহ্মাণ্ড যাঁর মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁর মহিমার কণিকা।

যাঁহার করুণা বলে, বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট, ভুবনপালক, দয়াল, দুর্ব্বলবল, তিনি রাজরাজা।

চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে অনুক্ষণ শোণিতধারে, নিশ্বাস বায়ুতে; তাঁহার

করুণা, করে আনন্দ বিস্তার, করে জ্ঞান, অভয় দান, পাপে ত্রাণ, তাপে শান্তি নীর। ৬৮২।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান।

ভুল না তাঁহারে মন ভুল না কখন।

রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে, ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুতে, নাহি করেন গমন।

হৃদয়-কবাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি, দাও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন। ৬৮৩।

রাগিণী গৌড়মল্লার।—তাল চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ, জনহৃদয় প্রফুল্লকর চন্দ্র তারা, (সবে মিলে মিলে)।

সুগভীর গরজনে কাঁপাইয়ে গগন মেদিনী, মহেশের মহৎযশ ঘোষ বারিদ, (সবে মিলে মিলে)।

প্রবল সিন্ধু. স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম, বন-রাজি. অগ্নি তুষার কেহই থেক না নীরব; যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সঙ্গে আনন্দ রবে গাও বিশ্ব-বিজয়ীব্রহ্মনাম, (সবে মিলে মিলে)। ৬৮৪।

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়া।

দিবা অবসান হল, কি কর বসিয়া মন।
উত্তরিতে ভবনদী, করেছ কি আয়োজন।
আয়ুসূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখ না তায়,
ভুলিয়ে মোহমায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজহিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও, ভব-কর্ণধার যিনি পাপ সন্তাপহরণ। ৬৮৫।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারতসন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ শুভ ঊষা আগমন।
অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার, মঙ্গল-জলধিজলে হতেছে চিরগমন।

সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃ সমীরণ স্বরে, ডাকেন ভারত-মাতা পরি উজ্জ্বল বসন, উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম, কাল রাত্রি অবসানে উদিল সুখতপন।

বিশাল বিশ্বমন্দিরে, সত্যশাস্ত্র শিরে ধরে, বিশ্বাসেরে সার করে, কর প্রীতির সাধন; নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে, গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যা হতে পেলে এ দিন। ৬৮৬।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল ঝাঁপতাল।

জননীর কোলে বসি, কেন রে অবোধ মন, করিছ রোদন সদা, মাতৃহীন শিশুপ্রায়।

দেখ রে মন আপনি, নিকটে তব জননী, মা বলে ডাকিয়ে তাঁরে, শীতল কর হৃদয়। ৬৮৭।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

শান্তি কোথা আছে আর। অমৃতসাগর বিনা।

ভুলে সে অমৃতে যেই বিষয় বিষের কুণ্ডে, করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার।

ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ, কাঁদিতেছ ভবারণ্যে হয়ে শান্তিহারা; অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি, সকলেরই প্রতি আছে মুক্ত তাঁর দ্বার। ৬৮৮।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখরজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্ব জনে জর জর,
পাঠালেন স্বর্গরাজ্য, মুক্তিদাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে, ছিন্ন করি পাপপাশ বীরপরাক্রমে; ঊর্দ্ধদিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি, জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি। ৬৮৯।

রাগিণী গৌড়সারং।—তাল আড়াঠেকা।

ভুল না ভুল না, প্রাণ সখারে ভুল না, যাতনা রবে না।

যাঁর প্রেমমুখছবি, আকাশে প্রকাশে রবি, সুধাকর জ্যোৎস্না।

কতবার প্রেমভরে, দাঁড়ায়ে হৃদয় দ্বারে, ডাকিছেন তোমারে, সুমধুর স্বরে ; কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ, শুনিয়েও শুন না। ৬৯০।

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেকা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে।

বিবেক বৈরাগ্য দুই সত্তায় সাধনে।

বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে। ৬৯১।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতলা।

আর কেন বৃথা দিন করি হে হরণ।

যদি জেনেছ হে ভাই, পরিত্রাণ নাই, বিনা সে সুহৃদ পতিতপাবন।

শান্তি ছাড়ি কেন, অনিত্য কারণ, রাশি রাশি কতই পাপ করি অনুক্ষণ; একবার গদ গদ মনে, প্রভুর চরণে, কৃতাঞ্জলি পুটে লইগে শরণ। ৬৯২।

রাগিণী।—তাল যৎ।

আর কি দেখ রে সদা শুদ্ধ শান্ত মনে। সচেতনে পূর্ণব্রহ্মে ডাক।

ত্যজিয়ে সংসার আশা, পূর্ণ কর মনআশা, যে জন্যেতে ভবে আশা, দেখ যেন ভুলনাক।

ধন জন যৌবন, লজ্জা ভয় অভিমান, সকল দিয়ে বিসর্জ্জন, পিতার চরণতলে পড়ে থাক। ৬৯৩।

রাগিণী কুকব।—তাল আড়া।

কেন ভোল ভোল চিরসুহৃদে, ভুল না চিরসুহৃদে।

ধন মান প্রাণ সকলি যাঁহতে, এমন সুহৃদে কেন ভোল।

থেক না থেক না তাঁহতে অন্তর, তাঁরে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল; চিরজীবন সখা চিরসহায়ে, করুণানিলয়ে কেন ভোল। ৬৯৪।

রাগিণী বেহাগ।—তাল রূপক।

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।

শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা যাঁর।

যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয়ভার; সর্ব্ব সম্পদ তাঁহে মিলে, যখন থাকি তাঁর সাথ।

না থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়া দান; সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে; যদি আসে তাঁর কাজে, দিয়াছেন যে প্রাণ; ছাড়ি যাব অনায়াসে তাঁরে করিব দান। ৬৯৫।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

জননী সমান, করেন পালন, সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।

মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহনীর, দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।

পাপী তাপী সাধু অসাধু, দিবেন সবারে মঙ্গল-ছায়া ; কেবা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা, লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে। ৬৯৬।

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ।—তাল ধামাল।

শাশ্বতমভয় মশোক মদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচর গেহং।
চিন্তয়ে শান্তমতে পরমেশং।
শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব বিদামুপদেশং।
দিনকর শিশির করা রত্নিয়াত্তঃ।
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতো জগতোস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতি পুনর্ণ শুচামধি রোহঃ।

যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং
জগতি পরং শরণং শরণানাং। ৬৯৭।

রাগিণী ছায়ানাট।—তাল তেওট।

ছাড় মোহ ছাড়, ছাড় রে কুমন্ত্রণা।
জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা।
দেখি তাঁহারে, জ্ঞানচন্দ্রআলোকেতে, নাশ পাপচয়ে, ভাব আনন্দে। ৬৯৮।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—তাল একতালা।

ওহে জগদীশ! আমার আর কেহ নাই, তোমা বিনা এ সংসারে।
আমার কেন এ দুর্গতি, হয় পাপে মতি, কি হইবে গতি বল নাথ আমারে।
আমি দেখিতেছি সব, এই যে বৈভব, এ সকল নয় নাথ আমারি কারণ; আমি তোমারি কারণে,

এ সংসার ধামে, পিতা আসিয়াছি তোমায় পাইবার তরে। ৬৯৯।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—তাল যৎ।

আর কবে দুঃখ কর্‌বে হে মোচন।

কবে পাপী বলে, দয়া করে দিবে হে শীতল চরণ।

জ্বলন্ত পাপআগুনে হৃদয় হল দহন, এখন কর প্রভু দয়া করে কৃপাবারি বরষণ।

দয়াময় নাম তোমার জানে হে জগতজন; যখন আমারে তারিবে তখন জান্‌ব তোমার নাম কেমন। ৭০০।

রাগ মেঘ।—তাল ঝাঁপতাল।

বিপদরাশি দুঃখ দারিদ্র্য কি করে।

যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে।

কি ভয় লোকভয়ে, বিশ্বপতি মহেশ রাজ-

রাজের প্রসাদ বারি গুণে, বিপদ সাগর অনায়াসে তরে।

নিয়ত বহে আনন্দ পবন, তাহে পাই নব-জীবন, নিমেষে সকল পাপ তাপ হরে, হৃদয়-আকাশে, জ্যোৎস্না প্রকাশে, যখন দেখি সেই করুণাকরে। ১০১।

রাগিণী ছায়ানাট।—তাল আড়াঠেকা।

জান না রে কত তাঁর করুণা।

যে জন দেখে না, চাহে না, তারে, তারেও করিছেন প্রেম দান।

রসনা যাও তাঁর নাম প্রচার, তাঁর আনন্দ-জনন, সুন্দর আনন, দেখ রে নয়ন, সদা দেখ রে। ১০২।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

এসেছি তোমার দ্বারে, তোমারি মহিমা শুনে।
দেখ প্রভু কি হয়েছি পুড়িয়ে পাপ আগুনে।

চেয়ে দেখ দয়াময়, খাক্ হয়েছে হৃদয়, রাখ রাখ রাখ প্রাণ, দিয়ে স্থান শ্রীচরণে।

প্রভু তোমারি কৃপায়, সকলি সম্ভব হয়, শুনেছি তোমার নামে গলে হে পাষাণ; পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়, রজনীতে সূর্য্যোদয়, হয় তোমার নামের গুণে। ৭০৩।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

কত আর কাঁদিব প্রেমময়।

তোমার প্রেমবারি বরষণে জুড়াও তাপিত হৃদয়।

তুমি কাঙ্গালের ধন তাই ডাকি তোমায়, ভবে তোমা বিনা কাঙ্গালের আর কি আছে উপায়; রাখ রাখ পিতা কাঁদে তোমার পাপী অধম তনয়।

নাথ পাপী বলে ত্যজ না আমায়, করব তাপিত প্রাণ শীতল তোমার চরণের ছায়ায়;

আমি নিলাম শরণ, অধমতারণ, তার তার দয়াময়। ৭০৪।

রাগিণী সোহিনী বাহার।—তাল আড়া।

করিয়ে অশেষ পাপ, সহিয়ে হে মনস্তাপ,
অসাড় করেছি হে নাথ এই পাষাণ হৃদয়।

রাশি রাশি পাপ স্মরি, তবু পাপ কার্য্য করি,
জাগে না এ অন্ধ মন পাপে অচেতন।

তুমি বিশ্বে বিদ্যমান, সর্ব্বত্র আছ সমান,
তথাপি দেখি না হে নাথ, মোহে অন্ধ অনুক্ষণ।

তোমার করুণা ভিন্ন, উপায় না দেখি অন্য,
পাপেতে ডুবিয়ে মরি, রাখ রাখ হে ঈশ্বর। ৭০৫।

বাউলে সুর।—তাল একতালা।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।

আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমা বিনা গতি নাই।

মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন, সদা হৃদয়মাঝে প্রেমফুলে নাথ পূজি ঐ চরণ, ঘুচাও পাপের জ্বালা পূরাও আশা, তোমার গুণ নিরত গাই ॥ ১০৬।

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আড়া।

কি আর জানাব নাথ যাতনা তোমায় হে।

অপরাধ মনে হলে কাঁপে যে হৃদয় হে।

নাহি কিছু ধর্ম্মবল, কি করি পথসম্বল, নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।

না হল আত্মার যোগ, না হল সত্যের ভোগ, কুকর্ম্মের ফলভোগ, কত আর করিব হে।

ভবলীলা সাঙ্গ হলে, ত্যজ না পাতকী বলে, স্থান দিও চরণ তলে, লয়েছি শরণ হে। ১০৭।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—তাল একতালা।

কোন্ দোষের আমি দিব পিতা তোমায় পরিচয় হে।

আমি একটী পাপের কথা, (দয়াময়), বলব মনে করি, ওগো একেবারে সব হয় যে উদয়।

আমি আপনারই বলে, সকল শত্রুদলে, ভেবেছিলাম ওগো পিতা রাখিব শাসনে; শেষে হল এই ফল, (দয়াময়), বাড়্‌ল শত্রুদল, এই দেখ আমায় করিয়াছে জয়।

আমি বিষম অহংকারে, নিজ করে ধরে, হেনেছি কুড়ালি পিতা আপনার কপালে; এখন হয়ে নিরুপায়, (দয়াময়), পড়লাম তোমার পায়, কর পিতা তোমার বিচারে যা হয়। ৭০৮।

রাগিণী মূলতান।---তাল একতালা।

আমার গতি কি হবে।

যদি পাতকী বলিয়া ত্যজিবে তবে।

পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ, কোথা শান্তিদাতা কর শান্তি দান, আর এ যাতনা সহে না সহে না, অনাথশরণ হে।

ওহে তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ, রাখ

আর মার যা ইচ্ছা এখন ; আমি কার কাছে যাব, কোথা আর কাঁদিব, শূন্য দেখি ত্রিভুবন, দাও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়, খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়, তোমার হাতে মলে এ মহাপাতকী নবজীবন পাবে। ৭০৯।

রাগিণী গাড়া ভৈরবী।—তাল যৎ।

কি দিয়ে পূজিব নাথ, হেন কি ধন আছে।
সবে ধন পাপ মন অপবিত্র রয়েছে।
আমি অতি দীন হীন, আমি কোথায় কি পাব নাথ, সকলি তোমারি দেওয়া, লও হে তোমার যা ইচ্ছে। ৭১০।

রাগিণী মল্লার।—তাল আড়াঠেকা।

জগতজননী জননীর জননী তুমি গো মাতঃ।
অধম সন্তানে কর করুণা কটাক্ষপাত।
প্রসারিত ক্রোড় তব, অনন্ত সুখ বিভব, কত

যে মধুর ভাব, কত যে আশ্বাস বাণী, ত্যজিয়ে সে সব সুখ, যাচিয়ে লয়েছি দুখ, ধিক মোরে ধিক ধিক, করিয়াছি আত্মঘাত। ৭১১।

রাগিণী কেদারা।—তাল চৌতাল।

বহিছে কৃপাপবন তোমার, যার হিল্লোলে দুঃখ পলায়, সুখসাগরে তরঙ্গ উঠে।

মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত, প্রেম কুসুম ফুটে।

সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত, মুক্ত হইয়ে মন উৎস ছুটে;

কেবলি তাঁরি গুণে জীবন ধরে আছি, নহিলে হৃদয় টুটে। ৭১২।

রাগিণী বাগেশ্রী।—তাল আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি।

তোমার রচনামধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি—

দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা, প্রতি-ক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা, তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী। ৭১৩।

রাগিণী আশা।—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর, গায় সকল জগতবাসী।

প্রভু দয়ার অবতার, অতুল গুণনিধান, পূর্ণ ব্রহ্ম অবিনাশী।

না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি, ঘোর দিগন্ত প্রসারি, ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল, জয় জয় মহিমা তোমারি।

রবিচন্দ্রোপরে, জ্যোতি তোমার হে, আদি-জ্যোতি কল্যাণ, জগতপিতা জগতপালক, তুমি সর্ব্বমঙ্গলনিদান। ৭১৪।

রাগিণী পরজ বাহার।—তাল ঠুংরি।

হরি নাম্ সার কর রে। সার কর, সার কর, হরি নামের মালা পর রে।

হরি নাম মহামন্ত্র সর্ব্ব শাস্ত্রের ফল, উত্তমেরই প্রাণ ধন রে, অধমের জঞ্জাল রে।

হরি নাম দয়াল নাম বড়ই মধুর, যেই জন হরি ভজে সেই সে চতুর রে।

হরি নাম বিনে রে ভাই সকলই অসার, ভাই বন্ধু দারা সুত কেহ নয় কার রে।

জীবন যৌবন ধন স্বপন সমান, মরণ কালেতে কেবল সার হরি নাম রে।

নয়ন মুদিলে হবে সব অন্ধকার, হরি এক মাত্র বন্ধু ভবকর্ণধার রে। ৭১৫।

কীর্ত্তন।

এমন দয়াল নাম সুধারসে আমার মন কেন না মজিল রে। আমার মন মন কেন না মজিল রে।

আমি না জানি কোন্ অপরাধে, না মজিল রে। (সেই দেবতার বাঞ্ছিত ধনে)

আমি না জানি কোন্ মহাপাপে, না মজিল রে। (গতি কি হবে রে)

এমন জনম বিফলে গেল, না মজিল রে। (কথন কি হবে রে)। ৭১৬।

রাগিণী আলেয়া।—তাল একতালা।

কোথা হে কাঙ্গালের নিধি, হৃদয়পুতলী দেখা দাও একবার।

হৃদয়মন্দির আমার, তোমা বিনে হয়ে আছে অন্ধকার।

তোমারে পাইবার তরে, চাহি অন্তর বাহিরে, না দেখে নাথ তোমারে, শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।

কি করিব কোথা যাব, কিরূপে তোমারে পাব, কবে ও মুখ হেরিব, জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার। ৭১৭।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল চৌতাল।

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে; তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়ে সেই পায় অচল শরণ।

এক প্রথম তেজঃ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ, কতই মঙ্গল, জ্ঞান, ধরম, প্রীতি, কান্তি, ছায় ভুবন।

গায় তাঁহারে সপ্ত লোক, মধ্যে সেই বিশ্বা-লোক, অন্ত কেহ নাহি পায়; যাচি চরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা-আনন্দ, আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন। ৭১৮।

রাগ ভয়রো।—তাল ঠুংরি।

জয় ভব-কারণ, জগতজীবন, জগদীশ জগ-তারণ হে।

অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল, তোমার অতুল প্রেমে হে।

বিহঙ্গমগণ, মোহিয়ে ভুবন, কাননে তব যশঃ গায় হে।

সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর, তব ভাব কে বুঝিবে হে।

হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি, এ দীনহীন জনার হে। ৭১৯।

রাগিণী আলেয়া।—তাল আড়া।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন।

নিরখি জুড়াই নাথ যুগল নয়ন।

গগনথালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ, শোভিছে শশী তপন হৃদয়রঞ্জন; মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়, মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়-ভঞ্জন।

ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ, করে চামর ব্যজন, হে বিশ্বকারণ; বন উপবন যত, পুষ্প

দেয় অবিরত, বাজে ভেরি অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন। ৭২০।

রাগিণী ললিত।—তাল সওয়ারি।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দাও হে।

রবি শশী তারা শোভে না আমার কাছে, যদি হারাই তোমারে।

কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে, কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই। ৭২১।

রাগিণী দেশ।—তাল তেওট।

থেক না থেক না দূরে নাথ।

সম্পদ কালে, ঘোর বিপাকে, পাপবিকারে, চির দিন আমি তোমারি।

ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকার, নিয়ত নিয়ত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি। ৭২২।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—তাল একতালা।

দীননাথ আমরা দীনের বেশে এসেছি হে তোমারি দ্বারে।

শুনে তোমার দয়ার কথা এসেছি বড় আশা করে।

পড়ে মোহ অন্ধকারে, দেখিতে না পাই তোমারে, কোথা প্রভু দয়া করে, দেখা দেও দীনের হৃদয়কুটীরে।

কারেও না দেখি সংসারে, পতিতে উদ্ধার করে, পাপ হৃদয় কেমন করে, ওহে পতিতপাবন এক-বার চাও হে ফিরে। ৭২৩।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—তাল একতালা।

দীনবন্ধু এই দীনের প্রতি হও সদয় হে।

আমার আর কেহ নাই তুমি বিনা, এই জগত মাঝারে।

আমি লইয়াছি শরণ, ওহে দীনশরণ, কৃপাময়

কৃপা করি কর মোরে ত্রাণ ; আমি অতি দুর্ব্বল, (দীননাথ) নাই কোন সম্বল, তুমি হীনবলের বল তাই ডাকি হে তোমারে। ১২৪।

রাগিণী ললিত। তাল আড়াঠেকা।

অনাথে চাহিয়া দেখ অনাথশরণ। কি জানাব জানিতেছ হৃদয় বেদন।

তোমা বিহনে কে আর, ঘুচাবে হৃদয়ভার, তুমি ভরসা আমার, আমি অতি অকিঞ্চন।

সংসারপিশাচ ঘোর, পিষিছে হৃদয় মোর, টানিছে নরকপথে করিতেছে তর্জ্জন ; পড়ে আছি অসহায়, একেবারে নিরুপায়, জীবনে মরণ প্রায়, ওহে মৃতসঞ্জীবন। ১২৫।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

আমার আর কেহ নাই।

তোমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই।

তোমা বিনে সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য, কে আছে আর তোমা ভিন্ন কার পানে চাই। ৭২৬।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

আমায় ছেড় না হে, এনেছ যদি হে দয়াময়।

আমি সকল দেখিয়াছি প্রভু, এখন পড়েছি তোমার পায়।

নাহি আমার কোন বল, কেমনে থাকিব বল, এখন কৃপা করে রাখ প্রভু বেঁধে মোরে তব পায়।

না জানি ডাকিতে তোমায়, এখন কিছু কর মোর উপায়; একবার হৃদয় মাঝে দাঁড়াও প্রভু জুড়াই তাপিত হৃদয়। ৭২৭।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল মধ্যমান।

প্রবল সংসারের স্রোত আমরা দুর্ব্বল অতি।

কেমনে করিব নাথ, প্রতিকূল মুখে গতি।

যে দিকে বহিছে স্রোত, সেই দিকে যেতেছি ভেসে, সম্মুখে নরকাবর্ত্ত কি হবে কি হবে গতি।

দুর্ব্বলের বল তুমি, দেও নাথ মনে বল, সংসারজলধি মাঝে নিস্তার জগতপতি। ৭২৮।

রাগিণী মূলতান।—তাল আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথা।

তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম; আমি পাপী তৃণ সম কেমনে পূজিব তোমায়।

শুনি তব নামের গুণে, তরে মহা পাপী জনে; লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।

অভ্যস্থ পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়; কেমনে করিব আমি পবিত্র পথ আশ্রয়।

এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে, বল করে কেশে ধরে দাও চরণে আশ্রয়। ৭২৯।

রাগিণী সিন্দুড়া।—তাল ধামাল।

হয়েছি ব্যাকুল-অন্তর বিরহে তোমার, তৃষিত চাতক সমান।

করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে, হৃদয়ে বিরাজ আমার।

অভয় মূরতি দেখা দিয়ে, কর হে অভয় দান; তব বলে কর বলী যে জনে, কি ভয় কি ভয় তাহার॥ ৭৩০।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

হৃদয়ে থাক হে নাথ নয়ন ভরিয়ে দেখি।
জুড়াই তাপিত প্রাণ, তোমারে হৃদয়ে রাখি।
পাপে তাপে মলিন, হয়ে আছি শান্তিহীন;
যাতনা সহে না আর, তার হে দাসে নিরখি। ৭৩১।

ঝিঁঝিট।—একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী। সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম জগতে প্রচারি।

হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্যনাম, ভক্তজনসমাজ আজ স্তুতি করে তোমারি।

নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম, প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।

তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ, অমৃতের খনি পাইনু যখন জয় জয় তোমারি। ৭৩২।

রাগিণী পরজ।—তাল চৌতাল।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি।

গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।

এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন, তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা, বিরচয়ে সতীর প্রেম, জননীহৃদয়ে করে বসতি।

অভ্রভেদী অচল শিখর, ঘন নীল সাগরবর, যথা যাই তুমি তথা; রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ,

শশাঙ্কে তোমারি জ্যোতি, তব কান্তি মেঘে; সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা।১৩৩।

রাগিণী কানেড়া।—তাল তেতালা।

অতুল করুণা তোমার, অনুপম দয়া, স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর।

হৃদয়ের প্রিয় ধন, নয়নঅঞ্জন তুমি, সন্তাপ-হরণ, হায় রে, জগতের আনন্দ সুধাকর। ১৩৪।

রাগিণী টোড়ী।—তাল কাওয়ালি।

অপার করুণা তোমার, জগতের জনক জননী, অখিল বিধাতা।

নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব, কি দিব তোমায়, কি আছে আমার।

সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন, তোমা বিনা চাহি না চাহি না কিছু আর; সম্পদ বিষসম

তোমায় ছাড়িয়ে, না জানি কি রস পাই বিষয়-রসে তোমারে ভুলিয়ে। ৭৩৫।

রাগিণী কাফী।—তাল আড়াঠেকা।

আহা! কে দিবে আনিয়ে তাঁরে।

হারায়ে জীবনশরণে, জীবনে কি কাজ আমার।

ঐহিকের সুখ যত, জানি তা কাজ নাই, সে সুখে সে ধনে; হারায়ে জীবনশরণে, জীবনে কি কাজ আমার। ৭৩৬।

রাগিণী কাফী।—তাল যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।

সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুসুম করে গন্ধ দান; মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

প্রাসাদ কুটীরে, এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার; তেমনি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার, অবারিত তোমার দুয়ার। ৭৩৭।

—তাল একতালা।

কেন তোমায় ভুলি দয়াময়।

তুমি বট হে, পাপী তাপী সাধু সবার অনন্ত জীবনাশ্রয়।

গর্ব্ভ হতে যেমন ধরায়, ধরা হতে পুনরায়, লয়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয়।

এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন, পরকালে স্নেহকোলে, রহে তব সমুদয়। ৭৩৮।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল একতালা।

নিলাম গো শরণ; পিতা তোমার ঐ অভয় চরণে।

দিতে হবে স্থান এবার পাপী কাতর সন্তানে।

সংসারের জ্বালায় জ্বলে, শীতল একবার হব বলে, পড়িলাম ঐ চরণতলে, জুড়াও গো তাপিত জনে।

শুনেছি গো ঐ পায়, কত মহাপাপী তরে যায়,
এসেছি গো সেই আশায়, চাও কৃপানয়নে। ৭৩৯।

রাগিণী গৌড়সারঙ্গ।—তাল তেওট।

আঁখিঅঞ্জন ডাকি হে তোমারে।

তোমাতরে তৃষিত হৃদয়, প্রেমসুধা পিয়াও আমারে।

চঞ্চল চপলা সম, চমকি নয়ন, কোথা গেলে ফেলিয়ে আঁধারে। ৭৪০।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা

পতিতপাবন, এ পাতকী জন, পাবে কি কখন চরণ তোমার।

কুটিল হৃদয়, কুচিন্তার আলয়, নাহি হয় সহজে প্রেমোদয় যার।

অকলঙ্ক তুমি পুণ্যের আধার, চির কলঙ্কিত আমি দুরাচার; তুমি অন্তর্যামী, হৃদয়ের স্বামী, জানিছ সকলি বলিব কি আর।

এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার, অকিঞ্চননাথ কেহ নাই আমার; যা কর এখন, বিপদভঞ্জন, আমার ত ভরসা কিছু নাহি আর। ৭৪১।

রাগিণী বাহার।—তাল আড়াঠেকা।

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কার দ্বারে।

তুমি হে আমার মোহ আঁধারের আলো।

মোহময় সংসার মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা, মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান।

। ৭৪২।

(তেওট) আর কত দিন তোমায় ছেড়ে থাকব বল নাথ। দিয়ে দরশন, রাখ এ জীবন, হে কাঙ্গালের ধন।

আর কত দিন দয়াময়, করব হে হাহাকার, যাতনায় হে; (এই বিষম রোগের যাতনায় হে) জ্বলিতেছি দিবা রাত।

কবে বল্‌ব হে ঘরে ঘরে, কাঙ্গাল দেখে প্রভু মোরে, দিয়েছেন পরিত্রাণ। ৭৪৩।

পড়িয়ে ভবসাগরে, ভাসি অকূল পাঁথারে। একবার দেখ হে ভবকাণ্ডারী।

আমরা যে দিকে চাই, না দেখি কূল, তাইতে ভাবিয়ে হতেছি আকূল ; হে দয়াময়, অকূলে কূল দেও কাতরে।

তোমার দয়াময় নাম শুনে, আমরা এসেছি সব পাপীগণে ; নিজগুণে পার কর অধম নরে।

একে ভবনদীর তুফান ভারি, তাহে তরঙ্গ দেখিয়ে ডরি ; চরণতরী দিয়ে পার কর অধম পামরে। ৭৪৪।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পূরণ।

ওহে অনাথনাথ অধমতারণ।

যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি, হৃদয়মন্দিরে সদা দাও দরশন।

না চাহি বিষয়সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ, তা হলে যাইবে দুখ, আনন্দে হব মগন। ১৪৫।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল একতালা।

দয়াময়, তোমায় এই মিনতি করি হে, অন্য ধনে নাহি প্রয়োজন।

না করি ধন কামনা, না করি যশোবাসনা, কেবল আমার এই প্রার্থনা সদা করি দরশন। ১৪৬।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল কাওয়ালী।

কি ভয় তাহার নাথ মৃত্যুর স্মরণে।

অমর করেছ যারে প্রেম-সুধাদানে।

তব প্রেম আস্বাদন, না করেছে যেই জন, বিষয় সর্ব্বস্ব ধন, তারি সন্নিধানে।

কৃতান্ত গ্রাসিবে কবে, বিষয় ত্যজিতে হবে, দিবা নিশি এই ভেবে, শঙ্কিত সে মনে মনে।

যে জন তোমারে চায়, তার কি কৃতান্তে ভয়,
মরণ সোপান তার যেতে শান্তি নিকেতনে। ৭৪৭।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতি অগম অগোচর।
অকিঞ্চন জনে তবু, প্রেমসুধা বৃষ্টি কর।
সকলি করিতে পার সর্ব্বশক্তিমান,
রয়েছে তোমার হাতে দেহ মন প্রাণ;
শত অপরাধ তবু, সয়ে থাক নিরন্তর॥
নক্ষত্র খচিত তোমার আকাশ আসন,
কতই ঐশ্বর্য্য কে বা করে নিরূপণ;
দীনের হৃদিকুটীরে তবু পদার্পণ কর॥
নিষ্কলঙ্ক তুমি নাথ নিত্য নিরঞ্জন,
জ্বলন্ত অনল তুমি কলুষনাশন;
পাতকীর বন্ধু তবু, তুমি নাথ কৃপাসাগর। ৭৪৮।

রাগিণী দেশ মল্লার।—তাল একতালা।

হায় রে আমি কি হেরিলাম।

হৃদিসরসী মাঝে, কি অপরূপ সাজে, বলিতে নাহিক পারি, বলা নাহি যায়, সেতো বলিবার নয়।

প্রাণ চমকে সেরূপ হেরি, আহা মরি মরি কি রূপ মাধুরী, প্রেমে অবশ হয় অঙ্গ, উথলে হৃদয়।

রবি শশী তারা, শোভে নারে তারা, সেরূপ রাশি, হৃদয় আকাশে প্রকাশে যখন দেখি; বহে সুখসমীরণ, হলে সে রূপ দর্শন, উচ্ছ্বাস উঠয়ে দেখি গভীর প্রেমসাগরে। ৭৪৯।

(লোফা) পিতা গো দেখা দেও।

আমায় দেখা দিয়ে প্রাণে বাঁচাও।

আমি তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, তোমার দীন হীন অধম তনয়।

আমি একাকী অরণ্য মাঝে, আমার ভয়ে অঙ্গ অবশ হল।

ওহে কোথা রইলে হৃদয়ের ধন, কোথা রইলে প্রাণসখা দেখা দেও; আমি আর যাব না পিতা তোমায় ছেড়ে, আমায় ক্ষম এবার দয়া করে।৭৫০।

(খ্যামটা) তোমা বই কেউ নাই দয়াল হরি।

পার কর ভবসিন্ধু, দীনবন্ধু, দিয়ে অভয় চরণতরী।

তুমি জীবনকর্ত্তা তারণকর্ত্তা দীনেরকর্ত্তা দীন কাণ্ডারী।

ন বন্ধু ন মাতা পিতে, প্রভু তোমা বই কেউ নাই জগতে, পার কর কটাক্ষেতে কৃপাদৃষ্টি করি; শুন হে কাঙ্গালের কথা, (হরি হে ওহে হরি) প্রভু ঘুচাও আমার মনের ব্যথা, তুমি হে মাতা পিতা, তার আমায় দয়া করি।

সহায় নাই সম্পত্তি বিনে, আমি কি দিব পারের দক্ষিণে, ভাবছি তাই মনে মনে কি হবে

কি করি; দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে, (হরি হে ওহে হরি) প্রভু লও আমারে নায়ে তুলে, পারে যাই অবহেলে, গেয়ে তোমার নামের সারি। ৭৫১।

(তেওট) নাথ আমার এই ভাবে যদি যায় হে এ জীবন। আমার গতি কি হবে হে অধম-
তারণ।

হয়ে অনিত্য সুখের অধীন, ইন্দ্রিয়বশে গেল চিরদিন, আমার কুভাবই স্বভাব হয়েছে এখন।

স্মৃতি বুদ্ধি মন, শ্রবণ লোচন, সব দিয়েছিলে হে যত প্রয়োজন; আমি তোমারি দত্ত ধনে, বাদ সাধিলাম তোমারি সনে, এখন ধনে প্রাণে বুঝি হই নিধন। ৭৫২।

(কেওট) পড়ে অকূল ভবসাগরে তাই প্রভু ডাকি তোমারে।

আমি তরঙ্গে ডুবিয়ে মরি, আমায় উঠাও হে কেশে ধরে।

আশ্রয় বিষয় গাছের তলা, কিছুই আমার নাই, যা কর হে নিজগুণে তোমারি দোহাই; তুমি দীনবন্ধু নাম ধরেছ, একবার দীনের প্রতি চাও ফিরে। ৭৫৩।

(তেওট) পাপীর দশা কি করিলে ওহে দয়া- ময়। অধমে দিতে হবে পদাশ্রয়।

আমার ফুরাল সব দিন, নিকটে শেষের সে দিন, যেন সময় থাকিতে প্রভু হয় উপায়।

পড়িয়ে সংসার প্রান্তরে, ভয়ে প্রাণ যে কেমন করে, শুষ্ককণ্ঠ হয়ে প্রভু ডাকি হে তোমায়; করে আছি হে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি, কর কর হে কৃপাবৃষ্টি, আমি রয়েছি পিপাসু চাতকের প্রায়। ৭৫৪।

(তেওট) পাপে চিরদিন, মজে পাষাণ সমান কঠিন, হয়েছে মন ফেরালেও আর ফেরে না।

এখন হল দিন অবসান, ভয়ে কাঁপে প্রাণ, কি করিলাম, কি হইল, কি হবে বিধান; নিদ্রাভঙ্গ

হয়ে এখন, দেখি চৌদিকে বেড়া হুতাশন, আমার আর উপায় নাই, ডাকি হে তাই, কর নাথ করুণা। ৭৫৫।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল আড়া

অধম তনয়ে নাথ ত্যজিতেত পারিবে না।
শত অপরাধী হলেও তনয়ত্ব তায় যাবে না।
আছে অপরাধ কত, তবু নহি আশাহত, তব দয়া হতে আমার দোষত অধিক হবে না।
পরমব্রহ্ম পরাৎপর, আদি কত নাম ধর, কিন্তু অধমতারণ নামের মহিমা যে অতুলনা। ৭৫৬।

রাগিণী বিভাস।—তাল একতালা।

আজ কেন চারিদিক্ হেরি মধুময়।
হেরি অপরূপ মাধুরী সুনীল গগনে, হৃদয়ে অদ্ভুত চন্দ্রোদয়।
চন্দ্র বরষে আজ অমৃত কিরণ, ধীরে ধীরে

কতই সুধা বহে সমীরণ; প্রভুর শুভ আগমনেই হৃদয়কাননে, ফুটেছে প্রীতির কুসুমচয়। ৭৫৭।

রাগিণী পরজ।—তাল চৌতাল।

ধন্য তুমি হে পরম দেব, ধন্য তোমারি করুণা প্রেম, পূরিল আনন্দে বিশ্ব হৃদয় জুড়াইল।

যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি, প্রেমরূপ নিরখি তোমারি, পূর্ণ হইল সকল কাম, মন আনন্দে ভাসিল।

ব্রহ্মসনাতন পুরুষ মহান্, জগপতি জগত-নিধান, জয় জয়, জগপতি জগতনিধান হে, অন্তরে চির বিরাজ।

নয়নে নয়নে রহিও নাথ, ভুলি সব দুঃখ তোমার সাথ, হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়নাথ, হৃদয় কর শীতল। ৭৫৮।

বাউলে সুর।—একতালা।

প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল।

আর সইতে নারি কাঁতর প্রাণে পাপেতে মন ডুবিল।

এখন যে দিকে হেরি হে দয়াময়, দেখি প্রেম-হীন শুষ্ক ভাব মলিন হৃদয়; কোথাও নাহিক সুখ, মনের দুঃখে ভ্রমিছি হয়ে ব্যাকুল।

তুমিত নাথ প্রেমেরি সাগর, এসেছি তোমারি কাছে তাই হইয়ে কাতর, পূরাও পূরাও আশা, প্রেমদানে, তাপিত প্রাণ কর শীতল। ৭৫৯।

রাগিণী বাহার।—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমের হার তোমারে দিয়ে নাথ পূজিব যতনে।

তুমি মম ভরসা, সংসার তাপে, সকলি নীরস তোমা বিহনে; পাপ তাপ নাশি দেখা দাও আমারে। ৭৬০।

(ভেওট) পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই।
পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা, ভকতবৎসল; উদ্ধারেন পাপীজনে, দেখি অসহায় রে।
প্রেমের জলধি তিনি, সংসার পাঁথারে; পতিত দেখিয়ে দয়া, তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর, ভুলিয়ে মায়ায়; ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে। ৭৬১।

(খ্যামটা) মধুর ব্রহ্মনাম, তোরা বল্ রে পুরবাসিগণ। একবার হৃদয়ভরে বলরে। ব্রহ্ম-নামের গুণে থাক্‌বে নারে ও ভাই শমনের ভয় রে।
একবার পাইলে সেই ব্রহ্মানন্দ ও ভাই তুচ্ছ হবে বিষয় কাম।
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে পাইবি প্রাণে আরাম। ৭৬২।

(খ্যামটা) ব্রহ্মনাম গাও সদা হৃদয় ভরিয়ে।
প্রেমভরে গাও সদা আনন্দহৃদয়ে।
নগরে নগরে গাও প্রতি ঘরে ঘরে। (মধুর ব্রহ্মনাম রে) পরব্রহ্মের জয়ধ্বনি কর দেশ দেশান্তরে। হৃদয়ে আছেন তিনি দেখ রে চাহিয়ে। কত মহাপাপী তরে গেল যে নাম স্মরিয়ে। (পতিত-পাবন নামের গুণে রে)। ১৬৩।

রাগিণী বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

পেয়েছ নিকটে তাঁরে, হারাইও না হেলা করে,
তিনি অন্তরের ধন রাখিতে হয় অন্তরে।
সেই প্রাণসখা হতে, নাহি থেক অন্তরেতে,
তবে অবিচ্ছেদে তাঁরে পাইবে নিজ অন্তরে।
দেখিতে চাহিলে তাঁরে, দেখা দিবেন অন্তরে,
তিনি অন্তরের ধন, কভু না থাকেন অন্তরে।
যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, নিরখিছে সেই চন্দ্র,
আমাদের প্রাণবল্লভ পরমব্রহ্ম বলে যাঁরে। ১৬৪।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

মনে স্থির ভেবে আছ চির দিন কি সুখে যাবে।
জীবন যৌবন ধন মান কি রবে সম ভাবে।
এই আশা তরুতলে, বসে আছ কুতূহলে, বিষয় করিয়ে কোলে, জান না ত্যজিতে হবে!
কিন্তু ভেবে দেখ সার, দিবা অন্তে অন্ধকার, সুখান্তে দুঃখের ভার বহিতে হইবে; অতএব সাবধান, যে অবধি থাকে প্রাণ, ব্রহ্মে কর সমাধান, নির্ম্মল আনন্দ পাবে। ৭৬৫।

রাগিণী দেশ মল্লার।—তাল আড়া।

সংসার অনিত্য এই মুখে বল প্রতিক্ষণ।
কিন্তু কার্য্যে কর একটী তৃণ লাগি প্রাণপণ।
মরিলে গৃহমার্জ্জার, রোদন কর অপার, মুখে বল বারম্বার কাকস্য পরিবেদন।
পরে বুঝাতে হও জ্ঞানী, কিন্তু না বুঝ আপনি, এ কেমন ভ্রম না জানি ওরে ভ্রান্ত মন; অতএব

স্বীয় বাক্য, মানসে করিয়ে ঐক্য, মরণ জানি প্রত্যক্ষ, ভাব সত্য নিরঞ্জন। ৭৬৬।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল আড়া।

সম্পদে বিপদে নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার।

তোমা বিনা কে আছে আর লইব শরণ কার।

হৃদিকুটীরে যখন, পাই তব দরশন, আনন্দে পূর্ণ তখন দেখি জগত সংসার।

তুমি মাতা তুমি পিতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা, তুমি ভবভয়ত্রাতা, সর্ব্বমূলাধার; যথায় থাকি যেমন, সদাই তোমারে যেন, পাই নাথ দরশন দেহ এই অধিকার। ৭৬৭।

(একতালা) একবার চল সবে ভাই, ধীরে ধীরে যাই, পুণ্যময়ের পুণ্যালয়ে; জুড়াই তাপিত আঁখি হেরি রাজরাজেশ্বরে।

পিতার দয়া গুণে, এসেছি এই বঙ্গভূমে, কি মহেন্দ্র ক্ষণে; আজ মনের আশা পূর্ণ করে, পিতার নাম বল্‌ব বদন ভরে।

অনন্ত পুণ্যের জলে, নিবাইয়ে পাপানলে, যাই পিতার রাজ্যে চলে; পিতার পুণ্যময় চরণ-চন্দ্রে, একবার ধরি গিয়ে ঊর্দ্ধ করে।

কি দিয়ে তোমার ধার, শুধিব আমরা এবার, হে পুণ্যের অবতার; একবার লুটাই তোমার পুণ্যময়—পুণ্যময় সিংহাসনের প্রান্তরে। ৭৬৮।

রাগিণী রামকেলী।—তাল আড়াঠেকা।

এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ।

তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ।

এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ, ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহ নাশ না হয় বারণ; অতএব আদি অন্ত,

আপনারে সদা চিন্ত, দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ। ১৬৯।

রাগিণী পুরবী।—তাল আড়াঠেকা।

মনের বেদনা নাথ জানাইব আর কারে।
নিবাতে অন্তর জ্বালা তুমি বিনা কেবা পারে।
স্মরণ হলে তোমায়, হয় দুঃখে সুখোদয়, ওহে দীনদয়াময় তাই ডাকি বারে বারে।
শোকে তাপে নিরন্তর, দহিছে মম অন্তর, দেখা দিয়ে কৃপানিধি রাখহে রাখ আমারে। ১৭০।

বিভাস। কাওয়ালি।

মা আমারে কর কোলে; কত দিন আর কেঁদে কেঁদে, ভাসিব নয়নের জলে।
সয়েছি যাতনা যত, বলে তা জানাব কত, জীবনে মৃতের মত, পড়ে আছি ধরাতলে।
এস এস একবার, করুণাময়ী মা আমার, ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার, দেখা দিয়ে হৃদ্‌কমলে। ১৭১।

রাগিণী সরফরদা। তাল আড়াঠেকা।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান, শমন ভয় রবে না রবে না।

পঙ্কজ-দল-জল, ইব জীবন চঞ্চল, ধন জন চপলা সমান, রবে না রবে না।

মোহপাশবন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন, সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ; এখনি হইবে সুখী, আত্মাতে আত্মারে দেখি, কথা মন প্রবীণ অজ্ঞান, ভুল না ভুল না। ১১২।

রাগিণী মল্লার। তাল আড়া।

অনিত্য এ ধন জন জীবন যৌবন।

কালেতে করিছে সব নিমেষে হরণ।

কখন সুখের উদয়, কখন দুঃখের জয়, হই-তেছে ক্রমান্বয় চক্রবৎ পরিবর্ত্তন।

অদ্য মহামহোৎসব, কল্য হাহাকার রব, অদ্য যাহা অভিনব, কল্য তাহা পুরাতন; পেয়ে অতুল

সম্পত্তি, অদ্য যে রাজচক্রবর্ত্তী, কল্য তার ভিক্ষা-বৃত্তি হতেছে অবলম্বন।

অদ্য বন্ধুগণসনে, আহ্লাদিত আলাপনে, কল্য তাদের অদর্শনে শোকে সন্তাপিত মন; অদ্য পুত্রের আধ স্বরে, শ্রবণ শীতল করে, কল্য তার মৃত শরীরে শোকাশ্রু হয় বরষণ।

কখন সুস্থ শরীর, কখন রোগে অস্থির, সংসার জলনিধির হ্রাস বৃদ্ধি প্রতিক্ষণ, অতএব আপ-নারে, রাখ ব্রহ্ম পরাৎপরে, নশ্বর ইহ সংসারে, হইও না রে নিমগন। ১১৩।

রাগিণী কল্যাণ। তাল আড়াঠেকা।

মায়াহ্রদে ডুব না।

পাপরসে, সুখবসে মজো না।

সার নহে এ সংসার, তিনি মাত্র সার, যাঁর এই রচনা। ১১৪।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল আড়া।

মন রে সংসারার্ণবে ভাসিতেছ বিম্বপ্রায়।
সকলি অসার ভবে সলিলে মিশাবে কায়।
যদি হবে নিরাপদ, ভাব সেই ব্রহ্মপদ, সম্পদ বিফল সব, মন না মজিও তায়। ৭৭৫।

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া।

অকূল ভব জলধি দেহ তায় জীর্ণ তরণী।
তাহে নিবিড় অজ্ঞান তিমিরময়ী রজনী।
রিপু ছয় নাবিক দল, বিপাকে ফেলে কেবল, তাহে কুসঙ্গ হিল্লোল, পলকে প্রমাদ গণি; পাপ-জল প্রতি পলকে, উঠে ঝলকে ঝলকে, নিবারে আর বল কে বিনা বিশ্বাস সেচনী।

না দেখিতে পাই কূল, প্রাণ হইল আকুল, নাথ আমায় অনুকূল হও এ সময়; অভয়পদ বিতরি, যদি তার তবে তরি, সেই অবলম্বন করি পারে যাই ভেসে অমনি। ৭৭৬।

রাগিণী ইমন্। তাল আড়া।

অবিরত আশু সুখ আশে করিছ ভ্রমণ।
অন্তহীন পরকাল পরে আছে ওরে মন।
চঞ্চল অলির মত, ভ্রমিতেছ ইতস্ততঃ এক সুখ অন্তে কর অন্য সুখ অন্বেষণ।
উন্মত্ত আশু উৎসবে, ভাব না পরে কি হবে, এই যে অনিত্য দেহে আছে হে নিত্য জীবন।
রোগী যেন লোভভরে, জেনেও কুপথ্য করে, কিঞ্চিৎ সুখের তরে হয় চিরদুঃখী; যা হইল আর কেন, সজ্ঞানে হও অজ্ঞান, সময় থাকিতে ভাব সে অসময়ের ধন। ৭৭৭।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

এই দেহের এত অহঙ্কার।
অবশ্য মরিতে হবে কিছু দিনান্তর।
হলে দেহ প্রাণহীন, কোথা রবে অভিমান, ভূমিতে পড়িয়ে রবে হয়ে শবাকার; পিতা মাতা

বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার।

এখনো প্রবোধ মান, ত্যজ কুপথভ্রমণ,—কুৎসিত ভাবে দর্শন নর নারীচয়; পরদ্বেষ অপমান, অনাথঅর্থ হরণ, পরনিন্দা পরপীড়া কর পরিহার। ১৭৮।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল একতালা।

নাথ! কি দিব তোমারে, সকলই তোমার আছে, কি আমার।

হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমি বিকাশিছ নাথ, লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি। ১৭৯।

(তেওট) ভবে চিরদিন গেল দিন বিফলে, জনমিয়ে জীবন হারালাম মোহে অন্ধ হয়ে; নিত্য ধনে কতই সুখ জীবনে না জেনে।

(দশকুশী) মন! দেখ দেখ নেহারিয়ে, কি

হয়েছে দশা তব হে, (জ্ঞানআঁখি মিলি হে) প্রাণনাথে হারায়েছ তুমি। কৌমার সময় হতে. আজীবন পাপপথে, (বল বাকি কি রেখেছ) পশুমত করেছ ভ্রমণ। ক্ষুধা শান্তি করিবারে যতন করেছ, (যাহা জীব মাত্রে করে থাকে হে) রিপুগণে সেবিবারে জ্ঞান হারায়েছ। করিয়াছ কত পাপ সুখ অভিলাষে, একবার ভাবিলে না নিত্য মহেশে।

(খয়রা) মন! কি কাজ করিতে কি কাজ করিলে, পড়িলে করম ফেরে; সুখী হইবারে যতন করিলে পড়িলে পাপের ঘোরে। পর্ব্বত লঙ্ঘিতে পদ পিছাইলে পড়িলে অগাধ জলে, সম্পদ চাহিতে দারিদ্র্যে ঘেরিল মাণিক হারালে হেলে। হায়! এখন কি করিবে মন, করিয়ে যতন, তব কি শকতি আছে; সেই পরম রতন ব্রহ্মসনাতন, ভাব হে হৃদয় মাঝে।

রে অবোধ হিয়ামন! কেন মজিলি নারে। হরিনামামৃত রসে কেন মজিলি নারে। ভূমানন্দ

রসে। অবোধ হিয়া কেন নিজহিত বুঝিলি নারে। কলুষ বিষরাশি, সুধা বলে ভক্ষিল, বিষ পান পরিণাম তাওতো সে দেখিল; তবে কেন মজিল নারে। ও দিন থাকিতে কেন বুঝিল নারে।

(ঠংরি) যখন আসিবে কাল অরি, ধরবে কণ্ঠ-রোধ করি, ঘুচাইবে তব ভববাস; তখন অবশ হবে রসনা, পাইবে কত যাতনা, চারিদিক্ দেখিবে আঁধার। এখন সময় থাকিতে মন, চল নিজ নিকেতন, দীননাথের লইগে শরণ। হৃদয়রতন ফেলে, অসার সুখেতে ভুলে, কাটাইও না জীবন রতন। (মনরে)

এ ছার সংসার মাঝে সকলি অসার, একমাত্র সার সেই বিভু সারাৎসার। প্রেমানন্দ মনে তাঁরে কররে স্মরণ; দয়ারচন্দ্র হৃদয়মাঝে দিবেন দরশন।

এস সবে ভাই, বিলম্বে কাজ নাই।

পিতার দয়াময় নাম অবিরাম বলি সকলে।

। ৬৮০ ।

(দশকুশী) আমি পাপে তাপে জর জর, তুমি করুণার সাগর, তাই তোমারে ডাকি দয়াময়। (ওহে অনাথশরণ) (তোমা বিনা গতি নাই আর)

আমি পাপবিষ করেছি পান, আমায় কর কর কর ত্রাণ, চরণে শরণাপন্ন হে। (পাপীর গতি নাই আর) (একবার চেয়ে দেখ নাথ)। ৭৮১।

(তেওট) আমায় তার হে তার বিপদ-ভঞ্জন। দয়া করে হে।

কোথা দয়াময়, দাও পদাশ্রয়, ডাকে কাতরে তোমায় দীনহীন তনয়; নাথ দুর্ব্বলের তুমি বল, অনাথের আশ্রয় স্থল, একমাত্র হে; গতি মুক্তি হে তুমি পতিতপাবন।

পার করে এই ভবসিন্ধু, লও হে দীনবন্ধু, শান্তিধামে হে; ঘুচাও কর্ম্মভোগ, জুড়াও এ তাপিত জীবন। ৭৮২।

রাগ মালকোষ।—তাল আড়াঠেকা।

কেবা ভুলিবে তোমারে, পেয়ে তোমার প্রীতি-সুধা, দেখে তোমার করুণা।

অগতির গতি তুমি, অনাথনাথ, কে না পায় তব ছায়া; বিশ্ববন্ধু তুমি, যে দিকে দেখি, দেখি তোমারি প্রেম। ৭৮৩।

(তেওট) এস করি হে হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম পরম রতন, নামে হইবে সকল দুঃখ নিবারণ।

দয়াল হরি নাম, বড় মধুর নাম, সবে বদন ভ'রে বল অবিরাম; শুনে বিপদভঞ্জন রব, আপদ পলাবে সব, হইয়ে নীরব; পলায় সিংহরব শুনে যেমন করীগণ। ৭৮৪।

বাউলের স্বর —খ্যামটা।

কার দেওয়া ধান কাটিস্ তোরা কৃষক ভাই।
তাঁরে চিনিস্ কিনা বল সুধাই॥

পাঁচ সের ধান ফেলে দিলে, দেখরে ভাই কত মিলে, যে এ সব পাঠিয়ে দিলে, তাঁরে বলিহারি যাই।

তাঁর তুল্য দাতা এ সংসারে আর একটি না দেখ্‌তে পাই; তাঁরে দেখতে পেলে, সকল ফেলে, চরণে পড়ে লুটাই। ৭৮৫।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল ঠুংরি।

পাপে তাপে বিকলিত মন শীঘ্র সন্তাপ নাশো।

মোহাচ্ছন্নে হৃদয়গগনে, প্রেমসূর্য্য প্রকাশো।

অজ্ঞানান্ধে বিতর সুমতি, তার দুঃখী অনাথে; আপদ সম্পদ সকল সময়ে থাক দাসের সাথে। ৭৮৬।

(তেওট) ওহে দয়াময়! নামে মুক্তি হয়, তাই ডাকি তোমায়।

আমি করি এই প্রার্থনা, পূরাও হে মনের বাসনা, নামে উন্মত্ত কর হে কর আমায়।

(লোফা)তোমার নামের গুণ নাথ, কে বর্ণিতে পারে, রসনা অবাক হয়, মন বুদ্ধি হারে।

(একতালা) (ধূয়া) তোমার দয়াল নামের এমনই গুণ হে।—অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, বোবা গীত গায়, বধির শোনে হে। শুষ্ক তরুচয়, মুঞ্জরিত হয়, ফল ফুলে কিবা শোভা পায় হে। হৃদয়কানন, হয় তপোবন, অমা নিশায় হয় চন্দ্রোদয় হে। মরুভূমিচয়, হয় জলাশয়, প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে হে। কলঙ্কে আচ্ছন্ন, হৃদয়দর্পণ, স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন হইয়ে যায় হে। ষড় রিপুআদি, হৃদয় মনের ব্যাধি, ভজনের বাদী পরাস্ত হয় হে। অসুর সমান, মানব সন্তান তৃণ হতে দীন হইয়ে রয় হে। পাষাণ মন গলে, নয়ন ভাসে জলে, হৃদিসরোবরে কমল ফুটে হে। পাপ তাপানল, হয়ে যায় শীতল, প্রেম-

সমীরণ হৃদে বহে হে। অসম্ভব সম্ভবে, স্বর্গ হয় ভবে, মনুষ্য দেবতা হইয়ে যায় হে। নামরস পানে, কত ভক্ত জনে, ক্ষুধা তৃষ্ণা সব ভুলিয়ে যায় হে। দাউদ নরপতি, প্রাচীন ইহুদী, বীণাযন্ত্রে নাম গাইয়েছিল হে। প্রেমিক দু ভাই, গৌর নিতাই, নাম সঙ্কীর্ত্তনে মাতায়েছিল হে। স্বরূপ সনাতন, করে নাম শ্রবণ, উজিরী ত্যজে ফকিরী নিলে হে। দুরন্ত দুই ভাই, জগাই মাধাই, নামেতে মুক্ত হইয়েছিল হে। ভারতসন্তানে, আত্মীয় স্বজনে, নাম শুনায় কাণে, অন্তিম কালে হে। দিয়ে দয়াল নাম, উদ্ধার কর হে আমায়। ৭৮৭।

রাগিণী রামকেলী।—তাল আড়া।

অনিত্য বিষয়ে কর সর্ব্বদা চিন্তন।
ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ।
বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ।

অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার,
মত্যুর স্মরণে কাঁপে কাম ক্রোধ রিপুগণ।
অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্ব্বিশেষ,
মরণ সময়ে বন্ধু একমাত্র তিনি হন। ৭৮৮।

(একতালা) সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাকরে রসনা।
যাঁরে ডাকলে হৃদয় শীতল হবে রে, যাবে পাপ যন্ত্রণা।
আপন আপন কারে রে বল, এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল; ও ভাই মহা-মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মিছে খেলা আর খেল না।
রবিসুতে বাঁধবে রে যখন, কোথায় রবে ঘর দরজা, কোথায় রবে ধন; তখন বন্ধু জনায় বিদায় দিবে রে, সাথের সাথি কেউ হবে না। ৭৮৯।

(লোফা) প্রাণ কাঁদে মোর বিভু বলে, কোথা তাঁরে পাই।

পাপ মন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে, জয় জগদীশ বলে ডাকব উভরায়।

আমি পাপী দীনহীন, কেমনে পাব সে ধন রে; কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব, পিতাকে দেখিব নয়ন ভরিয়ে; পিতা দয়াময় হে, সে দিন আমার কবে হবে, দুঃখের দিন যাইবে। একেত দয়ালু পিতা, তাহে পাপীজনত্রাতা রে, কত মহাপাপী জন, উদ্ধার হইল, তাই ভেবে ডাকিতেছি কোথায় দয়াময়। ৭৯০।

(তেওট) বড় আশা করে, তোমার দ্বারে এসেছি ওহে দয়াময়।

প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ, যেন এ দীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

এই সংসার প্রলোভনে, কাঁপে প্রাণ নিশিদিনে, তাইতে এসেছি এখানে; (হে) অভয় চরণ দানে এ দীনে কর অভয়।

আমি চাই না হে ধন মান, চাই না যশ অভি-

মান, করযোড়ে করি নিবেদন; (হে) যেন এ দীনে শ্রীচরণে পায় আশ্রয়। ৭৯১।

(লোফা)বাসনা করেছি মনে দেখিব তোমায়।
তোমার করুণা বিনা না দেখি উপায় হে।
পাপে মলিন আমি দিবস যামিনী, দয়া করি ত্রাণ কর দেখি দীনহীন হে।
দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে, লয়েছি শরণ পিতা, দাও দরশন হে। ৭৯২।

বিভাস।—কাওয়ালী।

ওগো স্রোতঃস্বতী সতী, পর্ব্বত বিদীর্ণ করি, চলেছ কার অন্বেষণে।
কার প্রেমে হয়ে প্রমত্ত, আবর্ত্ত রূপেতে নিত্য, ঘুরে ঘুরে কর নৃত্য, বল শুনি বরাননে।
মিলে অনিলের সঙ্গে, তরঙ্গ রূপেতে রঙ্গে, আনন্দে নাচিছ গঙ্গে, কি ভাব উঠেছে মনে।
বিঘ্ন বাধা ঠেলে ফেলে, যাইতেছ যাঁর বলে, বলিতে কি পার তাঁর দেখা পাইব কেমনে। ৭৯৩।

(লোফা) কি করিলাম কি করিলাম আসিয়া হেথায়; বিফলে জীবন হারালাম, ভুলিয়ে মায়ায়।

কি করিতে কি করেছি মোহে অন্ধ হয়ে,

সুধা বলে বিষ খেয়েছি আশু সুখ পেয়ে।

কৌমার গিয়াছে আমার বাল্যের খেলায়,

বৃথায় আনন্দ স্রোতে যৌবন ভেসে যায়।

ধর গো ধর গো পিতা ধরি তব পায়,

রাখ রাখ পিতা তোমার তনয় ভেসে যায়।

(একতালা) একবার দয়া করে যদি দেও দরশন,

ছাড়িব না আর তোমারে থাকিতে জীবন।

(হৃদয় মাঝে—দেখা দাও পিতা গো)

নাথ! কি আর বলিব আমি হে; (প্রভু তুমিত সকলই জান) আমার শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে, এ হৃদয়ে থেক তুমি। (আমায় দয়া করে হে—সাধ পূর্ণ কর।)

নাথ! তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিব প্রেমফাস; তোমায় সব সমর্পিয়ে, এক মন হয়ে, হইব হে তব দাস।

(লোফা) তোমার সেবাতে আমি কাটিব জীবন।
হয়েছে মনেতে আমার বড় আকিঞ্চন ॥ ৭৯৪।

বাউলে স্থর। খ্যাম্‌টা

বল রে বল্‌ ও তরু বল্‌ রে। কে তোরে সাজালে দিয়ে পত্র পুষ্প ফল রে।

ছিলি এক বালির মত, হলি তায় হস্ত শত, কাণ্ড প্রকাণ্ড কত কার কৃত কৌশল রে; ওরে বল্‌রে তরু কার উদ্দেশে, গগন ভেদ করে যাস্‌ ঊর্দ্ধ দেশে, হলি সংসারে এসে, কার প্রেমে অচল রে।

এমন শীত উষ্ণ সয়ে, নিরন্তর খাড়া হয়ে, কি ভাবিস নীরব হয়ে ভাব দেখে বিহ্বল রে; কেন ত্যাজ্য করে ভোগ বাসনা, তরু করিস্‌রে কার উপাসনা, কি জন্য যোগী জনা সার করে তোর তল রে।

অনিলের সঙ্গে মিলে, নিরন্তর হেলে দুলে, কার গুণ গাস্‌রে জিলে, স্বরে হই শীতল রে;

কেন দেখ্‌তে পাইরে প্রভাত হলে, ধরা ভেসে যায় তোর নয়ন জলে, না জেনে লোকে বলে শিশির পড়া জল রে। ৭৯৫।

(লোফা) দীননাথ, মনে বড় হতেছে ভয়।
এত যতন করিলাম তবু পাপমন বশ না হয়।
মনে ভাবি বারম্বার, ও পদ ভুল্‌ব না আর, কুচিন্তা কুভাবে ভুলে সে ভাব মনে না রয়।
জানিলাম তব দয়া বিহনে, পাইব না তব শ্রীচরণ; অতএব পূরাও হে আশ, কর মম হৃদে বাস, দেখিতে দেখিতে তোমায় যেন প্রাণ অন্ত হয়। ৭৯৬।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল চৌতাল।

দেখা দেও, আঁখিঅঞ্জন, হৃদিমাঝে, হৃদয়েশ!
প্রেম-জনন প্রসন্ন বদন হেরি নিমেষ।
নরনারীগণ আনন্দ অন্তরে, যশ-স্তোত্র তব হে মহেশ ঝংকারে, অবিরত দশ দেশ।

শুদ্ধ-সত্ত্ব হীরন্ময় মানস আসন পাতি তোমারে দিব পরমেশ; ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিব চরণ, প্রেমের হারে বাঁধি তোমারে, পালিব তব আদেশ। ১৯৭।

রাগিণী ললিত।—তাল আড়া।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে।

সৃজিলে আমারে তুমি বসিয়া বিরলে।

গর্ব্ভে আমি ছিলাম যখন, করিলে মোরে পালন, সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে; হে মাতঃ বিশ্বজননী, প্রসব কালে ধাত্রী তুমি, পাতিয়ে কোমল কোল আমারে লইলে।

করিতে মোরে পালন, কত তব আকিঞ্চন, পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহরস দিলে; আজীবন তুমি পিতা, তুমি ধর্ম্মপথের নেতা, এ সব করুণা মোরা রহিব কি ভুলে। ১৯৮।

রাগিণী কানেড়া।—তাল চৌতাল।

কে জানে মহিমা বিভু তোমার।

বলিব কি বা বচন নাহি, সবে অবাক্ না পেয়ে অন্ত তোমার।

তব রাজসিংহাসন অসীম আকাশে, তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী।

যথা যাই যথা চাই, দশ দিকে তব নাম প্রচার, সব জগত পূরিত তব মঙ্গল গীতে; কোথায় দিব হে দেব উপমা তোমার, মহারাজ রাজ দেব-দেব বিশ্বভুবনশোভা। ৭৯৯।

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ।—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান প্রাণ, তুমি সত্য তুমি সুন্দর, তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে; তুমি দীন-শরণ, তুমি গুরু পিতা পাতা।

তুমি আদি তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতিস্বরূপ, তুমি সর্ব্বসুখদাতা।

তুমি নিত্য তুমি পুরাণ, তুমি পরম তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার; প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি অদ্ভুত কারণ, তুমি সকলের মূলাধার। ৮০০

(একতালা) অখিলতারণ বলে একবার ডাক তাঁরে।

একবার ডাক তাঁরে ভক্তসঙ্গে, ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে; দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে। (একবার হৃদয় খুলে)

যদি ভবসিন্ধু পারে যাবে, ডাক তাঁরে ত্বরা করে; দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে, একবার মনের সাধে। ৮০১।

(খ্যামটা) পতিতপাবন, ভকতজীবন, অখিল-তারণ বল রে সবাই।

বলরে বলরে বলরে সবাই। যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে। যাঁরে ডাক্‌লে পাপী তরে যাবে। ওরে এমন নাম আর পাবি না রে। ৮০২

(খ্যামটা) এমন সুধামাখা দয়াল নাম কেন নিলি না রে মন।

এ নাম দেবতার দুর্ল্লভ হয় রে, নামে পাষণ্ড করে দলন।

যোগী জপে যোগ ধ্যানে, ভক্ত রাখে হৃদাসনে; এ নাম নিরুপায়ের উপায় হয় রে, এ নাম পাপী-দের সর্ব্বস্ব ধন। (এ নাম আমাদের নিজস্ব ধন)।

পুরাণ আদি করে তন্ত্র, শাস্ত্রেতে না পায় অন্ত, পাপীদের দশা দেখে এ নাম কল্লেন বিতরণ; ওরে তবু নামের হয় না সীমা রে, এ নাম হৃদয়ে না হয় ধারণ। ৮০৩।

কীর্ত্তন।

(খ্যামটা) দয়াল বল্ রে দিন যায় বয়ে।

ওরে দিন যায় বয়ে রে তোর সময় যায় বয়ে।

(একবার দয়াল বল্ বল্ রে)

ওরে এ ভব সংসারের মাঝে দীনকাণ্ডারী নেয়ে। (আর কেহ নাই নাইরে)

ওরে মহাপাপী যারা ছিল, দয়াল নামের গুণে তরে গেল। ৮০৪।

(লোফা) পাপে তাপে জ্বলে আজ জুড়াতে জীবন, নাথ এলাম তোমার দ্বারে।

তুমি অন্তর্যামী, জান অন্তরের দুখ, কি আর বলিব তোমারে।

নাথ! নিজ পাপ মনে হলে আশা নাহি রয়, নিরুপায়ের উপায় তুমি হে, ওহে দয়াময়; (তাই তোমার দ্বারে এসে কাঁদি হে—তুমি নাকি মরম জান) আমি দীনহীন অধম তনয়, নিলাম তোমার ও চরণে আশ্রয়।

নাথ! মম মনমকরের তুমি সুধাসিন্ধু, মম মন চকোরের তুমি পূর্ণ ইন্দু; (তাই তোমায় ছেড়ে রইতে নারে হে) তুমি যদি উপেক্ষিবে, তবে কেমনে জীবন রবে। ৮০৫।

প্রভু দয়াল, সাধুমুখে আমি শুনেছি, অকূল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি।

আমায় দিয়ে চরণতরী, উঠাও উঠাও হে কেশে ধরি, আমি আশা করিয়ে চেয়ে রয়েছি।

অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, অগতির গতি প্রভু মনে জেনিছি; তুমি করিয়ে অধমতারণ, নাম ধর পতিতপাবন, তাত অধম জনা হতে জেনেছি।

করিতে পাপী উদ্ধার, হয়েছ প্রকাশ এবার, মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর; প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা এমন কি হয়, আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি। ৮০৬।

বিভাস।—কাওয়ালী।

তুমি একজন হৃদয়েরি ধন। সকলে আপনার বলে সঁপে তোমায় প্রাণ মন।

প্রাণের ব্যথা মনের কথা যার যা মনে

থাকে, ভাবে ভুলে হৃদয় খুলে বলে সুখী তোমাকে; সকলের হৃদয়ে থেকে শুন হৃদয়রঞ্জন।

মঙ্গল স্বরূপ তুমি তোমাধন সকলে চায়, দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু তোমার গুণ সকলে গায়; কারু মাতা কারু পিতা কারু সুহৃদ সখা হও, প্রেমে গলে যে যা বলে তাতেই তুমি প্রীত রও; কেউ বা মনে কেউ বচনে পূজে তোমার শ্রী চরণ।৮০৭।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ।—ঠুংরি।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে, অমৃত সদনে চল যাই। চল চল চল ভাই।

না জানি সেথা কত সুধা মিলিবে, আনন্দের নিকেতনে। চল চল চল ভাই।

মহোৎসবে আজ ত্রিভুবন মাতিল, কি আনন্দ উথলিল। চল চল চল ভাই।

দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান, গাও সবে একতান; গাও সবে জয় জয়।৮০৮।

খাম্বাজ।—একতালা।

গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যারে, গাইছে অনন্ত স্বরে,
গায় কোটী চন্দ্র তারা জয় ব্রহ্ম জয়।
জয় সত্য সনাতন, জয় জগতকারণ,
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়।
অচ্যুত আনন্দধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম,
জয় শিব সিদ্ধিদাতা মঙ্গল আলয়।
ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যাব শান্তি ধামে,
ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্ কি ভয় কি ভয়।
হে প্রভু দীনশরণ, পাপ সন্তাপহরণ।
অধম সন্তানে নাথ দেহ পদাশ্রয়। ৮০৯।

খাম্বাজ।—যৎ।

কার মা এমন দয়াময়ী আমাদের মা তুমি যেমন। সঙ্গে থাক দিবা নিশি চোখের আড়াল হও না কখন।

মাগো তোমার স্নেহদৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছে

সৃষ্টি ; (মা) তবু আমার কাছে যেমন মিষ্টি আর কি কারো লাগে তেমন।

পরীক্ষার অনল জ্বেলে, আপনি তাহে দেও মা ফেলে, আবার আপনি দাও তার উপায় বলে যেরূপে বাঁচে জীবন।

তুমি ভাল বাস যেমন, আমিত পারি না তেমন ; (মা) তেমনি ভালবাসাও আমায় আমার প্রতি তুমি যেমন। ৮১০।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া নিশিথিনী।

কৌমুদী বসনে পূর্ণ কলানাথ কিরীটিনী।

উজ্জল তারকারাজি, কুণ্ডল শোভিছে কিবা,—ছায়াপথ সীমন্তেতে জনমনোমোহিনী।

প্রশান্ত প্রসন্নাননে, হাসায়ে জগতজনে, মোহিত করেছ মা কি হৃদয়ানন্দদায়িনী ; কে তোমারে এই সাজে, সাজায়েছে বল সখি, (কোথায় জননী তব সবার জননী যিনি) কাহার নন্দিনী তুমি বল কে তব জননী। ৮১১।

বিভাস—কাওয়ালী।

বল ওহে তরুবর, কে তোমায় সাজায়ে দিল শাখা পত্র পুষ্প ফলে।

কাহার কৃপাতে তুমি, উদ্ভেদ করিয়া ভূমি, উদ্ভিজ্জ নামেতে খ্যাত হইয়াছ ভূমণ্ডলে।

বীজমধ্যে গুপ্ত ভাবে, ছিলে তুমি কার প্রভাবে, তত ক্ষুদ্র হয়ে এত বড় হলে কার কৌশলে।

তৃপ্ত হয় সব জন্তুগণে, তব পত্র ফলাশনে, পথিকে হয় গতশ্রান্ত তব সুশীতল তলে। ৮১২।

রাগিণী কালহ্যাংড়া।—তাল একতালা।

ওহে বিহঙ্গগণ কার গুণ গাইতেছ। আনন্দে মধুর রবে বল কারে ডাকিতেছ।

নাহি কর কৃষিকার্য্য, না কর দাস্য বাণিজ্য, নিত্য নিত্য কার দ্বারে সদাব্রত পাইতেছ।

সুচিত্রিত পক্ষ দিয়ে, কে দিয়েছে সাজাইয়ে, কাহার প্রদত্ত বলে শূন্যপথে ধাইতেছ।

তোমাদের মধুর রবে, আনন্দে ভাসিছে সবে,
বল বল বল শুনি কি সুভাষা ভাষিতেছ। ৮১৩।

বাউলের সুর।

পুরবাসী রে, তোরা যাবি যদি অমৃত নিকে-তনে, চলে আয়।

থাকুক যথা আছে ধন জন, আর সে ছার ধনে কাজ নাই।

তোদের মর্ম্মব্যথা আর না রহিবে, রোগ শোক তাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে; একবার দেখ্‌লে প্রভুর প্রেমমুখ সব দুঃখ দূরে যায়।

আর কত দিন সেই মায়েরে ভুলে, থাক্‌বি বিদেশেতে মিছে কাজে মায়ের কোল ছেড়ে; (তোদের) কোলে নেবার তরে, সদাই সে যে ডেকে ডেকে ফিরে যায়। ৮১৪।

উত্তর। সুর ঐ।

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাষে, যেতে স্বদেশে।

আমার ধন মান পরিজন, কাজ নাই গৃহবাসে।

আমি অভাগা দীন পরাধীন, আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতা মাতাহীন; কবে যাবে জ্বালা প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে।

আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে, থাক্‌ব বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে; আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।

এবার পাইলে সেই হারান রতন, রাখ্‌ব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন; যাবে জন্মদুঃখির সব জ্বালা প্রেমবারি পরশে। ৮১৫।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল ঢিমে তেতালা।

এমন দিন না রবে তা জান।

এসেছিলে একেলা, একা যাইবে।

চির দিন, রহিবে যে ধন, সেই ধনে রাখ যতনে। ৮১৬।

বাউলে সুর।

ফকিরী লওয়া বড়ই কঠিন। ফকির পথের তৃণ হতে দীন।

বেশেতে হয় না ফকিরী, বাক্যের ফকিরী কেবল শঠের চাতুরী; ও মন ষড়রিপু দমন করে হতে হয় রে দীনহীন।

নিত্য সুখে সদাই তার আশ, কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট সম বিষয় ভোগ বিলাস; কভু অন্ন বস্ত্রের অভাব হলেও হয় না তার বদন মলিন।

মান অপমান হইবে সমান, মিষ্ট বাক্য পরুষ বচন হবে সমজ্ঞান; ও মন বিনয় প্রণয় হৃদয় ভূষণ করে রাখ্‌তে হবে চির দিন।

সাধু হওয়া সামান্যত নয়, সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বিনয়ী হতে হয়; ও মন পিতার ক্ষমা স্মরণ করে হতে হয় প্রেমের অধীন।

সেই ফকিরী করিব গ্রহণ, সদানন্দে ভবের মাঝে কাটাব জীবন ; এখন ত্বরায় এনে দাও দয়াময় সেই প্রার্থনীয়•শুভ দিন। ৮১৭।

রামপ্রসাদী সুর।

আর কি কারেও ভয় করিব। আমি হইয়ে বিশ্বাসী ভক্ত ঐ চরণ তলে পড়ে রব।

অবিশ্বাসীর যে যাতনা, প্রাণ থাকিতে ভুলিব না, এবার অভয় পদে প্রাণ সঁপে নির্ভয় হয়ে বেড়াব।

বিড়ালের শাবকের মত কেবল মা বলে ডাকিব ; তুমি যে ভাবে যথায় রাখিবে সেই ভাবে তথায় থাকিব।

নিজের উপর নির্ভর করে পড়েছিলাম বিষম ফেরে, এখন তোমার সংসার তোমায় দিয়ে গৃহস্থ বৈরাগী হব। ৮১৮।

সুর ঐ।

যদি চাও হে সুখ এ জগতে। হবে সংসারী বৈরাগী হতে।

উদাসীন বৈরাগী হলে, কাঁটা পড়ে প্রেমের পথে; সুখসিন্ধু ছেড়ে যে জন যায়, সে মরে দুঃখ পিপাসাতে।

অর্থনাশ বা স্বজন বিয়োগ এরূপ কোন ঘটনাতে; যারা হয়েছে শ্মশান বৈরাগী সুখ নাই তাদের অন্তরেতে।

বিরক্ত বৈরাগী হলে, পাবে না সুখ কোন স্থলে; সুখের সাগর ছেড়ে সুখের আশায় যেও না মরুভূমিতে।

"মর্কট বৈরাগ্য" তুমি করো না মন লোক দেখাতে; ওরে "স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্তিতে"। ৮১৯।

বাউলে সুর।

কেন রে মন অকারণ। কি হবে কি খাবে বলে ভেবে মর অনুক্ষণ।

গর্ব্ভশয্যা ত্যেজে ধরায় ভূমিষ্ঠ হলে যখন, ভাব কার কৃপাতে মাতৃস্তনে দুগ্ধ পেয়েছ তখন।

তদবধি যখন যাহা হইতেছে প্রয়োজন, ভাব কে তোমায় তা মুক্তহস্তে করিছেন পরিবেশন।

জগৎপতির অক্ষয় ভাণ্ডার খোলা আছে সর্ব্বক্ষণ, তাতে অভুক্ত থাকে না কেহ কল্লে আতিথ্য গ্রহণ। ৮২০।

রাগিণী লুমঝিঁঝিট।—তাল আড়া।

এ সকলি কিছু দিন, কেবল মায়ারি অধীন।

জীবন যৌবন সম্ভ্রম, সকলি মায়ারি ভ্রম, প্রফুল্ল কমল সম নিশিতে মলিন। ৮২১।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়াঠেকা।

ওরে ভ্রান্ত মম মন। এ দেহের ঐ পরিণাম কর দরশন।

সুবর্ণে মণ্ডিত করি, সুচিত্র যে দেহপুরী, সদা সুদর্পণে হেরি ভাবিত সে চির ধন; যতনে রাখিত যারে, সুবর্ণ পর্য্যাঙ্কোপরে, কাষ্ঠ সহ দগ্ধ করে ঐ দেখ হুতাশন।

এখন কোথা প্রিয় পরিবার, কোথা দম্ভ অহ-ঙ্কার, সুসজ্জিত গৃহ দ্বার কোথা রহিল এখন।

নিশ্চয় এইরূপে কবে, তোমাকেও যাইতে হবে, অতএব নম্রভাবে কর নিজ আয়োজন; এই যে পার্থিব দেহ, সঙ্গে নাহি যায় কেহ, অতএব অহ-রহ কর ধর্ম্মধন উপার্জ্জন। ৮২২।

বাউলে সুর।

আর কেন মন দেরি কর। সংসার আসক্তি ছেড়ে বৈরাগ্য সাধন কর।

পড়ে সংসারানলে, রাত্রি দিন মর জ্বলে, কত সুখ বৃক্ষতলে, গিয়ে একবার দেখ ; তথায় নীরবে সব তরুলতা, শিখাইছে সহিষ্ণুতা, ফল ফুল ছায়া-দানে তুষিতেছে নিরন্তর।

যাদের আপনার বলে, রয়েছ মায়ায় ভুলে, এক দিন তাদের সঙ্গে হবে ছাড়াছাড়ি; যিনি চিরকালের সহায়, মন ভাল বাস্‌তে শেখরে তাঁয়, প্রেমিক বৈরাগী হয়ে মিছে মায়া পরিহর।

যা হবার হয়ে গেছে, কেন আর ভাব্‌না মিছে, ভাবলে পর গত সময় ফিরেত আস্‌বে না ; এখন ত্যজে বিলাস ভোগ বাসনা, মন কর কর যোগ সাধনা, ভক্তদের সঙ্গে চল হয়ে তাঁদের অনুচর। ৮২৩।

রাগিণী নারায়ণী।—তাল যৎ।

ভজরে ভজরে ভবখণ্ডনে। ভজরে বিশ্বজন-বন্দনে।

জগতরঞ্জন ভকতচিত্তবিনোদনে, মোদনে, পালনে, তারণে, প্রণতজনসৌভাগ্যজননে।

শুদ্ধসত্ব জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তিদাতা জগত-প্রাণে; অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বতঃ বিভু কৃপানিধানে; পূর্ণব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত পাতক-নাশনে, সর্ব্বলোকাশ্রয় প্রভবে, সত্যাত্মনে, প্রেমাত্মনে। ৮২৪।

রাগিণী সুরট মল্লার।—তাল একতালা।

মন কে বল গুরু সংসারে।

বিনা জ্ঞানময়, পিতা দয়াময়, যিনি অন্তর্যামী সকল জেনে উপদেশ দেন অন্তরে।

বেদ তন্ত্র পুরাণ পড়ে বহুতর, জ্ঞানবলে মন কর অহঙ্কার, প্রলোভন এলে জ্ঞানবল লয়ে কি হবে তখন বল; পাপকূপে পড়ি কর হায় হায়, কে তারিবে তোমায় দেখি নিরুপায়, কত গুণী জ্ঞানী হয়ে অভিমানী ডুবিল পাপসাগরে।

গুরু বলে তাঁর লও রে শরণ, অহঙ্কার ছাড়ি হও অকিঞ্চন, পিতার চরণে থাকরে পড়িয়ে শুনিবে মধুর বাণী; বিপদ সম্পদে পাবে উপদেশ, না থাকিবে মনে সংশয়ের লেশ, মধুর বচনে হৃদয় জুড়াবে যাবে ভবার্ণব পারে।

উপদেশ তিনি দেন নিরন্তর, তাহা না পালিয়ে বধির অন্তর, পাপে তাপে ডুবে কর হাহাকার ওরে ভ্রান্ত মম মন; তাঁহার আদেশ মস্তকে ধরিয়ে, কর হে পালন জীবন সঁপিয়ে, গুরুমন্ত্র তাঁর, শুন নিরন্তর, না রবে পাপ আঁধারে। ৮২৫।

বাউলে সুর।

কোথা যাস্‌রে ভাই তাঁর অন্বেষণে বল্‌ দেখি আমায়।

যে জন ডাক্‌তে জানে, কাতর প্রাণে, ঘরে বসে সে যে পায়।

গলায় আছে গলার হার, কোথা যাস্‌ তাঁর

তরে আর, ভাব বুঝে ওঠা ভার; দেখ্‌রে প্রেম-নয়নে, হৃদয়ধনে হৃদয় মাঝে পাবি তাঁয়। ৮২৬।

—

রাগ ভয়রোঁ।—তাল ঠুংরি।

গা তোলো পুরবাসী, রজনী পোহাইল, দয়াময় নাম কর গান।

কর হে ভজন, করহে সাধন, করহে চিত্ত সমাধান।

অলস ত্যজিয়ে, হৃদয় ভরিয়ে, দয়াময় নামরস কর পান।

ভজহে দয়াময়, পূজহে দয়াময়, দয়াময় রূপ কর ধ্যান।

শয়নে দয়াময়, স্বপনে দয়াময়, দয়াময় নাম বল অবিরাম।

অনলে অনিলে, অচলে সলিলে, দেখরে দয়াময় বিরাজমান।

নগরে প্রান্তরে, অন্তরে বাহিরে, দেখহে দয়াময় বিরাজমান।

ভূতলে গগনে, অরুণকিরণে, দেখহে দয়াময় বিরাজমান।

তরুলতা নীরবে, পশু পক্ষী মানবে, গাইছে সকলে দয়াময় নাম। ৮২৭।

কীর্ত্তন।

ব্রহ্ম সনাতনে আনন্দ অন্তরে ডাক।

সবে মিলে খুলে দাও হৃদয় দুয়ার; মানব জনম সফল কর স্মরণে পিতার।

নৃত্য কর প্রেমানন্দে হইয়ে মগন; দয়াল বল দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ।

ছিন্ন হবে হৃদয় গ্রন্থি স্মরণে তাঁহার; নব জীবন পাবে ভবে হইবে উদ্ধার।

ত্যজি মোহ কোলাহল কর নাম সার; স্মর নাম জপ নাম কর গলার হার।

দয়াময় দয়াময় বল অনিবার; বল দীনবন্ধু দীননাথ কর হে উদ্ধার।

ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে কর তাঁর ধ্যান ; নাম গান নামানন্দরস কর পান।

ব্রহ্মযোগে যোগী হয়ে জাগ দিবানিশি ; জেগে অনিমেষে দেখ প্রভুর মোহন মুরতি।

প্রাণনাথের শ্রীচরণে পড় সবে ভাই ; ঐ চরণ বিনা এ সংসারে আর গতি নাই।

প্রণমিয়ে প্রাণেশ্বরে ধন্য হওরে মন ; ভক্তি-ভরে (দেখ যেন ভুলনা রে) (ওরে প্রণমিয়ে অবোধ মন রে) (জেগে যেন ঘুমাইও না রে) অভয় পদ কর আলিঙ্গন। ৮২৮।

রাগিণী হাম্বির।—তাল আড়াঠেকা।

তুমি জ্ঞান নিকেতন, সর্ব্বশক্তি গুণাকর, অচিন্ত্য রচনা এই নিখিল জগতাধার।

কি আকাশে কি ভূতলে, কি সাগরে কি অচলে, চরাচর এক শৃঙ্খলে ধরেছ হে সর্ব্বাধার।

ঘূর্ণিত তারকাগণ, মধ্যেতে স্থির তপন, ভীম

আকর্ষণ সূত্রে নিবদ্ধ সকল; অদ্ভুত কৌশল ক্রমে, ভ্রমিছে যথা নিয়মে, ভূকম্প ঝটিকা বজ্রে, তিলেক নাই ব্যভিচার।

অসীম শক্তি কৌশলে, বায়ু অগ্নি ক্ষিতি জলে, পরস্পর মনোহর, সংযোগ বিধান; সচল অচলে জড়িত, জড় চৈতন্যে মিলিত, জীবনে নাশের বীজ, নাশে জীবন সঞ্চার।

দশদিক্ জল স্থল, অসীম নভমণ্ডল, সূক্ষ্ম স্থূল প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ সব; প্রত্যেকের জননী হয়ে, বসে আছ কোলে লয়ে, যার যেই প্রয়োজন, যোগাইছ অনিবার।

কালের প্রবাহ কিবা, ক্রমাগত রাত্রি দিবা, ঋতু শ্রেণী পুনঃ পুনঃ করে গতায়াত; এই ভাবে অনন্ত কাল, এই সংসার বিশাল, হতেছে অতি-বাহিত, ইচ্ছায় নাথ তোমার। ৮২৯।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

নাথ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ; তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।

জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক, তুমি সবার সৃজনকার হৃদাধার ত্রিভুবনেশ।

তুমি এক তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখসোপান, তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি মোক্ষধাম।

পূর্ণ হলো মনস্কাম, লয়ে আজি তব নাম, তব পায়ে শত বার, করি প্রণাম করি প্রণাম। ৮৩০।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—তাল একতালা।

পিতা কও কথা, তোমার কথা শুনে তাপিত প্রাণ করি শীতল।

ঐ শ্রীমুখের বাণী শুনিবার তরে, তোমার শ্রীচরণে আমি লইয়াছি শরণ।

এই সংসার মাঝারে পথ হারা হয়ে, কাঁদিতেছি

পিতা একা নিরাশ্রয়ে; বল বল পিতা কোন্ পথে গেলে, তোমার চরণ তলে আশ্রয় পাইব।

বিজ্ঞান দর্শনে শাস্ত্র আলাপনে, তৃষিত হৃদয় তৃপ্তি নাহি মানে; তাই বলি ও গো পিতা, ঘুচাও মনের ব্যথা, সদা গুরু হয়ে শিক্ষা দাও হে অন্তরে। ৮৩১।

কীর্ত্তন।

প্রভু দয়ার সাগর।

দয়ার সাগর প্রভু, প্রেমের সাগর।

একবার দাঁড়াও আমার বক্ষস্থলে, আমার সকল পাপ যাক্ চলে।

যদি চন্দ্র সূর্য্য যায় চলে, তবু তোমার দয়া নাহি টলে। ৮৩২।

রাগিণী জয়জয়ন্তী।—তাল চৌতাল।

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবনরাজদেব দেব, জ্ঞান-যোগে ভাব হে, তিনি তোমার সঙ্গে।

ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তাঁর সাথ, প্রাণপ্রাণ হৃদয়নাথ ভুল না রে তাঁরে।

রাগ সঙ্গীত মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে, তাঁর গুণ একতানে, গায় ত্রিভুবন ; ভয় কি অভয় দানে, তোষেন জগত জনে, ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে। ৮৩৩।

কীর্ত্তন।

পিতা খোল দ্বার, এসে দেখ হে দয়ার নিধি, অপরাধী সন্তানে।

আমি সেই তোমার পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান, দগ্ধিয়াছি বারে বারে পিতা তোমার প্রাণ ; আমার কোথাও কি আছে সুখ, ত্রিসংসার হয়েছে বিমুখ, তোমার প্রসন্ন মুখ তোল পিতা হেরি একবার নয়নে।

আমার অস্থি চর্ম্ম হয়েছে গো সার, দেখ্‌ছি আঁধার, অনাহারে পিপাসায় প্রাণ করে

হাহাকার; পিতা সদাব্রত তোমার দ্বারে, কখন কেউ না যায় ফিরে, আমি পুত্র হয়ে অনাহারে হারাব কি জীবনে।

তুমি নিজে প্রাণ দিয়েছ আমার, কি বলব আর, তাই ভেবে তোমার কাছে এলাম গো আবার; আমার অপরাধ সব যাও গো ভুলে, দয়া কর সন্তান বলে, আজ সাধ পূরে একবার পিতা লুটাই তোমার চরণে। ৮৩৪।

রাগিণী মুলতান।—তাল একতালা।

হৃদয় কাঁদিতেছে তাই। এই বিপদ সময়ে তোমারে না পাই।

একে পাপানলে অন্তর শুকায়, অন্য বিড়ম্বনা কেন আর তায়, আমি স্বতঃ পরতঃ পড়েছি ঘোর দায়, আমার আর কেহ নাই হে।

ওহে শৈশব না যেতে, কলঙ্কের হাতে সঁপেছিলাম আমি দেহ মন প্রাণ; আমার যত দুরাচার, যত দুঃখভার, তব চক্ষে বিদ্যমান হে;

দুর্জ্জন সন্তানে, অসহায় জেনে, আনিলে এখানে নিজ দয়াগুণে; আমি নিজ অহঙ্কারে, এত দিন পরে, যেন তোমায় না হারাই হে। ৮৩৫।

রাগিণী বেহাগ।—তাল আড়াঠেকা।

পিতঃ ক্ষম অপরাধ, অবোধ সন্তান আমি।
না শুনে তোমার কথা, করেছি কুকর্ম্ম কত,
হেলায় সুপথ ছেড়ে, হয়েছি কুপথগামী।

স্বাধীনতা মহারত্ন, স্নেহে মোরে দিয়ে তুমি, পাঠালে ভবের হাটে সুধা কিনিতে; হায় আমি কি করিলাম, বলিতে বিদরে হিয়ে, কিনিলাম সে মহা রত্নে, পাপ তাপ দুঃখরাশি। ৮৩৬।

রাগিণী ছায়ানাট।—তাল আড়া।

সঁপিলাম নাথ, প্রাণ মন আজ তোমার মঙ্গল চরণে।

জেনেছি জেনেছি নাথ মঙ্গলদাতা, পিতা পাতা, কেহ নাই আর তোমা বিনে।

ধর হে ধর হে নাথ, এই অধম সন্তানে, লও হে অভয়দাতা তব শান্তি নিকেতনে। ৮৩৭।

রাগিণী ভৈরবী।—তাল তেওট।

দেও অভয় পদ এ বিপদ কালে হে।

পাপানলে পড়ে প্রাণ যায় হে, দিয়ে দরশন বাঁচাও বিপন্ন জনে।

ঘোর বিষয়ের বনে, অন্ধ হয়েছি নয়নে, সময় পেয়ে শত্রুগণে, বুঝি বধে জীবনে।

ঘোর বিপদ সময়, ডাকি তোমায় দয়াময়, দেও কাতরে আশ্রয়, এই মিনতি চরণে। ৮৩৮।

কীর্ত্তন।

নাম তোমার দয়াল প্রভু, আমি শুনেছি হে।

আমি তাই শুনে এসেছি হে নিতে পদাশ্রয়।

ভিক্ষুক দ্বারে, তৃষ্ণায় মরে, দেখ দয়াময়; এবার শান্তিবারি দিতে হবে, ছাড়্‌ব না তোমায়।

কত যে পাপ করিয়াছি ঢাক্‌ব কি তোমায়, সে সব অন্তর্যামী পিতা তুমি জান্‌ছ সমুদায়।

তোমা বিনা আমার প্রভু কেহ নাই আর; কে করে মোচন, এ পাপীর নাথ, মস্তকের ভার। ৮৩৯।

বাউলের সুর।

দীননাথের চাইতে হবে।

এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে।

যদি পাষাণে বীজ না হল অঙ্কুর, তবে জগজ্জনে বল্‌বে কেন হে কাঙ্গালের ঠাকুর; যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল, তবে নাম দয়াময় বল্‌বে কে হে ভকতবৎসল তোমায় মনে হলে, পাষাণ গলে, (ও রূপ) মনাদি ইন্দ্রিয় সবে। ৮৪০।

বাউলের সুর।

ওহে দীনকাণ্ডারী চাও একবার দীনে।

যাদের সঙ্গে এসেছিলাম হে, সবাই গেল ফেলে; কেউ নিলে না হে সঙ্গে করে এই দীনহীনে।

দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে হে, পারে যাব বোলে; আর কে করিবে পার, তোমা বিনা এ সম্বল বিহীনে। ৮৪১।

সুর ঐ।

কি বলে তাঁর দিব পরিচয়।

তিনি দয়ার চন্দ্র প্রেমজলধি, দেখ্‌লে নয়ন শীতল হয়।

কোটী সূর্য্য এক করিলে তুলনা তাঁর নাহি হয়; তিনি অনন্ত আকাশে পূর্ণ আশ্চর্য্য আলোকময়। ৮৪২।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট।—তাল আদ্ধা।

তোমা বিনে কি আর সুখ আছে মম এ জগতে। তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, তুমি মাত্র আরাধিতে।

পদ নাহি বাঞ্ছা করে অন্য স্থানে যাইতে, কর নাহি করে স্পৃহা তব দ্রব্য ব্যতীতে।

কর্ণ নাহি বাঞ্ছা করে অন্য কথা শুনিতে, রসনা বাসনা করে তব গুণ গাইতে।

হৃদয় চাহে তোমারে প্রেম আলিঙ্গন দিতে, নয়ন চাহে সতত যথা তথা দেখিতে। ৮৪৩।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—তাল একতালা।

দয়াময়, একবার এ সময়ে, দাঁড়াও হে দেখি নয়নে।

আমার ভবের খেলা হল, সকলি ফুরাল, এখন স্থান দাও প্রভু তব চরণে।

দেখে পাপের তরঙ্গ, বাড়িছে আতঙ্গ, তাই

ভয় পেয়ে প্রভু ডাকি সঘনে; আমায় দাও হে চরণতরী, ও ভবকাণ্ডারী, নতুবা হে ডুবি এ পাপ তুফানে। ৮৪৪।

ঐ।

দীনবন্ধু, তোমায় সেই দিনে হে দেখ্‌ব কেমন বন্ধু তুমি।

কে পার কর্‌বে হে আমারে, শমনের দ্বারে, যে দিন গিয়ে বন্ধন পড়ব হে আমি।

ওহে তুমি বন্ধু বট, আমি কিন্তু শঠ, শঠের প্রেমে বুঝি হবে না প্রেমী; তুমি নির্ব্বিকার নির্ম্মল নিত্য বস্তু কিন্তু ও দীননাথ; তোমার শঠ সরল সমান হে অন্তর্যামী।

ওহে তুমি প্রাণ-বল্লভ, হও দীনবান্ধব, হতে হবে সে দিন অগ্রগামী; একবার সেই দ্বারে হে, যদি না দাঁড়াবে, (ওহে শমন-দমন) তবে কি হবে উপায় হে হৃদয়-স্বামী। ৮৪৫।

রাগিণী বিভাস।—তাল যৎ।

বড় আশার কথা শুনেছি নাথ কি দিব আজ তোমারে। সকল আশা পূর্ণ হবে স্বর্গে যাব সশরীরে।

শুনেছি সব ভক্ত জনে, গোপনে নির্জ্জন সাধনে, হৃদে পেয়ে তোমা ধনে ডোবেন আনন্দ সাগরে; তেমনি প্রেমে মত্ত হয়ে, তোমার সব দুঃখিনী মেয়ে, কবে তোমায় হৃদে পেয়ে স্বর্গ পাবে এ সংসারে। ৮৪৬।

রাগিণী বসন্তবাহার।—তাল ঢিমেতেতালা।

কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকি আমি বল। তোমা হেন সখা কে আর কে আর আছে বল বল।

বহু দিন ভগ্ন ঘরে, বাস করেছি অনাহারে, কৃপা করে যদি দেখা দিলে দয়াময়; চরণ ধরে

সকাতরে বলি হে তোমায়; এবার যেন জন্মের মত নিবারি হে চক্ষের জল।

কত দিন কত ক্ষণে, ভাবিয়াছি সংগোপনে, শুভ ক্ষণে দরশনে জুড়াব জীবন; অকিঞ্চনে কত দয়া দেখিব কেমন; পূরাইলে সকল আশা প্রদানিলে কত ফল।

উৎসবেতে পাপী সনে, বসিলে হে একাসনে, দেখাইলে কত ব্যাপার নয়নে নয়নে; প্রাণান্তে সে সব যেন কভু ভুলিনে; এবার যেন নব বর্ষে সকল আশা হয় সফল। ৮৪৭।

কীর্ত্তন।

প্রভু তোমার বিচারে যা হয়, এবার আমায় তাই কর হে। আমি সকল ছেড়ে সার করেছি তোমার চরণ আশ্রয়।

প্রভু তোমার নামের গুণে বোবায় না কি কথা কয়; আবার পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি অন্ধ চক্ষে দেখ্‌তে পায়। ৮৪৮।

বিভাস।—তাল কাওয়ালী।

মা আমারে কর কোলে; কত দিন আর কেঁদে কেঁদে, ভাসিব নয়নের জলে।

সয়েছি যাতনা যত, বলে তা জানাব কত, জীবনে মৃতের মত, পড়ে আছি ধরাতলে।

এস এস একবার, করুণাময়ী মা আমার, ঘুচাও আসি হৃদয়ের ভার, দেখা দিয়ে হৃদ্-কমলে। ৮৪৯।

ঈশ্বরের এক শত আট নাম।

বল বল, বল আনন্দে সবে।

জয় অকিঞ্চননাথ, অমৃত অক্ষয়;
অন্তর্যামী, অন্তরাত্মা, অনন্ত, অভয়।
জয় অগতির গতি, অখিলকারণ;
অরূপ, অনাথবন্ধু, অধমতারণ।
জয় করুণানিধান, কাঙ্গালশরণ;
কৃপাসিন্ধু, কল্পতরু, কলুষনাশন।
জয় গতিনাথ, গুণনিধি, জ্ঞানময়;

চিরসখা, চিন্তামণি, চিদানন্দময়।
জয় জগতআধার, জীবের জীবন;
জগন্নাথ, জ্যোতির্ম্ময় জগতপালন।
জয় দয়ার ঠাকুর, দারিদ্র্যভঞ্জন;
দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু, দুর্ল্লভ রতন।
জয় দরিদ্রপালক, দেব, দয়াময়;
জয় ধর্ম্মরাজ, নিত্য, নিখিলআশ্রয়।
জয় নিত্যানন্দ, নিরুপম, নিরঞ্জন;
নিষ্কলঙ্ক, নির্ব্বিকার, নয়নঅঞ্জন।
জয় পিতা, পাতা, প্রভু পতিতপাবন;
পরব্রহ্ম, পরাৎপর, পাষণ্ডদলন।
জয় পূর্ণ, পরিত্রাতা, পুণ্যের আলয়;
প্রাণধন, পুরাণ, পবিত্র প্রেমময়।
জয় পরম ঈশ্বর, প্রসন্ন বদন;
পরমাত্মা, প্রজাপতি, প্রীতিপ্রস্রবণ।
জয় ব্রহ্ম, বিশ্বপতি, বিপদবারণ;
বিজয়, বিধাতা, বিভু, বিঘ্নবিনাশন।
জয় ভকতবৎসল, ভুবনমোহন;

ভবকাণ্ডারী, ভূমা, ভবভয়হরণ।
জয় মহিমার্ণব, মৃত্যুঞ্জয়, মহান্;
মুক্তিদাতা, মোক্ষধাম, মঙ্গলনিদান।
জয় যোগেশ্বর, শুদ্ধ, শান্তির আকর;
শ্রীনিবাস, স্বর্গরাজ, স্বয়ম্ভু, সুন্দর।
জয় স্বপ্রকাশ, সদ্গুরু, সারাৎসার;
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী, সর্ব্বমূলাধার।
জয় সর্ব্বোত্তম, সর্ব্বারাধ্য, সুখময়;
সুধাসিন্ধু, সিদ্ধিদাতা, স্রষ্টা, স্নেহময়।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, সত্য, সনাতন;
জয় জয় হৃদয়েশ, হৃদয়রঞ্জন। ৮৫০।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল মধ্যমান।

পিব রে হরিনামামৃতরসং, রসমেবহি সুরসং।
রসনে! রসসদনে, কুরু রে ক্ষণমলসং।
কথমিক্ষুং পরিবাঞ্ছসি, চূতশ্চা পনসং, দধিদুগ্ধ
ঘৃতস্তদেব ত্যজ রে খলু বিরসং। ৮৫১।

রাগিণী ঐ। তাল একতালা।

হরিনামমাত্রকেবলং।
তন্নুতে কলৌ সকলং ফলং।
দানেন কিং, ধ্যানেন কিং, যোগেন কিং তন্নিষ্ফলং।
নাম্নি সুখম্ভবতি, প্রীতিং সঞ্চরতি, অধমজন-তারণং হরের্নামৈব কেবলং। ৮৫২।

রাগিণী ঐ।—তাল মধ্যমান্।

বসতু মম মানসে তব চরণং।
হরতু তাপমলং বিতরতু পরে ত্বয়ি ভজনং।
ভবতু নিমিত্তমহো তব গুণকথনে, বিশতু হৃদয়ে পুনঃ বিগুণিতমননে, দিশতু মম মানসে দীনশরণ! তব পথোঽনুদিনমনুসরণং, অপনয়তু পাপচয়ং কুমতিমভিমানং, স্ফুরতু তদত্র সদা কলুষকুল-মথনং। ৮৫৩।

রাগিণী সিন্ধু।—তাল মধ্যমান।

নাথ! কোহি তব তত্ত্ব মবিশেষং।

হৃদি নিদধাতিচ জহাতিচ খেদমশেষং।

বিনা কৃপাকণয়া, স্ফূরতি ন হৃদয়ে তত্ত্ব-বিদোহপি ভজনরসলেশং।

বিতর করুণা মহো ময়ি অতিদীনে, ভজন পূজনাদিকশরণবিহীনে, পারয় ভব জলধৌ, বারয় মম মনসঃ সংসৃতিবিষয়বিনিবেশং।৮৫৪।

রাগিণী মূলতান। তাল আড়াঠেকা।

ময়ি দীনে কুরু করুণালেশং।

বিবুধবিভাবিতচরণসরোরুহ, হর মম ক্লেশ-মশেষং॥

হৃদয়নন্দন! মম যাচিতমেবং, বারয় কুমতি কলুষপ্রতিযানং, দীনজনস্য মম বহু দিনসঞ্চিত সুবিদিতদুরিতবিনাশং।৮৫৫।

রাগিণী ঐ।—তাল ঐ।

হরে! কহি তব বেদ মহিমানং।
বিবুধোঽপিসুবিধুরো ন জানাতি তত্ত্ব সন্ধানং।
তর্কাবিদোঽপি বহুতর্কবচনাদনুমানং গায়তি ঋষিগণোঽপি বীণয়া গুণগানং।
নর্ত্তয়সীহ বহুতত্ত্ববিদং বারয়সি প্রণতস্য বিষয়রসপানং;
মুহুতি করোতি কুমতিরহহ অভিমানং, নহি নহি মুঞ্চ মামবিবেকশয়নশয়ানং। ৮৫৬।

রাগিণী লুম খাম্বাজ।—তাল ঠুংরি।

ক্যা শোচ মে হো কর্‌লে সওদা, জগদো দিন্‌কি হ্যায় বাজারিয়া।
ষব আওয়ে রবিহূত পাগড় লে চলে গা, ভুল পড়ে সব নাগরিয়া।
পানি ঘটা ঘটা পড় রসরি টুটি, এক চঞ্চল নারী ভরে গাগরিয়া।

শুণন্ শুণন্ সব পার উতার গেই, হাম নির-
গুণ ভই বাঁওরিয়া। ৮৫৭।

রাগিণী পাহাড়ী।—তাল আদ্ধা।

মোকো কাঁহা ঢুড়ো বন্দে, মায়তো তেরে পাশ মো। ন হোঁয়ে মো ঝগড়ি বিগ্ড়ি, ন মেয় ছুরি গড়াস্ মো, ন হোঁয়ে মো থাল রোমমে,ন হাড্ড়ি মাস মো।

ন দেবল মো ন মস্জিদ মো ন কাশী কৈলাস মো, ন হোয়ে মেয় আউধ দ্বারকা, মেরা ভেট বিশ্বাস মো।

ন হোয়ে মে ক্রিয়া করম মো, ন যোগ বৈরাগ সন্ন্যাস মো, খোজেগা তো আ মেলোঙ্গা, পল্ ভরকে তলাস মো।

সহরসে বাহার ডেরা হামারি, কুঠিয়া মেরি মৌয়াস মো, কহত কবীর শুন ভাই সাধু, সব সন্তান কি সাথমো। ৮৫৮।

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল যৎ।

হরিকে নাম না লেয়েৎ গোঁয়ারা, ক্যা শোচতা বারম্বারা।

দরশন করনা চাহিয়ে, তো দরপণ মাজত্ রহিয়ে; যব্ দরপণ লাগে কাই, তো দরশন কাঁহাতে পাই।

পার উতারা না চাহিয়ে, তো গোঁওটে সে মেল্ রহিয়ে; যব উতরি পাতরি গেয়া পারা, তো কাঁহা হাম্ কাঁহা জগৎ সংসারা।

দেখ কবীরজীকে করণী, ওয়াকে অন্তর বিচ্‌কা তরণী; কা তরণীকা ফাঁন্দা ছুটে, তো রহস রহস যম্ লুটে॥ ৮৫৯।

রাগিণী কালহ্যাংড়া। তাল ঠুংরি।

তন্ মন্ সে যো হরকো জানে, মুখে প্রেমকী বাণী, কহে কবীরা শুন্ ভাই সাধু ওহি সাঁচ্চা জ্ঞানী।

মান্‌কা ফেরাকে জনম গোঁয়াই, না গেয়া মন্‌কা ফের, হাত্‌কে মান্‌কা ডারকে আব্‌ মন্‌কা মান্‌কা ফের।

মালা ফেরাকে হরকো পাঁওয়ে, মেয় ফেরাওঁয়ে ঝাড়, জেরা পাথ্‌ল পূজকে হরকো পাওঁয়ে তো হাম্‌ পূজে পাহাড়। ৮৬০।

কীর্ত্তন।—একতালা।

তোমরা দু ভাই, পরম দয়াল হে গৌর, গৌর নিতাই।

তোমরা জীবের দশা, দশা মলিন দেখে, না কি নাম এনেছ গোলোক থেকে।

তোমরা যারে তারে না কি দাও কোল, কোল দিয়ে বল হরিবোল।

আমরা গিয়েছিলাম অনেক ঠাই, কিন্তু এমন দয়াল দেখি নাই।

গৌর আমিত ভজনে খাট, তুমিত দয়াল বট॥ ৮৬১।

বাউলে।—খ্যামটা।

ফকিরী করবি, পারবি রে মন। ছেড়ে সব খুটি নাটি ময়লা মাটী খাঁটী হবি রূপ চাঁদি যেমন।

ফকিরী নয় সামান্য, হতে হয় দীন দৈন্য, আদর্শ শ্রীচৈতন্য কর রে দর্শন; পার যদি তেমনি করে, ডুবিতে প্রেমসাগরে, পাবে অমূল্য নিধি, পরমতত্ত্ব মুক্তিধন। ৮৬২।

বাউলে।—একতালা।

মিছে পরের ভাব না ভেবে আমার পরাণ গেল। কিছু হল না রে, ভবে আসা যাওয়া কেবল সার হল।

ঘৃতকুম্ভ লয়ে শিরে, যাই কত আশা করে, মুরগী বেচে বকরী কিনব রে; বকরির বাচ্চা বেচে কিনব গোরু, দুধ বেচে তায় করব জোরু, লেড়কা ডাকবে খানা খেতে, নেহি খাঙ্গা বাতে, মাথা নাড়তে কলসি ভেঙ্গে গেল।

পিতা পুত্র উভয় জ্বরে, পিতা ব্যস্ত পুত্রের তরে, ঔষধ আন্‌তে পথেতে মরে; ও যার রোগ হইলে দেখায় বৈদ্য, নিবারিতে দেয় ঔষধ, (ও সেই কবিরাজ) আপনি চিন্তার জ্বরে মরে, চিকিৎসা না করে, ভেবে ভেবে তনু জরা হল। ৮৬৩।

কীর্ত্তন।—খ্যামটা।

হরিনামের নাই তুলনা সদাই হরিবোল।

নামে অজামিল বৈকুণ্ঠে গেল রে, তারে যমদূতে ছুঁতে পেলে না।

যদি বিষয়েতে সুখ পেত রে, তবে লালাজী (লালা বাবু) ফকীর হত না। ৮৬৪।

আলেয়া।—কাওয়ালী।

আমি কেমন করে করি বল সত্যের সাধনা।

আমায় সতত চঞ্চল করে রিপু ছয় জনা।

সত্যেতে উৎপত্তি ধর্ম্ম, রাজা যুধিষ্ঠির তার

জানে মর্ম্ম, আমার হল বৃথা জন্ম জান্‌তে পারলাম না।

ছয় রিপুতে ঝগড়া করে, আমায় সত্যনাম না দেয় সাধিতে, জ্বালিয়ে মারে দিনে রাতে মতে চলে না।

পঞ্চভূতে করে ঝগড়া, দিলে ছারে খারে সোণার আখড়া, মানব দেহের মালিক মাকড়া তাও চিন্‌লাম না। ৮৬৫।

বিভাস।—একতালা।

ভবে কত দিন আমায় ঘুরাবে। সারা হলাম ভেবে; আমি দিবা নিশি ডাকি, শুনেও শুন না কি, এ অধমে ফাঁকি দিলে কি যশ হবে।

কোরে থাকি যদি অপরাধ ঐ পদে, শরণ নিলে মাপ হয় না কি বিপদে, একবার দয়া করে এস আমার হৃদে, (দয়াময় হে) হরি তব দয়া বিনে কে তোমায় পাবে।

ভক্ত আদি কিম্বা অভক্ত সকল, তোমায় যদি ভোলে তুমি কি তায় ভোলো, তব নাম হরি পথের সম্বল, (দয়াময় হে) হরি তুমি কৃপাময় বলে যে সবে। ৮৬৬।

কীর্ত্তন।—একতালা।

মুখে হরিনাম, ব্রহ্মনাম বল রে আমার মন। হল দিন আখিরি, অল্প দেরি, নিকটে কাল এল শমন।

হরিনাম সুধাসিন্ধু, পান কর তার এক বিন্দু নাম পরম বন্ধু; খেলে নামের সুধা, ভাঙ্গবে ক্ষুধা, পাপ তাপ হবে রে তোর সব বিমোচন।

নামরসেতে ডুবে থাক, দীনবন্ধু বলে ডাক, চেয়ে কি দেখ; ডুবলে নামসাগরে নামের নীরে, ও তুই পাবিরে অমূল্য রতন। ৮৬৭।

বাউলে।—একতালা।

আমার মন কি যেতে চাও সুধা খেতে আনন্দ-পুরে। তথায় রাগের মানুষ চলে নির্ব্বিকারে।

তথা নাই হিংসা নিন্দে, জরা মৃত্যু প্রভাত সন্ধ্যে, রত্ন ছটায় দীপ্তমান করে; তথায় নাহি চন্দ্র দিবাকর, ব্রহ্মা বিষ্ণুর অগোচর, তথায় পবন যেতে নারে, তুই যাবি কি কোরে, সাহসে কি ঢেঁকি গিল্‌তে পারে।

আনন্দময় বাজার খানি, সদা উঠছে প্রেমের ধ্বনি, বারুদে আগুনে এক ঘরে; তথায় কামী লোভী যেতে বারণ, শুদ্ধ হয় যার রাগের কারণ, লয়ে রূপের প্রদীপ হাতে, যেতে হবে পথে, সন্দ তম কেবল দূর কোরে।

গোসাঞী বৈষ্ণবচাঁদের বাণী, শুদ্ধ হয় যার ভক্তি খানি, মনে করলে সে যেতে পারে; ও চাকুরে বেনা গাছে বসে, ডুমুর গেল কোন্ সাহসে, তোর কি যাবার এমনি ধারা, শোন্

রে চাকুরে, পিপড়ের পাখা ওঠে মরবার তরে। ৮৬৮।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—একতালা।

গোঁসাঞী আমার যা করে তাইত হবে, কি করবো ভেবে।

আকাশেতে পাখি ওড়ে, উড়িতে না পারে বেগে ; ও তার যত শক্তি তত ওড়ে, আবার পুনঃ এসে ভবে পড়ে।

দরিদ্র যায় লঙ্কাপার, তবু না ঘোচে মনের ভার, সে যে দৌড়ে বেগে ; ও সে স্বর্ণ বোলে হরিদ্রের গুঁড়ো, বাঁধে মনের অনুরাগে। ৮৬৯।

বাউলে।—একতালা।

ফকিরী নেওয়া গোসাঞী কেমনে পারি। (তাই বল গোসাঞী) আপন মনের অনুরাগে নেয় ফকিরী গোসাঞী।

ফকিরী নেওয়া অতিশয় কঠিন, সে দিন ধরতে গেলে হতে হয় যে দীনের অধীন; আপনার মান অপমান ত্যেজে, হতে হয় নাছের ভিখারী।

গোসাঞী আমার শ্রীরূপ সনাতন, ফকিরী নিয়ে ছিল তারা ভাই দুই জন; তারা বাদসার উজিরী ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা করোয়াধারী। গোসাঞী।

গোসাঞী বৈষ্ণব বাউলে বলে, পরসুখে সুখী হলে অঙ্কুর জন্মে অন্তরে; আপনার মান অপমান ত্যেজে, হতে হয় নাছের ভিখারী। গোসাঞী। ৮৭০।

বাউলে।—ঠুংরি।

হরিনামামৃত রসে ডুবে থাক রে মন রসনা।
ধ্রুব প্রহ্লাদ ডুবেছিল, ডুবে তারা রত্ন পেল, হরি তাদের কোলে নিল, ঘুচিল ভবযন্ত্রণা।

জগাই মাধাই পাপী ছিল, হরিনামে তরে

গেল, হরি তাদের কোলে নিল, (হরি কোলে নিতে) ঘুচিল পাপযন্ত্রণা। ৮৭১।

বাহার।—কাওয়ালি।

হরি বলে ডাক রসনা ক্ষতি হবে না। কুবাসনা কুমন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে ছাড় না।

দীক্ষা গুরুর পদে রাখ মন, শিক্ষা কর যথা আছে ভাগবতগণ; ওরে প্রেমসুধা পান করিলে পাপ ভয় আর রবে না।

হরিভক্তসঙ্গে কর তত্ত্ব আলাপন, ক্রমে ক্রমে হবে তোমার প্রেমের উদ্দীপন; আবার ডোর কপিনের তত্ত্ব জেনে কর সত্যের সাধনা।

হরিনাম গানে যে দিন হইবি পাগল, দেহ ছেড়ে ভজনবাদী পলাবে সকল; শান্ত দাস্ত সাধন কোরে হরিপদে মজ না।

অধীন দীন দাসের ভাবনা, তন্ত্র মন্ত্র নাহি

জানি ভজন সাধনা; আবার গোসাঞী বলে অনুরাগী বিনেত কেউ পারবে না। ৮৭২।

সিন্ধু মল্লার। কাওয়ালী।

বাঁকা মন্‌কে করতে নারলাম সোজা। বয়ে বেড়াও ভূতের বোঝা, হিসাব দিতে দেখবি এক দিন মজা।

বলেছিল সাধু জনা, ভক্তির লেশ তোর নাই এক কণা, গুরুবাক্য ঐক্য হয় না, ভজন সাধন করলি বাঁশের গোঁজা।

দেহের রিপু যোল জনা, মন তোর কথা শুনে না, লুটলে রে তোর মহলখানা, হল তারা তোদের দেশের রাজা।

কূল হারায়ে খবরদারি, বাইরে কর ফক্কা জারি, বেদরে বেরাল ব্যাপারী, প্যাচা হয়ে বাঞ্ছা সোণার খাঁচা। ৮৭৩।

বাউলে।—খ্যামটা।

গোলে মালে দিন কাটালি। ও তুই এসে ভবে, মায়ার্ণবে, চির দিনের ধন খোয়ালি।

ধনের মধ্যে ষোল আনা, হেঁগো কত হল পাওনা দেনা, ঠিক রাখ না; একবার হিসাব করে দেখরে ক্ষ্যাপা মূলে হাবাৎ হয়ে গেলি।

এলি রে ব্যাপারের আশে, ও তোর পূর্ব্ব ধন সব নিলে লুটে, ফড়ো জুটে; আবার ছয় জনায় গোলযোগ করে কেউত হরির নাম নিলে না; ও তোর বেচা কেনা, উলট দেনা, দেনার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না, এবার ভবে লাভ হল না। ৮৭৪।

ঐস্থর।

ক্ষ্যাপা তোর গেল বেলা। (হায়) এমন সোণার ঘরে কল্লিরে তুই ভূতের খেলা।

ঘরে বসে দেখলি নারে মন, ও তোর অন্তপুরী কল্লে চুরি অমূল্য রতন, ওরে অমূল্য রতন;

কখন আস্‌বে শমন, কর্‌বে বন্ধন, দেখলি না তুই কোরে হেলা।

ওরে একটী মাণিক সাগর সেঁচা ধন, সেই মাণিক তোর ঘরে হতে যায় রে অকারণ, ক্ষ্যাপা যায় রে অকারণ; তোর ঘরের শূলে, লাভে মূলে, লুঠলে রে তোর ভেঙ্গে তালা।

ওরে দাসে বলে শোনরে মন ভোলা, দয়াল হরির চরণ তলে বাঁধগে ভেলা, ক্ষ্যাপা বাঁধ রে ভেলা; আবার সার করে তাঁর শ্রীচরণ, নাম কর রে জপমালা। ৮৭৫।

বাউলে।—ঠুংরি।

ভাবের ভাবুক, প্রেমের প্রেমিক হয় রে যে জন।

ও তার বিপরীত রীতি পদ্ধতি; কে জানে কখন সে থাকে কেমন। (ভাবের মানুষ)

তার নাই আনন্দ নিরানন্দ, লভি নিত্য প্রেমানন্দ, আনন্দ সলিলে যেন তার ভাসছে

দুনয়ন ; ও সে কভু আপন মনে হাসে, আবার কখন বা করে রোদন। (ভাবের মানুষ)

সে জ্বালাইয়ে প্রেমের বাতি, বোসে থাকে দিবা রাতি, ভাব-সাগরে, অকূল পাথারে ডুবাইয়ে মন ; ও তার হস্তগত সুখের চাবি, তবু করে না সুখ অন্বেষণ। (ভাবের মানুষ)

চা'ল চলন সকল বে আড়া, আর এক কাণ্ড সৃষ্টিছাড়া, পূর্ণিমার চাঁদ হৃদয় বেড়া তার আছে সর্ব্বক্ষণ ; সে শশীর নিশি দিশি সমান উদয় ; সে চাঁদের নাই রে আর অস্তগমন। (তার হৃদয়চাঁদের)

তার চন্দনে হয় যেমন প্রীতি, পঙ্ক দিলেও তেম্নি তৃপ্তি, চায় না সে সুখ্যাতি, তার তুল্য পর আপন ; সে আসমানে বানায় ঘর বাড়ী, দগ্ধ হ'লেও এ চোদ্দ ভুবন। ৮৭৬।

বাউলে।— খ্যামটা।

করিতে হরিসাধন, হরি স্মরণ, মন তুমি কেন নারাজি।

যদি কোনক্রমে, ভুল ভ্রমে, ইচ্ছা হয় মন হরিভজি; তুমি তায় হয়ে বক্র, কোরে চক্র, কররে কত কারসাজি।

তোরে সাধলে যেতে, তত্বপথে, ভুলেও তাতে না হও রাজী; কেবল মায়ার মাঠে, আশার হাটে, করছ সদা দরিয়াবাজি।

ও তোর আছে ঠেঁটা, সঙ্গী ছটা, লাগিয়ে তোরে ভেল্কী বাজি; তারা দুধ বোলে জল খাইয়ে তোমায় করছে কত সরফরাজি।

সেই সঙ্গীদের কুরঙ্গ রসে মন তুমি গিয়েছ মজি; ও মন ডুবিলি ডুবালি আমায়, না বুঝে তাদের দমবাজি। ৮৭৭।

মিশ্রমল্লার।—রূপক।

চলেছে তরণী, প্রসাদ পবনে,
কে যাবে এস হে, শান্তি ভবনে।
এ ভব সংসারে, ঘিরেছে আঁধারে,
কেন রে হেথা বসে ম্লান মুখ!
প্রাণের বাসনা, হেথায় পূরে না,
হেথায় কোথা প্রেম, কোথা সুখ!
এ ভব কোলাহল, এ পাপ হলাহল,
এ দুখ শোকানল দূরে যাক;
সম্মুখে চাহিয়ে, পুলকে গাহিয়ে,
চলরে শুনি চলি তাঁর ডাক;
বিষয় ভাবনা, লইয়ে যাব না,
তুচ্ছ সুখ দুঃখ পড়ে থাক।
ভবের নিশীথিনী, ঘিরিবে ঘনঘোরে,
তখন কার মুখ চাহিবে;
সাধের ধন জন, দিয়ে বিসর্জ্জন,
কিসের তরে প্রাণ রাখিবে। ৮৭৮।

আশাভৈরবী।—ঠুংরি।

বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি।
দগ্ধ হৃদয় লয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে,
ঊর্দ্ধমুখে নর নারী।
না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ,
না থাকে শোক পরিতাপ;
হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্,
বিঘ্ন দাও অপসারি।
কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ,
কেন এ মান অভিমান?
বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে,
জয় জয় হোক তোমারি। ৮৭৯।

কর্ণাটিভজন।—একতালা।

সকাতরে ওই, কাঁদিছে সকলে
শোন শোন পিতা।
কহ কাণে কাণে, শুনাও প্রাণে প্রাণে,
মঙ্গল বারতা।

ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায়, হারায়ে যায়,
না মানে সান্ত্বনা।
সুখ আশে, দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে।
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা,
সন্ধ্যা হয়ে আসে;
কাঁদে তখন, আকুল মন
কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি, বিশ্বপতি,
শান্তি কোথা আছে;
তোমারে দাও, আশা পূরাও,
তুমি এস কাছে।৮৮০।

দেশ সিন্ধু।—ঠুংরি।

সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে।
প্রেম আলোকে প্রকাশ, জ্যাপতি হে।
বিপদ সম্পদে থেকো না দূরে,
সতত বিরাজ হৃদয়পুরে,
তোমা বিনে অনাথ আমি অতি হে।
মিছে আশা লয়ে সতত ভ্রান্ত,
তাই প্রতিদিন হতেছি শ্রান্ত,
তবু চঞ্চল বিষয়ে মতি হে;
নিবার নিবার প্রাণের ক্রন্দন,
কাটহে কাটহে এ মায়া বন্ধন,
রাখ রাখ চরণে এ মিনতি হে। ৮৮১।

সিন্ধু।—একতালা।

মন কি রে এত দিনে বুঝলি না।
অনিত্য সংসারে তুই মুক্তি তো কভু পাবি না।

কামনা কামনা করে জীবনমোচন কভু কি হয়; যদি পাবি (ওরে ও মূঢ় মন) পরম পদ, ও মন ভগবতে ভাব না।

কামনা হইতে হয়, শোক তাপ সমুদয়, কামনায় অমঙ্গল তাও কি মন জান না;

সিদ্ধ যদি হবে মন, হরিপদে রাখ মন, কামনা (ওরে ও মূঢ় মন) আগুনে শান্তিবারি ও মন তুই ঢেলে দেনা॥ ৮৮২।

গৌড়সারঙ্গ।—একতালা।

ডাকি সকাতরে মিলি শিশুগণ,
অপার করুণা কর বিতরণ।
অজ্ঞান আঁধার করিয়া বিনাশ,
প্রেম-পুণ্যালোক করহে প্রকাশ।
অন্তর করহে কুসুম কোমল,
সিংহসম দাও বিক্রম প্রবল।
আশিখিয়া শুভ করহে সাধন,
সবোপরি দাও বিশ্বাস রতন। ৮৮৩।

সিন্ধু।—পোস্ত।

আপনাতে আপনি থাক, যেও না মন কারো দ্বারে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খুঁজলে নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সেই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে; কত রত্নমণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাছ দুয়ারে। ৮৮৪।

ঝিঝিট।—পোস্ত।

হরি কাণ্ডারী যেমন, আর কি তেমন আছে নেয়ে। ভবে পার করেন হরি অভয় চরণ তরি দিয়ে।
তরণীর এমনি গুণ, নাইকো হাল নাইকো গুণ, পার করেন নিজগুণে নির্গুণেরে সদয় হয়ে। ৮৮৫।

ঝিঝিট।—তাল ঠুংরি।

চেয়ে দেখ সবে, ওহে সহৃদয়গণ,
কত দুঃখানলে দেশ হতেছে দহন।

সুরার অনলে, দেশ গেল জ্বলে, ঈশ্বরে স্মরিয়ে সবে জাগহে এখন।

নিদ্রা পরিহার, করিয়ে এক বার, স্বদেশের হিতে সবে করহে যতন।

দেখহে সকলে, সুরার গরলে, জর জর হল কত বঙ্গবাসিগণ; কত জ্ঞানবান্, সুবোধ বিদ্বান, সুরা পান করি হয় পশুর মতন।

সুরাবিষ পানে, কত শত জনে, অকালে চলিয়ে গেল শমনভবন; তাদের পরিবার, করিছে হাহাকার, থেক না থেক না আর ঘুমে অচেতন। ।৮৮৬।

বাউলে।—খ্যামটা।

রে অবোধ মন, হরি রূপ করিবে যদি দর্শন।
আছেন অন্তরে বাহিরে হরি, দেখ হরিময় এই ত্রিভুবন।

জ্ঞান চক্ষে দেখ হরিরূপ, হৃদয় মাঝে প্রেমঘন আনন্দস্বরূপ; অতি অপরূপ, ভুবনমোহন রূপ; সেরূপ যে দেখেছে হিয়া মাঝে, সে যে মজেছে জন্মের মতন।

জলে স্থলে অনলে হরি, পবনে গগনে গ্রহ নক্ষত্রে হরি; নীরদে হরি, বিদ্যুতে হরি; নদী সিন্ধু গিরি তরুকুঞ্জে হরি বিরাজিছেন সর্ব্বক্ষণ।

হরি আমার অঙ্গআভরণ, হরি আমার মাথার মুকুট রসনার অশন; হৃদয়রতন, কর্ণের শ্রবণ; আমার নয়নের অঞ্জন হরি, হরি লজ্জানিবারণ বসন।

হরি আমার বাগান ঘর বাড়ী, হরি আমার খাট বিছানা বালিস মশারি; ভাঁড়ার ভাঁড়ারী, সিন্ধুক আলমারি; আমার আঁধার ঘরের প্রদীপ হরি, হরি অমূল্য পরশ রতন।

হরি আমার গুরু মহাজন, পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন; জাতি কুল ধন, ভজন সাধন; আমার জীবনের জীবন হরি, বল বুদ্ধি দেহ প্রাণ মন। ৮৮৭।

(দশকুশী) কিবা প্রেমসিন্ধু গোরা রায়, নিতাই তরঙ্গ তায়, হরি-কৃপা-বায়ু চারি পাশে।

প্রেম উথলিয়া পড়ে, 'জগত হাঁপাল ছাড়ে, তাপ তৃষ্ণা সবাকার নাশে।

(ঠুংরি) তাতে ডুবি রূপ সনাতন, তুলি নানা রত্ন ধন, যতনে গাঁথিল প্রেমমালা; নামসূত্র গ্রন্থি করি, লহ জীব কণ্ঠে পরি, হারাইও না করি অবহেলা। কিবা ফুটিল কমল বন, মাতিল ভ্রমরগণ, চৌদিকে ছুটে তার বাস; ভক্তহংস চক্রবাকে, পিব পিব বলি ডাকে, বঞ্চিত গোবিন্দ দাস। ৮৮৮।

বাউলে।—একতালা।

একটী আঁধার ঘরে বিরাজ করে রসের বাতি।

আলোর বিরাম নাই গো, সে যে সমান ভাবে জ্বলে দিবা রাতি।

যে বুঝেছে বাতির মর্ম্ম, হয়েছে তার সফল

জন্ম, সংসারে ঘটে না দুর্গতি; ও সে লুকিয়ে আর করে না কর্ম্ম, অতীত সে ধর্ম্মাধর্ম্ম, রয় না আত্মঅভিমান, হরিগতপ্রাণ, নিত্যানন্দপুরে অবস্থিতি।

আকাশ পাতাল ভূতল যুড়ে, বাতির আলো বেরয় ফুঁড়ে, চোরে নারে কর্ত্তে ডাকাতি; কথা শুনলে লোকে বলবে ক্ষেপা, আলো থাকে আঁধার চাপা, যাদের নাহি নয়নতারা, দেখ্‌তে পায় না তারা, উলটে মরে কেবল পাঁজি পুথি। ৮৮৯।

বাউলে।—একতালা।

হরি হরি বল ওরে মন, লাভ বই ক্ষতি হবে না।
যত সাধু মহাজন করে ঐ নামের বেচাকেনা।

মোটা লাভের ব্যবসা বটে তা কি জান না; ওরে এই ব্যবসায় ধ্রুব প্রহ্লাদ করে গেছেরে বালাখানা।

এতে ব্যাপার হবেই হবে সন্দ কোরো না;

তা নৈলে গৌর নিতাই এত বিলিয়ে যেতে পারত না।

তোর সাত পুরুষে এক্কাল ধরে করেছে যত দেনা ; তা শোধ দিয়ে, সাত পুরুষ বসে করবিরে বাবুয়ানা।

কথার কথা নয়রে ও মন কাজ করে দেখ্ না ; মিছে অসার ভাবনা ভেবে আর পুঁজি ভেঙ্গে খেও না। ৮৯০।

কীর্ত্তন।—খয়রা।

হিয়ার মাঝারে, বসায়ে তোমারে,
হেরিব হে প্রেমমুখ ; হেরে অপরূপ রূপ,
আনন্দে মাতিব, পাশরিব সব দুখ।

যেরূপ সাগরে, আনন্দ অন্তরে, ভকত মকরগণ ; বাসনা বন্ধন, করিয়ে ছেদন, রয়েছে চির মগন।

বড় আশা মনে, প্রেমনয়নে, নিরখিব

ঐ রূপ ; ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে, ও পদকমলে হয়ে রব হে মধুপ।

নয়নাশ্রুজলে, ও পদ্ম পাখালি, বসাইব হৃদাসনে ; প্রেমচন্দনে করিয়া চর্চ্চিত, পূজিব আনন্দ মনে।

দিয়ে নামাবলী গায়, নামমালা জপ করিবহে দিবা নিশি ; ঐ প্রেমমুখ পানে, রহিব চাহিয়ে, ধ্যানের ঘরেতে বসি।

রূপসুধা পান, নামগুণ গান করিব আনন্দ মনে ; নাম রত্নহার, পরিয়ে গলায়, মাতিবহে সঙ্কীর্ত্তনে। ৮৯১।

যোগিয়া।—একতালা।

কিবা মনোহর, প্রভাত সুন্দর, জাগিল প্রকৃতি হেরি দিবাকর।

নিদ্রা ত্যাজি যথা শিশু পুলকিত, হাসি হাসি মুখ প্রফুল্ল অন্তর।

কুসুম হাসিল, বিহগ পূরিল মধুর কূজনে

কানন ভূধর; বহে সমীরণ, অমনি তখন, খেলে তরঙ্গিনী, নাচে তরুবর।

নিরমল কিবা প্রকৃতির শোভা, ঊষার বিকাশে কিবা সুখকর; পারি যেন হতে, বিভুর প্রসাদে, ঊষা সম মোরা নির্ম্মল সুন্দর। ৮৯২।

ঝিঁঝিট।—ঠুংরি।

কাননের পাখী নাহি কিছু ধন, তথাপি দেখিতে সুন্দর কেমন।

সরসীমোহিনী প্রফুল্ল নলিনী, সুবিমল বেশ করিয়া ধারণ; মধুর বাতাসে, মধুমাখা হাসে, অপরূপে কিবা মোহিছে ভুবন।

প্রকৃতির কোলে, বসিয়া বিরলে, সুন্দর গোলাপ শোভিয়া কানন; যেন কি উদ্দেশে, পূজিছে হরষে, মধুর সুবাসে বিভুর চরণ; কভু কি পারিব করিয়া যতন, হইতে পাখী বা ফুলের মতন? ৮৯৩।

লুম ঝিঝিট।

রাণীরে তারহে, চিরায়ু করহে, হে ঈশ্বর।

করহে জয়িনী, মহিমাশালিনী, সবার-পালিনী, হে ঈশ্বর।

দেহ দয়া করি, ভিক্টোরিয়া পরি, কুশল মান; নব নব সুখ সুখিনী করুক, সকলে ঘুষুক রাণীর নাম।

বঞ্চকের করে বাঁচালে তাঁহারে, জীবন প্রাণ; দেবদূতগণ, করুন রক্ষণ, রক্ষ ভগবান্ রাণীর প্রাণ। ৮৯৪।

ইমন কল্যাণ।—কাওয়ালি।

সবে মিলে বিভু গুণ গাওরে।—সবে গাওরে।

আজি কি আনন্দের দিন, আনন্দবিভা সকল দিক ছায়ে, ভায়ে তাঁর সুন্দর প্রেমমুখ। (আহা)

জল স্থল চরাচর করি পরিপূরণ মহান জয় রব উথলিত; শুনে সবে অবাক, কি বলিব জানি

না, জানি না; ত্রিভুবন মাঝে কোথাও তুলনা নাই নাই নাই নাই। ৮৯৫।

ছায়ানাট।—ঝাঁপতাল।

বিপদ ভয়বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না।

মিছে ভ্রমে ভুলে সদা, রয়েছ ভবঘোরে মজি, এ কি বিড়ম্বনা।

এ ধন জন না রবে হেন, তাঁরে যেন ভুল না; ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভবযন্ত্রণা।

এখনো হিত বচন শুন, যতনে করি ধারণ; বদন ভরি নাম হরি সতত কর ঘোষণা; যদি এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় বাসনা; স'পিয়ে তনু, হৃদয় মন, তাঁর কর সাধনা। ৮৯৬।

বেহাগ।—একতালা।

আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি, দিবস কাটে বৃথায় হে।

আমি যেতে চাই তব পথ পানে, কত বাধা পায় পায় হে।

চারি দিকে হের ঘেরেছে কারা, শত বাঁধনে জড়ায় হে; আমি ছাড়াতে চাহি ছাড়ে না কেন গো, ডুবায়ে রাখে মায়ায় হে।

দেও ভেঙ্গে দেও এ ভবের সুখ, কাজ নাই এ খেলায় হে; আমি ভুলে থাকি যত, অবোধের মত, বেলা বহে তত যায় হে।

হান তব বাজ হৃদয় গহনে, দুঃখানল জ্বাল তায় হে; নয়নের জলে ভাসায়ে আমারে সে জল দেও মুছায় হে।

শূন্য করে দেও হৃদয় আমার, আসন পাত সেথায় হে; প্রভু তুমি এস এস, নাথ হয়ে বস, ভুল না আর আমায় হে। ৮৯৭।

তোমারে প্রাণের আশা কহিব। সুখে দুঃখে শোকে, আঁধারে আলোকে, চরণ চাহিয়ে রহিব।

কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে, তুমি তা জান প্রভুগো; তোমারি আদেশে, রহিব এ দেশে, সুখ দুঃখ যাহা দেবে সহিব।

যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু, তোমারি নাম ধরে ডাকিব; বড়ই প্রাণ যবে, আকুল হইবে, চরণ হৃদয়ে লইব; তোমার জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য্য যা সাধিব; শেষ হয়ে গেলে, কোলে নিও তুলে, বিরাম আর কোথা পাইব। ৮৯৮।

খাম্বাজ—ঠুংরি।

হরিপ্রেম সুধা যিস্‌নেহে পিয়া, উস্‌সে আওর পেয়াস রতি না রহি।

টুক দুর্ম্মতি তাপ না গাত দহি, উস্‌কে মনমে অতি শান্তি ভই।

শুভ সত্য উপদেশ যো আন ছেঁকে, অপরাধ কি ভুক উস্‌সে না রহি।

দিন বায়েন হৃদয় হরি নাম ভজে, অতি প্রেম সে প্রভু গীত কহি।

যিন হে প্রীতি করি প্রভু চরণে মে, উনকি মহিমা অতি উচাঁ ভই।

হরি নাম নিরন্তর যো সোমরে, উনকি গতি মুপ না জাত কহি। ৮৯৯।

রাগিণী দেশ।—তাল তৃতালী।

তোমা বিনা আর আমাদের কে আছে।
পিতা বল মাতা বল, সকলি যে তুমি,
দুখে সুখে সদা থাক হে নিকটে।
যখন বিপদে পড়ি ডাকি দয়াময়,
অমনি আসিয়ে দেখা দাও হে আমায়;
দীন হীন জনে দাও পদাশ্রয়;
তোমা হেন সখা মম কে আছে
বল জগতে। ৯০০।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল পোস্ত।

কত গুণের তুমি আমার প্রেমময় হরি।
কি চক্ষে দেখেছি তোমায় ভুলিতে কি পারি ॥
গভীর বেদনা পাই, তব মুখ পানে চাই,
হাতে যেন স্বর্গ পাই, দুখ পাসরি ॥
সজনে নির্জনে থাকি, তোমাকে লইয়ে সুখী,
দুখের দুখী সুখের সুখী হৃদয়বিহারী ॥
কত ভাল বাস তুমি ভুলিতে কি পারি,
ঐ ভাবনা ভেবে ভেবে গুমরে মরি ;
প্রকাশ করিতে নারি চক্ষে বয় বারি।
তুমি নাথ প্রেমদাতা, প্রাণের সঙ্গে কও হে কথা,
তোমায় ছেড়ে যাব কোথা চরণে ধরি। ৯০১।

(দশকুশী) ওহে তোমারে তিলেক ছাড়ি, থাকিতে কি পারি হরি, জল ছেড়ে বাঁচে কি হে মীন ; ওহে প্রেমসিন্ধু হরি, দেখাও প্রেমলহরী, ডুবে থাকি তাহে নিশি দিন। জলধিজলে যেমন, খেলা করে মৎস্যগণ, আনন্দেতে প্রফুল্লিত হয়ে ;

তোমাতে আমি তেমতি, থাকিব হে প্রাণপতি, বড় সাধ হয়েছে হৃদয়ে।

(ঠুংরি) ওহে তোমায় রাখিয়া বুকে, সময় যাপিব সুখে, করিব ঐ চরণ চুম্বন; প্রেমে হয়ে পুলকিত, আবেশে অবশ চিত, বাহু মেলি দিব আলিঙ্গন। অনিমেষে দিবানিশি, হেরিব ও মুখ শশী, সুধা পিবে নয়ন চকোর; প্রেম সুধা করে পান, হারাইব বাহ্য জ্ঞান, গুণ গাব ভাবে হয়ে ভোর। কভু হরি বোল বলে, প্রেমানন্দে ঢলে ঢলে, ভূমিতলে দিব গড়াগড়ি; পুনঃ উঠে রাগ-ভরে, তোমারে হৃদয়ে ধরে, দুজনে করিব জড়া-জড়ি। সমুদ্রে নদী মিশাবে, দুয়ে এক হয়ে যাবে, উথলিবে আনন্দ লহরী; তোমার আমি হয়ে রব, আমার আমি ভুলে যাব, সে দিন হইবে কবে হরি। (বল বল বলহে)। ৯০২।

——

বেহাগ।—খ্যামটা।

হরিবল, হরিবল, হরিবল, মনরে। হরিনামামৃত পান কর সর্ব্বক্ষণ রে। হরিনামমালা কর কণ্ঠের ভূষণ রে। হরিপ্রেমসিন্ধুনীরে থাক নিমগন রে। হরিনাম মহামন্ত্র জপ অনুক্ষণ রে। হরিময় ত্রিভুবন কর দরশন রে। অগতির গতি হরি অধমতারণ রে। অজ্ঞানের জ্ঞান হরি অন্ধের নয়ন রে। করুণাসাগর হরি কাঙ্গালের ধন রে। চিদানন্দময় হরি চিত্তবিনোদন রে। পতিত-পাবন হরি পাতকীতারণ রে। (ইত্যাদি আকর যোগ হইবে)। ৯০৩।

সুরট।—একতালা।

কবে হবে আমার আমিত্ব বিনাশ। আত্ম-অভিমান, দিয়ে বলিদান, হয়ে রব তব চিরক্রীত দাস।

আমার বাড়ী ঘর আমার পরিবার, আমি

আমার রব না রহিবে আর; তোমারি সংসারে, তোমার পরিবারে, দাস হয়ে থাকি এই অভিলাষ। ৯০৪।

বাউলে।—খ্যামটা।

নববিধানের নবনৃত্য দেখ্‌বি আয়। দেখলে মন নয়ন ভোলে, প্রাণ জুড়ায়।

আকাশেতে যেমন গ্রহ উপগ্রহগণ, ঘুরিতেছে অনুক্ষণ; তেম্‌নি বালক যুবক বৃদ্ধ মিলে, হরি-বলে ঘুরে ঘুরে নাচে গায়।

পিতা পুত্র গুরু শিষ্য হয়ে প্রমত্ত, আনন্দে করিছে নৃত্য; নাচে মাঝখানে আনন্দময়ী, মরি কি শোভা হয়েছে তায়। ৯০৫।

ঐ তাল।

নববিধানের তরী, দয়াল হরি, ভাসিয়েছেন ভবসাগরে। কেউ আর রবে না বাকী, পাপী তাপী স্বর্গে যাবে সশরীরে।

অকূলের কাণ্ডারী, ভাসিয়ে তরী, লুকিয়ে আছেন হালটী ধরে; হোক্ না হাজার ঝড় তুফান, ডাকুক না বান্, ডুববে না কোন প্রকারে।

আয় কে যাবি পারে, বলে মাঝি ডাকছে সবে মধুর স্বরে; লাগবে না পারের কড়ি, বললে হরি অনায়াসে যাবি তরে।

মহোম্মদ শাক্য মুশা, গৌর ঈশা, টানিছে দাঁড় ভক্তিভরে; গেয়ে হরি নামের সারি, সারি সারি যাচ্ছে জগত আলো করে।

দেখিলে তরীর গঠন, মন উচাটন হয় ভিতরে যাবার তরে; কিন্তু থাকতে দ্বেষাদ্বেষ, নিষেধ প্রবেশ, লেখা আছে স্পষ্টাক্ষরে। ৯০৬।

বাউলে।—খ্যামটা।

ওরে আমার মন রাখাল। সদাই সামলে রেখ গোরুর পাল।

কাম ক্রোধ গোরু গুল ঝগড়া করে চির-

কাল; দিয়ে ধৈর্য্যদড়ি ক্ষমা খোঁটায় বেধে রাখ হামেহাল।

লোভ একটা দুষ্ট গোরু, তুষ্ট খেতে পরের চাল; তারে হরিঘোষের গোইলে বাঁধ নইলে হবে লাজেহাল।

চরিয়ে গোপাল হতে যদি পার ভাই ভাল রাখাল; (বৃদ্ধ কাল আর যুবা কাল) উজির হয়ে মনিববাড়ী থাকবি ইহ পরকাল। ৯০৭।

ঐ সুর।—ঐ তাল।

ওরে আমার মন মাতাল। হরিপ্রেম মদের হ্রদে ডুবে থাক চিরকাল।

সুরাবণিক হরি নিজে ঢেলে দিচ্ছে খাঁটি মাল; (ওরে এই বেলা পান করে নেরে) খেয়ে সবে মিলে নাচ গাও বাজায়ে খোল করতাল।

মজার চাটনী সঙ্কীর্ত্তনে আছে কত মশ্‌লা ঝাল; পান কর আর গান কর, হবে সব লালে লাল।

যে মদ খেয়ে গৌর নিতাই কেটেছিল মায়া-জাল; তাই খেয়ে ভোঁ হয়ে বসে প্রেমের ঘোরে কাটাও কাল। (হরি হরি হরি বলে)

লোকে মাতাল বলে বলুক, হইও না তুমি বেতাল; মনে রেখ সেই কথাটী—শুঁড়ির সাক্ষী হয় মাতাল। ৯০৮।

কীর্ত্তন।—খ্যামটা।

আমায় মাতিয়ে দাও আনন্দময়ী একেবারে মেতে যাই।

তোমার প্রেমসুরা পান করিয়ে সদানন্দে নাচি গাই।

যে সুরা পান করিলে, বিষয় বুদ্ধি যায় চলে, হয় মহাভাবের উদয়, সেই সুরাপান করতে চাই।

যুগে যুগে ভক্তজনে, মাতাও যে সুরা দানে; আমরা সেই সুরাপানে মাতিয়ে সবে মাতাই।

তোমার নববিধানে, নবপ্রেমসুধা পানে ;—
মাতুক সব জগতবাসী, দেখে পরলোকে যাই ।৯০৯।

বাউলে ।—খ্যামটা ।

যত প্রেমিক জুটে হাট পেতেছে নববৃন্দাবনে।
প্রেমের বেচা কেনা লেনা দেনা হচ্ছে নিশি দিনে ।
যদি বল সেই হাটে গিয়ে আনব কিছু কিনে ;
সেথা কিন্‌তে গেলে বিকিয়ে যাবি হেটোদের সনে ।
ও সেই হাটের রাজা রসময় হরি ; বিনা মূলে কত রত্ন দেয় হাটুরেগণে ।
ভক্তচূড়ামণি, প্রেমিক গৌর নিতাই ; গেঁথে প্রেমের হার সকলেরে দিচ্ছে প্রীত মনে ।
আহা প্রেমিক যিশু গুণমণি, প্রেমের কল্‌সি হাতে, দাঁড়িয়ে পথে, ডাকছে যাত্রিগণে । ৯১০ ।

কীর্ত্তন।—খয়রা।

নাম সুধারস পান কর, সদা গান কর দয়াল হরি নাম। প্রেমে হইয়ে বিহ্বল, বল হরি বল, দিবস রজনী অবিরাম।

যদি যেতে চাও শান্তিনিকেতনে, তবে সাধন কর প্রাণপণে। প্রেম সুধা পানে মেতে প.ড় থাক, পড়ে দয়াল দয়াল বলে ডাক। যখন নাম রসে মন মেতে উঠে, তখন পাপব্যাধি পলায় ছুটে। (হরি নামের গুণে)। ৯১১।

বাউলে।—খ্যামটা।

বদন ভরে হরি বল ভাই। জীবন কখন আছে কখন নাই।

যে মুখে সুস্বাদু বস্তু খাও, সেই মুখেতে সুধা· মাখা হরিগুণ গাও, রে ভাই হরিগুণ গাও; দেখ সেই মুখে কখন কারেও গালাগালি দিও নাই·।

যদি কেহ গাল দেয় তোমায়, হেসে উড়িয়ে দিও, সয়ে থেক, মেখ নাক গায়, রে ভাই মেখ নাক গায়; যেমন সয়েছিলেন ঈশা শাক্য মহোম্মদ গৌর নিতাই। ৯১২।

সিন্ধু মিশ্র।—একতালা।

আমি পবিত্রাত্মা হরি এসেছি দ্বারে।
হৃদয়ের সমগ্র প্রেম দেওহে আমারে।

না দিলে প্রেম ষোল আনা, কিছুতেই মোর মন উঠে না; সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্‌নে আমারে।

যে দেয় প্রেম করে ওজন, সেত প্রেমিক নয় কখন; সংসারের বণিক সে জন, থাকে সংসারে। ৯১৩।

ভৈরবী।—ঝাঁপতাল।

হেরি তব বিমল মুখভাতি দূর হল
গহন দুখ রাতি।

ফুটিল মন প্রাণ মম তব চরণ-লালসে,
দিনু হৃদয় কমলদল পাতি।
তব নয়ন-জ্যোতি কণ লাগি,
তরুণ রবি-কিরণ উঠে জাগি ;
নয়ন খুলি বিশ্বজন বদন তুলি চাহিল,
তব দরশ পরশ সুখ মাগি।
গগন-তল মগন হল শুভ্র তব হাসিতে,
উঠিল ফুটি কত কুসুম পাঁতি।
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি।
ধ্বনিত বন বিহগ কল তানে,
গীত সব ধায় তব পানে ;
পূর্ব্বগগনে জগত জাগি উঠি গাহিল,
প্রেম-রসপান করি গান করি কাননে,
উঠিল মন প্রাণ মম মাতি—
হেরি তব বিমল মুখ ভাতি। ৯:৪।

আসা ভৈরবী।—তাল ঠুংরি।

মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁহার প্রেম সুধা
চলরে ঘরে লয়ে যাই।
সেথা যে কত লোক, পেয়েছে কত শোক,
তৃষিত আছে কত ভাই।
ডাকরে তাঁর নামে, সবারে নিজ ধামে,
সকলে তাঁর গুণ গাই।
দুঃখি কাতর জনে, রেখোরে রেখো মনে,
হৃদয়ে সবে দেহ ঠাঁই।
সতত চাহি তাঁরে, ভোলরে আপনারে,
সবারে কররে আপন।
শান্তি আহরণে, শান্তি বিতরণে,
জীবন কররে যাপন।
এত যে সুখ আছে, কে তাহা শুনিয়াছে,
চলরে সবারে শুনাই—
বলরে ডেকে বল, "পিতার ঘরে চল,
সেথায় শোক তাপ নাই।" ৯১৫।

বাউলে।—খ্যামটা।

আমি লিখলাম সব ঠিক দিতে পারলেম না। হলেম গুণে গেঁথে বয়রা পাগল, হিসাবের গোল বুঝলেম না।

অগণন অবর্ণ লেখা, ওগো রাধাকৃষ্ণ ঈশুখ্রীষ্ট খোদা আল্লা একা, একেশ্বর একা, ধোকা মিটল না; সে নাম রাম রহিম করিম কালউল্লা সে নামেতে ভুললাম না।

ভেখ লয়ে বৈরাগী হলাম, ওগো মুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা গলাতে দিলাম, সেই জাত খোয়ালাম, কিছুই হলাম না; হল আমা হতে ভেক অমান্য হিংসা নিন্দা ছাড়লাম না।

কামার কুমার তেলী মালী, ওগো ভেকের পথে, একই সাথে সকলেই চলি, সে মনের কালী তাও ঘুচালাম না; হায় পিতার গর্ত্তে ডুবে মলাম, পিতা কি ধন চিনলাম না।

এক পিতা সকলের হত, এক পথে একসাথে যেত, এক পাতে খেত, ও এক নাম নিত, তাওতো

নিলাম না ; হলাম কার বা অংশ, কার বা বংশ, হিসাব করে বুঝলাম না।

সৃষ্টিকর্ত্তা যে হোক্ বটে, নবদ্বীপে গৌররূপে সকল জাত ছেঁটে, করলে এক চেটে, সে এক মানলাম না ; তিনি হিন্দু মুসলমানের গুরু জেনেও বিশ্বাস করলাম না।

গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব বা কে, এক বটে কি ভিন্ন বটে, প্রাণ সঁপি কাকে, ও আপন ঠিকে কাউকে আনলাম না ; কুবির বলে রাঙ্গা চরণ সত্য, সে চরণে মন রাখলাম না। ৯১৬।

স্বকৃত নূতন।

খাম্বাজ।—ঠুংরি।

অনন্ত রূপিণী মাগো সর্ব্বমঙ্গলে!
গৃহলক্ষ্মী শিবে সন্তানবৎসলে!

তোমার এ সংসারে, গৃহাশ্রমে পরিবারে, দাস দাসী হয়ে মোরা আছি সকলে।

শুভকার্য্য অনুষ্ঠানে, মা তোমার অধিষ্ঠানে, হয় সর্গ অবতীর্ণ অবনীতলে।

সাধিয়া তোমার কর্ম্ম, নিত্য ব্রত গৃহধর্ম্ম, অন্তে যেন পাই স্থান ও পদকমলে। ৯১৭।

সিন্ধু।—একতালা।

তোমার করুণা মাগো, কেঁদে কেঁদে বেড়ায় দ্বারে দ্বারে। জীবের দুর্গতি দেখে ঝরে অশ্রু শত ধারে।

বিদারি সাধুর হিয়া, পড়ে প্রেম উথলিয়া, তাই সে পরের লাগি দেয় বলি আপনারে।

অনন্ত করুণা লয়ে, থাকিবে কেমনে সয়ে,
তাই পাগলিনী হয়ে ডাক সবে বারে বারে। ৯১৮।

ইমন্।—আড়াঠেকা।

নব নটবর তুমি লীলারসময়।
প্রকৃতির পটে, ঘটে ঘটে তব অভিনয়।
সংসাররঙ্গভবনে, লয়ে নরনারীগণে, বহুরূপ ধরি হরি হইতেছ হে উদয়।
যেমনে নাচাও নাচি, যে ভাবে সাজাও সাজি, এ জীবনে যেন নাথ তব ইচ্ছা পূর্ণ হয়।৯১৯।

খাম্বাজ।—যৎ।

মা তোমার আদরে গলে তোমার সঙ্গে মিশে যাই। অসার জীবনে, আত্মঅভিমানে সুখ নাই।
প্রেমযোগে এক করে, রাখ মা গো বুকে ধরে,—সুরপুরবাসী ভক্তগণসঙ্গে এক ঠাঁই।
তোমার প্রকৃতি পেয়ে, আমরা হয়েছি মেয়ে, মায়ে ঝিয়ে এক হয়ে থাকিতে বাসনা তাই। ৯২০।

খাম্বাজ।—একতালা।

হরি আমার বড় দয়াময়। মনে হলে, পাষাণ গলে, দুনয়নে প্রেমধারা বয়।

আহা কিবা ভালবাসা, না চাহিতে পূরে আশা, চাহিতে তাই বড় লজ্জা হয়; এই নিবেদন, করি এখন, যেন তাঁর পদে হই লয়। ৯২১।

কীর্ত্তন।—খ্যামটা।

ঘটে ঘটে ব্রহ্মতেজ বর্ত্তমান। জ্বলে জ্বলন্ত অনল সমান।

হয়ে ব্রহ্মগত প্রাণ, কর হরিনাম গান।

যে তেজে ভক্তদল, করে নামকোলাহল, হরিনামে ধরে মত্ত মাতঙ্গের বল; কত মরা মানুষ বেঁচে ওঠে, ওরে নহে এত অনুমান।

যাহার প্রভায়, পাপী স্বর্গে যায়, যুগে যুগে যুগধর্ম্মে জগত মাতায়; এই কলিযুগে নরনারী করে তার সাক্ষ্য দান।

হরিপ্রেমে সমুদয়, আজ হল অগ্নিময়, চোখে

মুখে আগুন ছোটে অগ্নিবায়ু বয়; খোলে কর্ত্তালে আগুন জ্বলে, কার সাধ্য কে করে নির্ব্বাণ। ৯২২।

সিন্ধু ভৈরবী।—একতালা।

অসম্মিলনে হরিলীলা হয় কি সাধন।
দেখিলে বিচ্ছেদ তিনি করেন পলায়ন।
আমাদের দুরাচার, সহিতে না পারি আর, কোমল প্রকৃতি তাঁর করিছে রোদন।
প্রাণে প্রাণে না মিশিলে, দলাদলি না ভাঙ্গিলে, হবে না হবে না কভু ভূভারহরণ।
স্বয়ং প্রেমময় হরি, সকলের হাতে ধরি, বলিছেন বারে বারে করিতে মিলন; তাঁর সঙ্গে ভক্তবৃন্দ, ঈশা গৌর ব্রহ্মানন্দ, দীপ্ত শিরে শান্তি বারি করেন সিঞ্চন। ৯২৩।

জয়জয়ন্তী।—ঝাঁপতাল।

ধাইছে জীবননদী অনন্ত জলধি পানে।
অবস্থার প্রতিঘাত বাধা বিঘ্ন নাহি মানে।

এ সংসার কারাগারে, মোহগম্ভীর মাঝারে,
কে পারে রাখিতে তারে, অনন্তে যাহারে টানে।
অনন্তে তাহার প্রীতি; অনন্তে চিরনিবৃত্তি,
অনন্তে জনম স্থিতি, জীবিত অনন্ত প্রাণে; লইয়ে
অনন্ত আশা, অনন্ত প্রেমপিপাসা, মজ রে
অনন্ত ধ্যানে, অনন্তের জয় গানে। ৯২৪।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।—যৎ।

শঙ্কটে রাখ মা শঙ্করী।
পতিতে উদ্ধার কর দিয়ে চরণতরী।
আমার গণা দিন ফুরায়ে গেল, মরণ নিকটে
এল, নাহিক পথসম্বল, সেই ভয়ে ভেবে মরি।
বড় সাধ ছিল মনে, মুক্ত হয়ে পাপঋণে, পর-
লোকে গমন করি; হায় সে আশা কি পূর্ণ হবে,
পরিত্রাণ পাব ভবে, প্রবেশিব দিব্যধামে ভাগবতী
তনু ধরি। ৯২৫।

সিন্ধু ভৈরবী।—যৎ।

আঁধারে লুকায়ে কেন ডাকিছ মা মৃদু স্বরে।
বাহিরে এস না কেন, আসিতে কি লজ্জা করে।
শুনেছি ঐ মিষ্ট বাণী, জানি মাগো তোমায় জানি, বড় ভালবাস তুমি, প্রাণ টানে তাই তোমাতরে।
বলে দে মা প্রকৃতিরে, পথ ছেড়ে দিতে মোরে, রূপ রস গন্ধে আমায় রেখেছে সে অন্ধ করে।
কাছে এসে হাতে ধরে, লয়ে যাও গো কোলে করে, কোলে চড়ে মা মা বলে ঘরের ছেলে যাই ঘরে। ৯২৬।

বাউলে সুর।—একতালা।

তেমনি করে ডাক দেখিরে আমার মন।
যে ভাবে চৈতন্য ডেকে ডেকে (কোথা নাথ নাথ বলে,—কেঁদে কেঁদে) হতেন প্রেমে অচেতন।
তবে পাবি রে সেই হরিধন। নৈলে হবে না সিদ্ধ সাধন।

মুখের কথায় প্রার্থনা কি হয়, ভাবে গলে একেবারে হতে হবে লয়; (হরিপদে) যেমন পিতা পিতা পিতা বলে, (ভূমে লুটাইয়ে) করিতেন ঈশা রোদন।

না ধরিলে শাক্যের চরণ, হবে না হবে না সিদ্ধ বৈরাগ্য সাধন; তাঁর চক্ষে, বিবেক আলোকে কর সংসার দর্শন।

চাহ যদি ধর্ম্মসমন্বয়, যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানের মিলনে যা হয়; তবে ব্রহ্মানন্দের পদচিহ্ন কররে অনুসরণ। ৯২৭।

কালছাংড়া।—একতালা।

এই কি ভালবাসা তাঁর প্রতি ওরে মন।

যাঁরে বল প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন।

সকল হইতে প্রিয়, যিনি পরমাত্মীয়, শাস্ত্রের লিখন; জীবনে কৈ দেখাইলে তার নিদর্শন।

নহে এত ছেলেখেলা, অন্ধকারে ঢিল ফেলা, অরণ্যে রোদন; হৃদয়ে ধরিতে হবে সখার চরণ।

একেবারে দাও ঢেলে, যাঁর ধন তাঁরে ফেলে,

কোর না ওজন ; দেখে তোর দশা হাসে সাধু ভক্তগণ। (কৃপণে কি পারে প্রেম করিতে সাধন)

সকলেরে দিয়ে থুয়ে, উচ্ছিষ্ট হৃদয় ধুয়ে, করিছ অর্পণ ; ফাঁকি দিয়ে যাইবে কি বৈকুণ্ঠ ভবন।৯২৮।

ঝিঁঝিট।—একতালা।

ফুটন্ত ফুলের মাঝে দেখ্‌রে মায়ের হাসি।
কিবা মৃদু মন্দ, সুবাগন্ধ ঝরে তাহে রাশি রাশি।

অরূপ রূপের ছটা, বিচিত্র বরণ ঘটা, ঘোরালো রসালো করে দিক্‌ আলো, শোভা হেরে মন উদাসী।

কুসুমে প্রাণ পাগল করে, পরশে ত্রিতাপ হরে, মা হাসে ফুলের ভিতরে তাই ফুল এত ভালবাসি।

তরুকুঞ্জে পুষ্পবনে, নিরখিয়ে নিরঞ্জনে, ভাসে যোগানন্দে, হাসে প্রেমানন্দে যোগী ঋষি তপোবনবাসী। ৯২৯।

খাম্বাজ।—মধ্যমান।

হরিনামে মহাপাপী তরে। দেখ দেখরে।
পাষাণ হৃদয় গলে, নয়নে বারি ঝরে।
দুরন্ত জগাই মাধাই, পাষণ্ড প্রধান দুভাই,
তাহারাও অনুতাপে ক্রন্দন করে। ৯৩০।

ভয়রোঁ।—একতালা।

ধীরে ধীরে বহিছে শীতল প্রাতঃ সমীরণ।
ঊষার আলোকে, প্রভাতপুলকে, জাগিল জগজন।
জাগিয়া যামিনী, জগতজননী জাগাইলা ত্রিভুবন; হাসিয়া হাসিয়া, দিলেন ফেলিয়া আঁধার অবগুণ্ঠন।
রাখি নিজকোলে, যতনে সকলে, ঘোর ঘুমে অচেতন; করিলা গোপনে, জীবের কারণে, ভোজনের আয়োজন।

গভীর নিদ্রায়, যেন মৃত প্রায়, ছিল নরনারী-গণ; দিলেন তুলিয়া, গায়ে হাত দিয়া, "উঠ বাছা" বলি এখন।

ধন্য মা তোমায়, লুটাইয়া পায়, করি গো অভিবাদন; দেখিলে তোমার, প্রেম ব্যবহার, নাহি সরে মুখে বচন। ৯৩১।

কীর্ত্তন।—খ্যামটা।

নূতন বন্দোবস্ত হবে এবার নববিধানে।

তাই প্রজাপতি বিশ্বপতি এসেছেন ধরাধামে।

সঙ্গে ঈশা মুশা শাক্য গৌর মহোম্মদ, আর্য্য যোগী ঋষি যত ভক্ত পারিষদ; তারা চারি ধারে রাজদরবারে, স্বয়ং প্রভু মাঝখানে।

নায়েব পাটোয়ারি কেহ নাই, লাগিবে না খরচা মাথট্ বেশী একটী পাই; দিয়ে ষোল আনা মাল খাজানা, যাও তাঁর সন্নিধানে।

তামাদি মেয়াদি দলিল যা কিছু আছে, রেখ

না সে সব, ফিরে দেও রাজার কাছে; পাবে বেমেয়াদি পাকা দলিল ভক্তি নজর দানে।

রাজভক্তি উপহার দিয়ে রাজপদে, সুখে বাস কর সবে চিরনিরাপদে, দেখো ঘরে ঘরে ঝগড়া যেন হয় নারে ভাই এখানে। ৯৩২।

খাম্বাজ মিশ্র।—কাওয়ালী।

তোমা তরে ভেবে ভেবে হইনু হয়রাণ।
এই বুঝি সখা তব প্রেমের বিধান।
সহচর অনুচর আমি, তুমি হৃদয়ের স্বামী, তাই মনে মনে হয় কত অভিমান।
আপনার জন বলে, কেন লইবে না দলে, আমি কি সঁপি নাই তব পদে মম প্রাণ; তোমার প্রেমের লীলা, বিচিত্র রসের খেলা, আমি কি পারি বুঝিতে ওহে ভগবান। ৯৩৩।

খাম্বাজ মিশ্র।—কাওয়ালী।

দিয়ে কেন লও ফিরে হে প্রিয় সন্তান।
আমিত নহি কখন কারো প্রতি বাম।

শুধু প্রাণ দিলে কি হবে, টান তোমার দেখি যে ভবে; চাহি না চাহি না আমি কৃপণের দান।

প্রেম দিয়ে যে ভেবে মরে, পরে অনুতাপ করে, ওরে বাছা সেত নয় প্রেম, কেবল অপমান; আমালাগি যে বৈরাগী, অনুরাগী সর্ব্বত্যাগী, জানে তারা আমি ভক্তাধীন ভগবান। ৯৩৪।

বিভাস।—একতালা।

কাঙ্গাল গরিবের সাথে আর কেন কর খেলা।
সোজা সুজি পথ বলে দাও, এ দিকে যে গেল বেলা।

সাধনে জ্ঞানে বিচারে কে তোমায় ধরিতে পারে, অনুমানে অন্ধকারে, সেত কেবল ঢিল ফেলা।

দেখে শুনে হার মেনিছি, হরি হে তোমায় চিনেছি, হাতে হাতে ফল পেয়েছি করে তোমায় অবহেলা; ভেবে ভেবে হলেম সারা, নাহি দেখি

কূল কিনারা, নিজগুণে করছে পার দিয়ে দাসে চরণভেলা। ৯৩৫।

কীর্ত্তন।—একতালা।

নববিধানে হলরে ভাই প্রকাণ্ড ব্যাপার। এত নহে মানুষের কারবার।

খুলে দিয়েছেন ব্রহ্মাণ্ডপতি অনন্ত ধনভাণ্ডার।

বাহির হয়েছে খনি, বড় বড় চিন্তামণি, কেনা বেচা করে যত সাধু সওদাগর; কত জগৎযোড়া ভাবের মাণিক রয়েছে পর্ব্বতাকার।

নব নব তত্ত্বরত্ন, হীরা মতি মুক্তা স্বর্ণ, ছড়া ছড়ি যায় হাজার হাজার; যে যত পার নাও হে লুটে, গিয়ে আনন্দের বাজার।

এ সংসারের বাজারে, কে বা তা চিন্‌তে পারে, কিনিতে নারে মুদি ভুষির দোকানদার; তারা দর শুনে ভয় পেয়ে আসা যাওয়া কচ্চে বারে বার।

শাক্য ঈশা চৈতন্য যত সব মহাজন, বসেছেন

সাজায়ে বাজার ; আমদানি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে প্রেমদাস এবার। ৯৩৬।

বাউলে।—কীর্ত্তন।

আমার প্রাণপাখী আর থাকিতে চাহে না ভাঙ্গা ঘরে।

সে দিনের পর দিন গণে বসে পলাবার তরে। রোগে তনু জর জর, জীবন ধারণ ক্লেশকর, তাই আত্মারাম অবিরাম কেঁদে কেঁদে মরে।

পথ বলে দাও গো তারে, রেখ না আর কারাগারে, লয়ে যাও সঙ্গে করে অমর নগরে।

উড়াইয়ে দাও আকাশে, চলে যাই মা নিজবাসে, বেড়াই তোমার আসে পাশে লোক লোকান্তরে।

চাহি না মা জীবন মরণ, চাহি কেবল তোমার চরণ, দেখাও প্রসন্ন বদন হৃদয়ভিতরে। ৯৩৭।

কীর্ত্তন।—একতালা।

কারু ভালবেসে কাজ নাই, ভালবাসতে চাই।
(আমি) দিলে প্রেম এক বিন্দু, সিন্ধু ফিরে পাই।
ফল কামনার আশে, যে জনা ভালবাসে, ঠকে সে অবশেষে, আশায় পড়ে ছাই। (ও তার) হরি যদি বাসেন ভাল, আঁধারে দেখব আলো, সুর নর জড় জীব সবেই হবে ভাই; (আমার) এই ভিক্ষা তাঁর পদে, মত্ত হয়ে প্রেমমদে, যেন জগতজনে ভালবেসে মরে যাই।
সবাই এক মায়ের ছেলে, কারে দেব ছেঁটে ফেলে, ভাই বলে সকলেরে হৃদয় মাঝে দিব ঠাঁই। ৯৩৮।

কীর্ত্তন ভাঙ্গা।

কাঙ্গাল জনে শাকের খেত কেন দেখাইলে। (মাগো।)

তাই বারে বারে মা মা বলে ডাকি সবে মিলে।

আগে ছিলে তুমি স্বর্গের রাজা; (সেই পুরাকালে হে) মানুষ ছিল গরিব প্রজা, এখন মাতৃবেশে ঘরে এসে কোলে তুলে নিলে।

তুমি হও না কেন, ভূমা মহান, রাজাধিরাজ ন্যায়বান, ছেলে বলে আমাদের স্বীকার তো করিলে।

যদি মা হইলে ছেলের কাছে, তবে অনেক দাবি দাওয়া আছে; চলিবে না এখন আর লুকায়ে থাকিলে। (সে কালের মত গো।) ৯৩৯।

সাহানা।—ঝাঁপতাল।

সুন্দর প্রকৃতি তব সুমধুর ব্যবহার।

উদার স্বভাব চিরশান্তিরসের আধার।

সুশীতল শান্তি জল, ঢালিতেছ অবিরল, প্রসন্ন বদনে ঝরে আশা বাক্য অনিবার।

এমন মোহন রূপ কি আছে রে জগতে; তাইরে ভকত জনে নাহি কিছু চাহে আর। ৯৪০।

সিন্ধু।—একতালা।

মাকে পেয়েছি এখন আর কারু কাছে যাব না।
মার কোলে শুয়ে শুয়ে মা মা বলে ডাক রসনা।
মা বিনা আর কি ধন আছে, যাব বল কার কাছে, প্রাণভরা মা নামে দূরে যায় ভয় ভাবনা।
বাসনা কামনা আদি, ভজনের প্রতিবাদী, যত সব ভবব্যাধি, কেঁদ না আর কেঁদ না; জননীর নিকেতনে, মিলে ভক্তগণসনে, সদানন্দে মার নাম করিব আমি ঘোষণা।
পিয়ে মাতৃস্নেহসুধা, নিবারিব ভবক্ষুধা, মায়ের কোল পেলে ছেলে আর কোথাও যেতে চাহে না। ।৯৪১।

খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

ঘোর শঙ্কটে তার গো তারিণী।
অনাথ জনে, ত্রাহি মাতঃ মাতঃ!
বাসনানলে সদা দহিছে প্রাণ, কর মা, কর গো শান্তি দান; হর পাপভয় তাপ ত্রিতাপহারিণী।
।৯৪২।

বাউলে।—একতালা।

আর দিতে হবে না পরিচয়। তুমি দয়াময়।
হইনু লজ্জিত নাথ নাহি আর কোন সংশয়।

বারে বারে গুণবিচারি হায়! কি ভালবাসা হয়; সে যে বণিকবৃত্তি, স্বার্থসিদ্ধি, স্বার্থপর লোকের প্রণয়।

প্রেমে পরাজিত করি ফিরাইলে পাপহৃদয়; এখন লীলা তোজে. নিত্যে মজে, হইব তোমাতে লয়। ৯৪৩।

বাউলে।—একতালা।

ঘরের কথা কার কবে কি হবে আর। এ যে মায়ে ছেলের ব্যবহার।

লোকে শুনে মন্দ বলে, নাহি কিছু উপকার; কেউ বুঝতে নারে মর্ম্ম কথা, মুখে নয় তা বলিবার।

তুমি যদি না বোঝ তবে, পরকে বুঝাইলে

আমার বল কি হবে ; থেকে ভাবের ঘরে, অন্তঃ-পুরে, ভাব দেখে দাও পুরস্কার ।

ভাবে ভাবে মিশে দোঁহে হব যোগে একাকার; ইশারায় হবে সকল কার্য্য, গণ্ডগোলে কি দরকার । ৯৪৪ ।

আলেয়া ।—একতালা ।

হৃদয়মন্দিরে চৈতন্যরূপিণী, জেগে আছ দিন রজনী ।

"আমি আছি" বলে সদা করিছ হুঙ্কার ধ্বনি । তবে কেন জেনে শুনে, পড়ি গিয়ে পাপাগুনে, আদরে চুম্বন করি বিষধর কালফণী ।

যখন কুপথে মন, করিবে গো পদার্পণ, অমনি সাবধান করে দিও গো আমায় তখনি । ৯৪৫ ।

ঝিঁঝিটমিশ্র ।—একতালা ।

মা আমার অন্তরযামিনী । আছ অন্তরে দিন যামিনী ।

জীবনের সম্বল তুমি, হৃদয়ের পরশমণি।

মায়ে ছেলে দুই জনে, থাকিব এ ভববনে, আনন্দ মনে; অভয়চরণ ধনে এবার আমায় করিতে হবে গো ধনী। ৯৪৬।

ভৈরবী।—কাওয়ালী।

না বুঝে তোমারে ভাল বাসে হে যে জন।
সেই তো প্রেমিক তোমার মনের মতন।
না দেখে বিশ্বাস করে, আশায় জীবন ধরে, কিছুতেই নাহিক ডরে, সদানন্দ মন।
গোপনে আমারে লয়ে, প্রাণে প্রাণে এক হয়ে, নীরবে উভয়ে কর প্রেম আলাপন। ৯৪৭।

সিন্ধুমল্লার।—কাওয়ালী।

কবে হব তব প্রেমে লয়। ওহে হরি প্রেমময়, জলবিন্দু যথা জলে একাকার হয়।
ভেদবুদ্ধি অহঙ্কার, আমিত্বের অত্যাচার, অবিদ্যার গুরুভার, আর নাহি সয়।

দেখিতে দেখিতে তোমার স্বরূপ লক্ষণ, আমিও হইব দেব তোমারি মতন; অনন্ত সমাধিনীরে, মগ্ন হয়ে ধীরে ধীরে, প্রবেশিব সশরীরে অমরআলয়। ৯৪৮।

বিভাস।—কাওয়ালী।

হরিপ্রেমসরোবরে, কত ভাবের তরঙ্গ, উথলে আনন্দ ভরে।

প্রেম সমীরণ তায়, মৃদু মন্দ বেগে ধায়, সারি সারি মিশে গায়, ভক্তহংস কেলী করে।

হাসিছে আনন্দে কত যোগপদ্ম থরে থরে, ভাসিছে অনন্ত সুখে পুণ্যপ্রভাকর-করে; তাহে কত সুধা গন্ধ, প্রেমঘন মকরন্দ, চিরশান্তি যোগানন্দ, চিদানন্দ রস ঝরে। ৯৪৯।

পাহাড়ী।—কাওয়ালী।

হায় কোথা গেল সুখের নববৃন্দাবন।

প্রেমিক ভক্তের মেলা হরিসঙ্কীর্ত্তন।

নৃত্য গীত রসোল্লাস, কোথা সে লীলা বিলাস, মহাভাবের উচ্ছ্বাস, যোগসম্মিলন।

এ ভব শ্মশানে আর, হবে কি প্রাণ সঞ্চার, বহিবে কি বিধাতার নিশ্বাসপবন। ৯৫০।

কীর্ত্তন।—খ্যামটা।

হরিপ্রেমস্রোতে ভেসে যাই, বিচারে কাজ নাই। স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিয়ে রে ভাই, প্রেমানন্দে হরিগুণ গাই।

যথা হরিভক্তদল, তথায় ভকতবৎসল, দুয়ে এক ঠাঁই; সাধু ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে রে ভাই, তাই সদা থাকিতে চাই।

ভক্তমুখে নামগান, শুনিলে জুড়ায় প্রাণ, হাতে হাতে স্বর্গ পাই; হরিপ্রেমমদে মত্ত হয়ে রে ভাই, এস ভেদাভেদ ভুলে যাই।

ঐ দেখ যবন চণ্ডালকোলে রে ভাই, নাচে গৌর গোসাঞী। ৯৫১।

দেশ মল্লার ।—কাওয়ালী ।

চতুর প্রেমিক তুমি গুণের সাগর। (হরি) রসিকের শিরোমণি নব নটবর।

পাইলে ভক্তের প্রাণ, কর তার রক্ত পান, যথা দুরন্ত সন্তান মায়ের উপর।

কিন্তু যেনা প্রাণ খুলে, দেয় প্রেম হাতে তুলে, তার কাছে নাহি কভু অগ্রসর; কেবল আপন-জনে, পেয়ে নিজ নিকেতনে, পদতলে বিদলিত কর নিরন্তর।

কত ধনী জ্ঞানী নরে, ডাকে কত সমাদরে, তবু সে কথায় তুমি দাও না উত্তর; কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে, গিয়ে বিদুর ভবনে, তণ্ডুল কণিকা চেয়ে খাইলে ঈশ্বর। ৯৫২।

কীর্ত্তন ।—খ্যামটা ।

ঝিঁকে মেরে ভবপারে চলে যাই। বসে ভেবে আর কি হবে ভাই।

মাঝে মাঝে করি গণ্ডগোল, গভীর গর্জ্জনে সবে বল হরিবোল; মিছে চোখ বুঁজে, কাদায় গুণ ঢেলে পড়ে থাক্‌লে কিছু হবে নাই।

ঘাটের নৌকা ঘাটে রহিল, ঘূর্ণা জলে ঘুরে ঘুরে বৃথা দিন গেল; ঐ দেখ আগে আগে যাচ্ছে কত সাধু মহান্ত গোসাঞী। ৯৫৩।

—

কীর্ত্তন।—খ্যামটা।

নববিধানঅমৃত কর পান। হবে শীতল তাপিত প্রাণ। হবে ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান।

যোগ বৈরাগ্য বিজ্ঞান, নীতি ভক্তি প্রেম ধ্যান, ফলিবে জীবনে সবে যথা পরিমাণ; যেমন জননীর স্তন্য পানে বাড়ে শৈশব সন্তান।

যাবে ভ্রান্তি অন্ধকার, মিথ্যা সংস্কার, দিব্য জ্ঞানে শুদ্ধ ভক্তি হইবে সঞ্চার; পাবে অনায়াসে চিদাকাশে দেখিবারে ভগবান। ৯৫৪।

—

গাড়া ভৈরবী।—ঝাঁপতাল।

তোমার সুখেতে আমি হব চিরসুখী হে।
আমিত সম্বলহীন চিরদীন দুঃখী হে।
অতুল বিভব তব, নানা রস নব নব, যা কিছু তোমারি সব, কার কি আর আছে হে।
তব জ্ঞানে হব জ্ঞানী, তব মানে হব মানী, তোমা ধনে হব ধনী, তুমিত আমার হে। ৯৫৫।

সুরট মল্লার।—ঝাঁপতাল।

অসার সংসারে বল, আছে কি আর সম্বল, বিনা সে ভক্তবৎসল হরিচরণ কমল।
সেই চরণারবিন্দে, নিরখি অমরবৃন্দে, মজরে সচ্চিদানন্দে, হৃদয় হবে শীতল।
ওরে ভ্রান্ত মূঢ় মন, আর কেন অচেতন, কাটি মায়ার বন্ধন, দিবা নিশি হরি বল; করি আত্ম-বলিদান, পরিহরি অভিমান, হয়ে ব্রহ্মগত প্রাণ নিত্যানন্দ ধামে চল। ৯৫৬।

সিন্ধু।—যৎ।

তোমায় ছেড়ে একা আমি থাক্‌ব না মা এ সংসারে।

এ ভবশ্মশানে বল মনের কথা কব কারে।

আত্মীয় কুটম্বসনে, বৃথা বাক্য আলাপনে, কিছু সুখ না হয় মনে, কাঁদে প্রাণ বারে বারে।

কাতরে মিনতি করি, মা তোমার চরণে ধরি, কাঙ্গাল সন্তানে ফেলেযেও না গো অন্ধকারে।৯৫৭।

কেদারা।—আড়া ঠেকা।

ভজ মন নিরালম্বে পরব্রহ্ম পরাৎপরে।

নীরবে একাকী বসে চিদাকাশ অভ্যন্তরে।

আনন্দে মগন হয়ে, চিন্ময় অমরালয়ে, দেখ চিদ্‌ঘন রূপ নিরমল অন্তরে। ৯৫৮।

কাফী বাহার।—যৎ।

বৃথা চিন্তা কেন কর মন।

ভজ চিন্তামণির শ্রীচরণ।

কি আছে আর এ সংসারে, এমন চিরন্তন ধন।

পাপ-চিন্তাবিষজ্বরে, পুণ্যবল ক্ষয় করে, সব সুখ শান্তি হরে, তাই বিষণ্ণ বদন।

হরিধ্যানে, হরিজ্ঞানে, হরিচিন্তামৃত পানে, হরিনাম গুণ গানে, থাকরে চির মগন। ৯৫৯।

দেশ খাম্বাজ।—কাওয়ালী।

আহা কিবা মধুর প্রকৃতি মা তোমার।

যত ভাবি তত প্রাণে হয় আশার সঞ্চার।

যখন বিপদ কালে, পড়ে ঘোর মায়াজালে, সব দিক দেখি অন্ধকার; তখন মোহন বেশে, হেসে হেসে কাছে এসে, নিমেষে ঘুচাও দুঃখ-ভার।

যখন ফুরায় সব, নৃত্য গীত মহোৎসব, শ্মশান সমান হয় এ সংসার; তখন সুযোগ পেয়ে, হৃদি-মাঝে প্রবেশিয়ে, খুলে দেও অলক্ষিতে স্বর্গের দুয়ার। ৯৬০।

বসন্ত বাহার।—কাওয়ালী।

অন্ধকার চিদাকাশে কে যেন একজন।
আপনার ভাবে আপনি করে সদা সঞ্চরণ।

কাণে কাণে কথা বলে, হেসে হেসে যায় চলে, নিদ্রাবেশে দেখি যেন কত সুখের স্বপন।

ধরিবারে যদি যাই, খুঁজে দেখা নাহি পাই, কিন্তু নিজে কাছে এসে দেয় দরশন; দুয়ার ঠেলিয়া কভু করে পলায়ন; লুকোচুরি খেলে যেন শিশু ছেলের মতন।

কখন দেখায় ভয় না কহে বচন, অভিমানে ঢেকে রাখে প্রসন্ন বদন; আবার নূতন বেশে, প্রাণের ভিতরে এসে, চমকে পলকে,—মেঘে চপলা যেমন; হাসায় কাঁদায় করে উত্তং ফুত্তং, ক্ষেপালে এবার আমায় সেই ক্ষেপা নিরঞ্জন।

কখন ধমক দিয়ে, দেয় ঘুম ভাঙ্গাইয়ে, করে তিরস্কার কত তর্জ্জন গর্জ্জন; কাঁপায় অশনি নাদে যেন ত্রিভুবন; তবু তার মর্ম্ম নাহি বোঝে এ অবোধ মন।

কভু পিতৃ মাতৃ সখা সুহৃদের প্রায়, কখন বাল-গোপাল বেশে নাচে গায়; জ্বালিয়ে বিশ্বাস বাতি, জেগে আজ সারা রাতি, দেখিব কেমন সেই পুরুষ-রতন; ধরিয়া ফেলিব তার অভয় চরণ; বড় মজা হবে রে ভাই দুজনে মিলে তখন। ৯৬১।

কীর্ত্তন।—খ্যামটা।

লাগাও দেখি, প্রেমের ভেল্‌কী, ওহে যাদুকর। (একবার) অপরূপ রূপ দেখায়ে কর রূপান্তর।

হরিমন্ত্র কাণে দিয়ে, আত্মজ্ঞান দাও ভুলায়ে, তোমার ভাবে ভাব মিশায়ে হই ভাবান্তর। জয় বিশ্বেশ্বর!—হরি গুণাকর, প্রেমের সাগর।

রসনায় বস এসে, বাগ্বাদিনী বেশে, আনন্দে হেসে হেসে শুনাও মধুর স্বর; লয়ে মৃদঙ্গ হাতে, বাজাও আমাদের সাথে, নাচাও হে তালে তালে ধরি দুটি কর।

সঙ্কীর্ত্তন দৈবশক্তি, মহাভাবময়ী ভক্তি, মেগে

দেও প্রেমাঞ্জন চক্ষের উপর। জয় বিশ্বেশ্বর, প্রেমের সাগর, শ্রীহরি সুন্দর। ৯৬২।

ভৈরবী।—ঠুংরি।

বল না মা কবে হব বলবান্। (আমি) যেমন তোমার সব সাধু সন্তান।

পাপ রিপুগণ, করে আক্রমণ, দেখে ভয়ে কাঁপে প্রাণ; কবে যিশুসনে, গভীর গর্জ্জনে, বলিব দূর সয়তান!

আগে আগে চলি, যায় মহাবলী, ধরি বিজয় নিশান; আমি মন্দ মতি, ভীরু ভ্রান্ত অতি, রোগে শোকে ম্রিয়মাণ; কাতর তনয়ে, যাও গো যাও লয়ে, কর বরাভয় দান; কবে দয়াময়ী, হব রিপুজয়ী, করি তব সুধা পান। ৯৬৩।

ললিত।—ঝাঁপতাল।

যাও হে ফিরে ঘরে, পুলক অন্তরে, লয়ে মায়ের আশীর্ব্বাদ।

বিলাও প্রিয়জনে, আনন্দিত মনে, আনন্দময়ীর প্রসাদ।

যারা অন্ধকারে, মোহ কারাগারে, করে সদা আর্ত্তনাদ; বল মা ভৈঃ রবে, ডেকে তাদের সবে, বিধানের সুসংবাদ।

প্রতিবাসিগণে, দেখাও জীবনে, কেমন সে পরসাদ; মাকে রেখে হেথা, একা গেলে সেথা, ঘটিবে ঘোর প্রমাদ। ৯৬৪।

ভজন।

জয় বিশ্বেশ্বর, ভয়হর শঙ্কর, প্রাণেশ্বর শিব সুন্দর জী।

সত্য সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন, চিত্তবিনোদন, প্রভু জী।

স্বয়ম্ভু পুরাণ, সর্ব্বশক্তিমান, পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্ জী; দেবদেব মহাদেব মহেশ্বর নিখিলনিয়ন্তা পরমাত্মা জী; অনাদ্যানন্তং পুরুষ মহান্তং সচ্চিদানন্দং স্বামী জী।

মঙ্গলআলয়, পরমআশ্রয়, প্রজাপতি ভূতভাবন জী; করুণাসাগর, প্রেমের আকর, জগদীশ জগবন্দন জী, সিদ্ধিবিধাতা, কল্যাণদাতা, দীনজনত্রাতা পিতা জী।

পতিতপাবন, অধমতারণ, বিঘ্নবিনাশন, ঠাকুর জী; সন্তাপহরণ, অনাথশরণ, বিপদভঞ্জন দয়াল জী; হৃদয়রঞ্জন, শান্তিপ্রস্রবণ, প্রেমঘন প্রাণারাম জী।

পিতা মাতা সখা সুহৃদ বান্ধব পতি গতি বালগোপালজী; জ্ঞান বুদ্ধি বল, চরম সম্বল, তুহি প্রাণ মন ধন জী; গড্ খোদা হরি, বহুনামধারী, এক অখণ্ড জিহোবাজী; তুহি আদি অন্ত, অনাদি অনন্ত, বহুরূপী নটনাগর জী।৯৬৫।

খাম্বাজমিশ্র।—ঠুংরি।

মা অভয়ে বিপদবারিণী। শরণাগত দীনপালিনী।

শোকে তাপে জর জর, ধর মাগো কোলে কর, দেও শান্তি শান্তিদায়িনী; তার গো ত্রিতাপ-হারিণী তারিণী।

মা তোমার অদর্শনে, একাকী এ ভববনে, কাঁদি আমি দিন যামিনী; কাতরে মিনতি করি, দেও দেও মহেশ্বরী, অভয় চরণতরণী; চাও গো করুণানয়নে জননী। ৯৬৬।

মল্লার।—আড়াঠেকা।

তোমার চরণে যে জন সঁপেছে জীবন। (হরি) কোলে করে রাখ তারে মায়ের মতন।

সুদর্শন চক্র ধরি, হইয়ে সদা প্রহরী, ভক্তসঙ্গে সঙ্গে তুমি কর বিচরণ। ৯৬৭।

বাহার।—কাওয়ালী।

ছিলাম স্বাধীন ভাবে এত দিন একাকী এক ঘরে।—মনের সুখে কর্ত্তা হয়ে আপ্‌নি আপনার উপরে।

মালিক এখন রাজার বেশে, বসিল অন্দরে এসে, আমায় দিলে কারাবাসে জনমের তরে;

নিজের নামে মার্কা মেরে, নিলে সকল দখল করে, কোন কার্য্য কর্‌তে গেলে অমনি হাত চেপে ধরে।

বকেয়া বাকীর ঋণে, লইল আমারে কিনে, রেখে দিলে খাস মহলে দাসের ভিতরে; ভালই হল বাঁচা গেল, জবাবদিহি ফুরাইল, এখন ফকির হয়ে আল্লার নাম গাইব প্রেমভরে। ৯৭৮।

ইমন্।—একতালা।

হে মাতঃ জননী দীনহীন জনে কর শুভ আশীর্ব্বাদ দান।—কর গো বল বিধান।

তব কৃপা বলে, যেন গো সকলে, জনহিতে দিতে পারি প্রাণ। কর গো বল বিধান।

অজ্ঞান আঁধারে নর নারীগণ, বন্দীভাবে কাল করিছে যাপন, তাদের হৃদয়ে দরশন দিয়ে, প্রকাশ সুনীতি ধর্ম্ম জ্ঞান।

করি স্বার্থ নাশ, হয়ে তব দাস, কাটাব জীবন এই অভিলাষ; তোমার আদেশে, যাব দেশে দেশে; পরসেবা হবে অন্ন পান। কর গো বল বিধান। ৯০৯।

ইমন।—কাওয়ালী।

জয় চিদানন্দ নিরঞ্জন। অতুলন, সুদর্শন, যোগিজনচিত্তরঞ্জন।

কত ভাব রস তব কত গুণ জ্ঞান, যত ভাবি তত হয় বিমোহিত প্রাণ, প্রেমনীরে ভাসে দুনয়ন।

সাধ মনে থাকি মহাযোগে হয়ে লীন, গভীর জলধিজলতলে যথা মীন; কভু মহাভাবে মজে লীলারস রঙ্গে, প্রেমস্রোতে যাই ভেসে ভক্তগণ-সঙ্গে, কভু করি সন্তরণ। ৯১০।

কাফী সিন্ধু।—যৎ।

ঐ শোন! ঐ শোন! মা ডাকিছে রে আবার।
দিবা নিশি বাজে তাই হৃদয়ের তার।
নিমেষে নিমেষে, কত দূত এসে ফিরে যায়
বার বার; নিশ্বাসে বহে সমাচার।
মোহমদ পিয়ে, জেগে ঘুমাইয়ে, ভুলিয়ে
থেক না আর; আয় রে আয় বলে, ডেকে গেল
চলে, কত যুগঅবতার।
মধুর নাদিনী, নির্ঝর তটিনী, কহে কত কথা
তাঁর; ডাকে ফুলগণে, শশী তারা সনে, হাসি
হাসি অনিবার; ডাকে কালের ভেরী, দিবা বিভা-
বরী, বাজে ঘণ্টা বার বার; চলো রে চল ভাই,
মায়ের কাছে যাই, হয়ে ভবসিন্ধু পার। ৯৭১।

সুরট জয়জয়ন্তী।—ঝাঁপতাল।

জীবনে মরণে, ইহ পরকালে, যখন যে ভাবে
রাখ হে আমায়।

অটল হৃদয়ে, প্রাণ সমর্পিয়ে, পড়ে থাকি যেন নাথ তব পায় ।

কাঁদিব কার কাছে, কেবা আর আছে, কালস্রোতে সবে ভাসে বিশ্ব প্রায় ; রোগ শোক দুখে, আছ হে সম্মুখে, যা হয় তাই কর তোমার ইচ্ছায় । ৯৭২ ।

আলেয়া ।—ঠুংরি ।

কথায় যেমন কাজে তেমন হল কৈ আমার ।
তাই মনের খেদে কেঁদে কেঁদে উঠে প্রাণ বারে বার ।

প্রার্থনায় যা বলে থাকি, কিছুই তো রাখি না বাকী, কাজের বেলায় দিয়ে ফাঁকি করি বিপরীত আচার ।

একাকী বা লোকালয়ে, তোমার কাছে খাঁটি হয়ে, ভাবে ভাব মিশাইয়ে হব একাকার ; (কবে) দেখিব যোগনয়নে, এ হৃদয়বৃন্দাবনে, হরি তব নব নব লীলা বিলাস বিহার । ৯৭৩ ।

গজল্ ।

দিল্ মেরা জখম হো গেয়া রে। এয়সা হ্যায় প্রভুজী কা প্রেম, মেয় ক্যা কহুঁ রে।

দুসরা রাস্তা আওর আতা নাহি নজর মে, চল্‌নে কি ভি তাকৎ হ্যায় নাহি রে।

শুন কর উন্‌কী মধুর বাণী, ঈশা মসি সারে জেন্দেগানী; পাপী গুণাগারকে লিয়ে রোত রহি রে।

দেখ কর উন্‌কী প্রেমকী মুরতি, উদাস হুয়া শচীনন্দনরে; পিয়া পিলায়া, হরিপ্রেম সুধা, আপনে ভয়া মাতোয়ারা রে।

ভুলায় দিয়া মেরা শোচ বিচারা, ছিন্ লিয়া যো কুচ থা হামারা; প্রেমসমুদ্রমে ডুব গেয়া প্রেমদাস বেচারা রে। ৯৭৪।

কীর্ত্তন।—একতালা।

দেহলীলা হল প্রায় অবসান। এখন দাস্য-ব্রত হোমাগুনে পূর্ণাহুতি কর দান। (জয় দয়াময় দয়াময় বলে)।

যা কিছু করিবার থাকে, ফেলে আর রেখ না তাকে, কর সমাধান; ও ভাই জীবের সেবায় একেবারে ঢেলে দেও হে মন প্রাণ।

যার যাহা আছে দেনা, দেও আর বাকী রেখ না, ছাড়ি অভিমান; যেন মৃত্যু কালে, শত্রু মিত্র করে আশীর্ব্বাদ দান।

ভাসায়ে জীবনতরি, মুখে বল হরি হরি, উড়ায়ে নিশান; হয়ে মায়ামুক্ত হরিভক্ত কর হরিগুণ গান। ৯৭৫।

খাম্বাজ।—যৎ।

মা দয়াময়ী, রাখ গো আমায় তোমার ভিতরে।
যেমন গর্ভবাসে থাকে শিশু জননীর উদরে।

আছে ভেদ ব্যবধান, কিন্তু দুয়ে এক প্রাণ,
অনাহারে যোগী যথা যোগসুধা পান করে।
আত্মচেষ্টা, আত্মবল, নাহি তার কোন সম্বল,
কেবল মায়ের বলে জীবন ধরে; যথা তরুশাখে—
ফুলে ফলে এক রস সঞ্চরে।
অমৃত নাড়ী সংযোগে, অবিচ্ছেদে মহাযোগে,
ভাসিব আনন্দে সদা নিত্যানন্দ সাগরে। ৯৭৬।

বাউলে।—একতালা।

পরিণাম হরিনাম বিনে আর গতি নাই।
যদি সম্পদে বুঝিতে নার, বিপদে বুঝিবে ভাই।
যৌবনে ধন উপার্জ্জনে, ইন্দ্রিয় সুখ সেবনে,
দারা পুত্রসনে ভুলে আছ হে সদাই; কিন্তু সাব-
ধান, এ সংসার বড় কঠিন ঠাঁই।
ধর্ম্মকর্ম্ম শাস্ত্রজ্ঞানে, পাইবে না শান্তি প্রাণে,
হরিভক্তি হরিপ্রেম চাই; এস হরিনামে হরিপ্রেমে,
একেবারে মেতে যাই। ৯৭৭।

ভৈরবী।—ঠুংরি।

আইনু মা আজি সবে তব ঘরে। শুভ দিনে সম্বৎসর পরে।

পূর্ণ কর সাধ, বিতরি প্রসাদ, যার গুণে ভব-তাপ হরে।

ব্যথিত আহত, নরনারী যত, শোক দুঃখে পাপজ্বরে; সজল নয়নে, কাতর বচনে, যাচে ভিক্ষা যোড় করে; পুত্র কন্যাগণে, স্নেহ সম্বোধনে, ডাকি লও সমাদরে; কর সুখী সবে, আনন্দ উৎসবে, চিরদিনের তরে। ৯৭১।

ভৈরবী।—একতালা।

চিনি না জানি না বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই। (আমি)

সজ্ঞানে অজ্ঞানে পরাণের টানে, তাঁর পানে ছুটে যাই।

দিগন্ত প্রসার, অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই; তাহার ভিতরে, মৃদু মধুস্বরে, কে ডাকে

শুনিতে পাই ; আঁধারে নামিয়া, আঁধার ঠেলিয়া, না বুঝিয়া চলি তাই ; আছেন জননী, এই মাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই।

কিবা তাঁর নাম, কোথা তাঁর ধাম, কে জানে, কারে সুধাই ; না জানি সন্ধান, যোগ ধ্যান জ্ঞান, ভ্রাণে মত্ত হয়ে ধাই ; ডুবিব অতলে, মহাসিন্ধু-জলে, যা থাকে কপালে ভাই। ৯৭৯।

সিন্ধুভৈরবী।—একতালা।

তোমার এ সংসার, সুখের আধার, শিক্ষার আলয়, স্বর্গের সোপান।

মঙ্গলের তরে, সব নারী নরে, গৃহ পরিবারে দিয়েছ হে স্থান।

শরীর ইন্দ্রিয়, সুহৃদ আত্মীয়, কেহ নহে শত্রু সকলেই প্রিয় ; আহারে বিহারে, পার্থিব ব্যাপারে, দেখাইলে কত দয়ার প্রমাণ।

তোমার কৃপায়, ওহে প্রেমময়, কত সুখ শান্তি

পাইনু হেথায়, তার বিনিময়ে, সরল হৃদয়ে করি কৃতজ্ঞতা দান; কিন্তু সবপ্রিয় হতে তুমি প্রিয়—আত্মীয় হইতে পরমআত্মীয়, তোমার মতন, নাহি কোন ধন, সর্ব্বোপরি তুমি সুখের নিদান।

চাহি না সংসার বৈরাগ্য বিধান, তোমা লাগি যেন দিতে পারি প্রাণ; তুচ্ছ দারা সুত ধন জন মান, চরম সম্পদ তুমি ভগবান্। ৯৮০।

(লোফা) কেমনে করিব প্রেম সাধন। (প্রেমময় হে) আমি পাপী নর, শঠ স্বার্থপর, তুমি দেব প্রেমিক সুজন।

(খয়রা) অমৃতে গরলে, কপট সরলে, কেমনে প্রণয় হবে; আঁধারে আলোকে, স্বরগ নরকে, মিলন কি সম্ভবে। ওহে আমি হীন মতি, নীচাশয় অতি, জানি না প্রেম কি ধন; আপনার প্রেমে আপনি মোহিত তুমি প্রেম-প্রস্রবণ।

তাই ভাবি মনে, হইব কেমনে, নাথ তোমার মনের মতন।

(ঝাঁপতাল) অমরপুরভূষন, রসিক সাধু জন,

প্রীতিমরম কিছু জানে; (হে নাথ,—তারা জেনেই তো মজেছে) তাই তারা তোমাতরে, দেয় প্রাণ অকাতরে, ভাবে ভোর প্রেমমধু পানে। (হে নাথ) হাসে কাঁদে নাচে গায়, যেন পাগলের প্রায়, নাহি চায় অন্য কারো পানে; (হে নাথ,—) যেন মদমত্ত করী, সিংহনাদে বলে হরি, গ্রাম্য কথা নাহি শোনে কানে। (হে নাথ,—প্রেমে মজে যে গিয়েছে,) "কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুত চিন্তয়া কচি-দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়-ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।

দেখে সে প্রেমনয়নে, সব নর নারীগণে, যারে তারে দেয় আলিঙ্গন; (হে নাথ,—আত্মপর মানে না) মিষ্ট কথা হাস্য মুখে, সদাসুখী পর-সুখে, পরদুঃখে করয়ে রোদন। (প্রেমে গলে যে গিয়েছে,—প্রেমসিন্ধুজলে)

(লোফা) কর হে প্রেম সঞ্চার; হে অনন্ত প্রেম-পারাবার। (নৈলে ধরে বেঁধে হয় না প্রেম,—সে-ধন ধারে পাওয়া যায় না ভবে) রেখে নিজবাসে,

সাধুসহবাসে, দেও প্রেম শিক্ষা প্রেমদাসে। (হে প্রেমময় হরি।)। ৯৮১।

কীর্ত্তন।—খ্যামটা।

বাজে কথা কাণে শুনে কাজ কি ভাই।

যা করবার আছে করে যাই।

কার সেবা করি আমি, জানেন তা অন্তর্য্যামী, আমিও জানি; গোপনে তাঁহার মুখে দৈববাণী (আশাপ্রদ) শুন্‌তে চাই।

স্তুতি নিন্দা মান অপমান, সুখ্যাতি অখ্যাতি সম্মান, সকলি সমান; কেবল তাঁর সঙ্গে প্রেমালাপে হৃদয় মাঝে শান্তি পাই। ৯৮২।

সিন্ধু।—পোস্ত।

মা, সেই দুরন্ত ছেলেটা কাছে এসেছে আবার। যে কেঁদে বলে, এমন কর্ম্ম করব না গো আর।

রইতে নারে পরের কাছে, গোলেমালে ভবের মাঝে, মা বিনে আর এমন ছেলের কে লবে গো ভার।

সকলি সয় মায়ের প্রাণে, তাও সে বেশ মনে জানে; তাই পোড়ামুখে মা মা বলে ডাকে বার বার।

কেঁদ না মা, আর কেঁদ না, যা হয়েছে আর হবে না; ঐ মিষ্ট হাতে কর আমায় সুমিষ্ট প্রহার। ৯৮৩।

ললিত।—কাওয়ালী।

হেন শুভ দিনে কে কোথা আছ ভাই, এস সবে মিলে জননীর কাছে যাই।

ইহ পরকালে ভেদাভেদ কিছু নাই, নরামর আত্ম পর মিশে যাই এক ঠাঁই।

ঘেরি মায়ের অভয় চরণ, আনন্দে করি অর্চ্চন বন্দন; জয় জয় জয় রবে যশোগীত গাই।০

যেখানে তাঁর নামে মিলে দশ জনে, একমনে তাঁরে চাই; তাহার ভিতরে, আনন্দময়ীরে সহজে দেখিতে পাই; উৎসবমন্দিরে, নিরখি তাঁহারে তাপিত প্রাণ জুড়াই; মা মা মা বলে, ভক্তিরসে গলে, তাঁহার চরণে লুটাই। ৯৮৪।

নগরকীর্ত্তন।

সপ্ত পঞ্চাশত্তম উৎসব।

(তেওট) অমর নগরে চল যাই। এস এস ভাই।

আছেন যথা ব্রহ্মানন্দ, ঈশা গৌর ভক্তবৃন্দ, আর যত মহান্ত গোসাঞী; মিশে যোগবলে, সেই দলে, হরিনাম গুণ গাই।

(একতালা) বড় সাধ মনে, নিরখি নয়নে, সে অমরপরিবার;—হৃদয় বেদনা, মরম যাতনা পাশরিব হে এবার।

আহা প্রিয়দরশন, দেব দেবীগণ, করে প্রেম বিনিময় ; মধুর মিলন, মধুর বচন,সব যেন মধুময় । কেহ কারো গলে, ধরি কুতূহলে, দেয় প্রেম আলিঙ্গন ; বুকে চাপি ধরে,পুলকে শিহরে,আনন্দে করে রোদন। আহ্লাদে গলিয়া, কোলে মাথা দিয়া, কেহ মৃদু মৃদু হাসে ; কেহ ভক্তিভরে, প্রণি-পাত করে, পরস্পরে ভালবাসে। কেহ কারে ধরি, তোলে কাঁধে করি, নাচে হরি হরি বলে, ভকতে ভকত,করে সেবা কত,প্রেমানন্দে ঢলে ঢলে। প্রণয়প্রসঙ্গে, ভাবের তরঙ্গে, ভাসে বদনকমল ; হরিলীলা কথা কহিতে কহিতে, আঁখি করে ছল ছল। হয়ে প্রেমে গদ্‌গদ, পূজে হরিপদ, হরিভক্ত সাধুগণ; আহা কিবা ভ্রাতৃভাব, সরল স্বভাব, কিবা নির্ম্মল জীবন। পলক বিচ্ছেদে, সারা হয় কেঁদে, নাহি ছাড়ে কেহ কারে ; মিলে প্রাণে প্রাণে, অনন্ত মিলনে, ভাসে প্রেমপারাবারে। হরিপ্রিয় জনে, তুষিব কেমনে, এই ভাবে অনুদিন ; হরি-প্রিয়কাজে, মানব সমাজে একবারে হয় লীনপ্রাণ

(লোফা) কত আর বলিব সে কাহিনী। (সে যে ফুরায় না, ফুরায় না,—হরিপ্রেমলীলা কথা) বলিতে বলিতে, শুনিতে শুনিতে, পোহায় জীবন-যামিনী। (তবু ফুরায় না ২) (ভাল দেখায় না দেখায় না, ছোট মুখে বড় কথা;—নরলোকে স্বর্গের কথা)।

তবু কেন বলিরে;—কেনই বা বলি;—প্রেম-ধামের প্রেমের কথা;—(আমি) বল্‌তে বল্‌তে প্রেম উপজেরে। (প্রেমময়ের নামে)

ও ভাই বল বল প্রেমের কথা শুনি ভালবেসে।

আহা প্রেমনয়নে প্রেমের ছবি দেখি প্রাণ ভরে। ভবে প্রেম বিনা আর কিছু নাই, আমরা প্রেমের কাঙ্গাল প্রেম ভিক্ষা চাই; যেন ভাল বেসে হেসে হেসে যেতে পারি মরে।

কোথা পাব প্রেম ওহে প্রেমের আধার।
কঠোর হৃদয়ে কর প্রেমের সঞ্চার।
ভক্তসঙ্গে প্রেমপরিবারে চিদাকাশে।
দেও স্থান এই ভিক্ষা মাগে প্রেমদাসে। ৯৮৫।